✻ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

ESTD. 1878 REGD. NO. C 1036

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

৫০ বর্ষ, ২৪ সংখ্যা

বুধবার, ২৪ চৈত্র, ১৩৭৭ (১৭ চৈত্র, ১৮৯৩ শক) Wednesday, April 7, 1971

মূল্য—২২ পয়সা (22 Paise)

জে.এন.দত্ত এণ্ড সন্স
পোষাক.পরিচ্ছদ.হোসিয়ারী.ষ্টেশনারী.সুন্দর
মজবুত লেদার সুটকেস ও খেলা ধূলার
সরঞ্জাম ইত্যাদি পাইকারী ও খুচরা বিক্রেতা
২২২ এ ও বি, মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭ ফোন : ৩৩-৮৭৫৮

শ্রীহট্ট শহর মুক্ত : চট্টগ্রামে যুদ্ধজাহাজ থেকে গোলা বৃষ্টি

সারা বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চলে পশ্চিমী সৈন্যবাহিনীর কোন চিহ্ন নেই। সর্বত্র মুক্তিবাহিনীর অধিকার পুরোপুরি প্রতিষ্ঠিত। লড়াই চলছে কয়েকটি শহরের দখল নিয়ে। আজ শ্রীহট্ট শহর মুক্ত : পিণ্ডির বিমানবহর ছোঁ মেরে নেমে এসে ক্রমাগত বোমা ফেলে চলেছিল—তবু শ্রীহট্ট মুক্ত। মঙ্গলবার রণাঙ্গনে মুক্তিফৌজের সবচেয়ে বড় পুরস্কার এই। দু'দিন ধরে শ্রীহট্টের জন্য লড়াই চলেছে।

এই শহরের পতনের অর্থ বাংলা-দেশের পূর্বাঞ্চল দক্ষিণে আর উত্তরে সিলেট—মুক্তিফৌজের দখলে এসে গেল। এর ঠিক পরেই ভারতের আসাম সীমান্ত। এই অঞ্চলের মধ্যে পড়ে চট্টগ্রাম, নোয়াখালি, কুমিল্লা, মৈমনসিং এবং শ্রীহট্ট জেলাগুলি। বাকি আছে শুধু ছাউনি এলাকা আর চট্টগ্রাম শহরের কিছু অংশ। স্থলে জলে অন্তরীক্ষে আক্রমণ চালিয়ে পাক ফৌজ এইদিন এই শহরের কর্তৃত্ব ফের ছিনিয়ে নেয়।

এবার ঢাকা। শহর আর বিমান-বন্দর ছাড়া গোটা জেলাতেই মুক্তি-ফৌজের 'আধিপত্য'। শহরে চার ধারে মুক্তিফৌজের বেষ্টনী দৃঢ়তর হচ্ছে। তবে, ওদিকে চট্টগ্রামে দখলদার ফৌজও নতুন সৈন্য নামাতে পেরেছে।

যে-দুটি জাহাজ চট্টগ্রামে গোলা-বর্ষণ করে, তাদের একটির নাম 'বাবর', আর একটি 'জাহাঙ্গীর'। পাক ফৌজের দাবি চট্টগ্রাম শহরের দুই তৃতীয়াংশ তাদের হাতে।

চট্টগ্রামের জন্য লড়াইয়ে নিহত কত? সঠিক বলা শক্ত। বিশ্বস্ত সূত্রে জানা যায়, অন্তত কয়েক সহস্র তো হবেই। এদিকে, বেশ কয়েকটি পশ্চিম পাকিস্তানী পরিবার এখান থেকে তাড়াহুড়ো করে করাচী চলে যায়।

আগরতলায় সীমান্তের ওধার থেকে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, মুক্তিফৌজ তাদের প্রকাণ্ডতম এবং প্রচণ্ডতম আক্রমণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বিরাট সংখ্যায় সংগ্রামী সৈনিকদের সমাবেশ ঘটছে। গত কয়েকদিনে চট্টগ্রামে নিহত পাক ফৌজের সংখ্যা অন্তত তিনশো। মুক্তিফৌজ পার্বত্য চট্টগ্রামে সহায়তা পাচ্ছে চাকমা খণ্ডজাতির। তাদের তীর ধনুকের মুখে নাজেহাল। চট্টগ্রামের রামগড় মহকুমাটি মুক্তি ফৌজের সম্পূর্ণ করায়ত্ত। মুক্তিফৌজ শুভপুর সেতুটি ধ্বংস করে দিয়েছে। এই সেতুটি ছিল চট্টগ্রামের সঙ্গে ঢাকা আর শ্রীহট্টের সংযোগের পথে।

হানাদার ফৌজ রাজসাহী আর দিনাজপুর শহরেও বোমা ফেলে। অসামরিক হতাহতের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু মুক্তিফৌজ বিপক্ষের কাছ থেকে যে যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিনিয়ে নিয়েছে, তারও প্রমাণ পাওয়া গেছে। রাজসাহীতে তারা মরটারের জবাব দিয়েছে মরটার দিয়ে। রায়সাহী থেকে একটি হেলিকপটার ঢাকার দিকে যাচ্ছিল, সেটিকে মাটিতে নামিয়েছে।

রাস্তা বিধ্বস্ত, রেলও ইতস্তত বিলুপ্ত, ফলে পাক ফৌজ মঙ্গলবার জলপথে আক্রমণ চালায়। মঙ্গলা থেকে চালনা এবং খুলনা পর্যন্ত জঙ্গী জাহাজগুলি আনাগোনা করে আর দু'দিকের তীরে মৃত্যুরূপী আগুন ছড়ায়।

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

মেজর থেকে ব্রিগেডিয়ার

আগরতলা, ৬ এপ্রিল — বাংলা দেশ সরকার আজ একজন সেনা অফিসারকে প্রমোশন দেবার কথা ঘোষণা করেন। মেজর খালিদ মুশারফকে ব্রিগেডিয়ার পদে উন্নীত করা হয়েছে।

মেজর মুশারফের অধীনে প্রায় দু হাজার সৈন্য ছিল। তিনি পাকিস্তানী সামরিক নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং বাংলা দেশের মুক্তিফৌজে যোগ দেন। আওয়ামী লীগ মহলের ওই খবরে আরও বলা হয়েছে যে, বাংলা দেশ সরকার এই প্রথম একজনকে প্রমোশন দিলেন। —ইউ এন আই

আন্তর্জাতিক রেড ক্রশ সমিতির সহ-সভাপতির পদত্যাগ

জেনিভা, ৬ এপ্রিল—রেডক্রশ ইনটারন্যাশনাল কমিটির সহ-সভাপতি শ্রী জে ফ্রেমনড আজ পদত্যাগ করেছেন। পূর্ব-পাকিস্তানে সাহায্য-দানের ব্যাপারে মতানৈক্যের ফলেই নাকি তিনি পদত্যাগ করেন।

কৃষ্ণ দেবনাথ / যশোহর

বুকে হেঁটে দুর্গের দিকে

মঙ্গলবার সারাদিন ধরে যশোরের খবর—শত্রুর বোমাবর্ষণ উপেক্ষা করে মুক্তি ফৌজ বুকে হেঁটে হেঁটে এগিয়ে চলেছে দুর্গের দিকে। মিলিটারিদের ক্যানটনমেনট থেকে উৎখাত করায় দৃঢ় সংকল্পে মুক্তি ফৌজের গতি এখন দুর্বার। মুক্তি ফৌজের মেশিন-গানগুলি থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি বেরিয়ে আসছে।

আত্মরক্ষার শেষ চেষ্টায় জঙ্গী বাহিনী এখন মরীয়া। তারা 'এয়ার সাপোর্ট' চেয়েছেন। ওদের চারখানি স্যাবার জেট কিছুক্ষণের মধ্যে যশোরে উড়ে এসেছে। পরমুহূর্তেই বোমারু বিমানগুলি নির্বিচারে বোমাবর্ষণ করতে শুরু করে। বোমার আগুনে পুড়ে যায়, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্‌রে হেড কোয়ারটারস, যশোরের আঞ্চলিক ভবন, পাবলিক লাইব্রেরী। বোমারু বিমানগুলি আরও এগিয়ে যায় গ্রামের দিকে। তারপর মুহূর্তের মধ্যে ছোঁ মেরে কতগুলি বোমা ফেলে আবার পালিয়ে যায়। পুড়ে যায় পাঁচটি গ্রাম।

আকাশে যখন বিমান আক্রমণ তখন মরীয়া পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ কামান আর মরটার ছুঁড়তে শুরু করে। ওদের কামানের গোলায় যশোর আদালত ভবন ধূলিসাৎ হয়ে যায়। বিধ্বস্ত হয় একটির পর একটি বাড়ি। যশোর নগর ধাম ওরা ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে।

বিকেল বেলা চাঁচরা মোড়ের আস্তানা থেকে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বেরিয়ে এসে গ্রামবাসীদের ওপর লুঠপাট করতে থাকে। লুঠপাট, শুধু নয়, সেই সঙ্গে ওরা নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড চালায়। হত্যার পর সেনা-বাহিনীর লোকেরা গ্রামবাসীদের মৃত-দেহ মুক্তেশ্বর খালে ফেলে দিয়ে যায়। প্রায় ৫০০ বুলেট বিদ্ধ মৃতদেহ এখন মুক্তেশ্বর খালে ভাসছে। মৃতদেহের স্তূপে শীর্ণ খালের জলপ্রবাহ বন্ধ।

এরই মধ্যে দুর্বার সংকল্প নিয়ে এগিয়ে চলেছে মুক্তি ফৌজ। সকাল ছ'টা থেকে সেনানিবাস দখলের জন্য তারা চারদিক থেকে সাঁড়াশী অভিযান চালায়।

সন্ধ্যার দিকে নীরব রণাঙ্গন। তবে আবার বড় রকমের আক্রমণের প্রস্তুতি চলছে। এ দিনের যুদ্ধে এক হাজার পশ্চিম পাকিস্তানির প্রাণ গেছে। বিধ্বস্ত মনোবল নিয়ে তারা এখন শুধু আত্মরক্ষা করে চলেছে।

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত / পার্বতীপুর

গুরুত্বপূর্ণ রেলশহর মুক্ত

৬ এপ্রিল—উত্তরখণ্ডের গুরুত্ব-পূর্ণ রেল শহর পার্বতীপুরে আজ স্বাধীন বাংলা দেশের পতাকা উড়ল।

আজ ভোর না হতেই মুক্তি ফৌজের পার্বতীপুর অভিযান শুরু হয়েছিল। দু' হাজারের মত মুক্তি ফৌজ বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়লেন পার্বতীপুরের ওপর। অবশেষে ছিনিয়ে নিয়ে এলেন শত্রুর হাত থেকে। পার্বতীপুর আজ স্বাধীন, শত্রুমুক্ত।

পার্বতীপুর দখলের আগে এই শহরের দু' মাইল দূরে স্থানীয় আওয়ামী লীগ অফিসে বসে মাঝে মাঝেই গুলির শব্দ শুনছিলাম। বেলা তিনটায় আওয়ামী লীগ নেতা মহম্মদ আনোয়ার তখন দুটি স্টেনগান দেখিয়ে বলেন যে, ওই দুটি তারা পাকিস্তানী সৈন্যদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। আলোচনার কিছু পরেই পার্বতীপুর থেকে জয়ের খবর আসে। মুক্তি ফৌজের মেজর শ্রীমনসুর আলি ছুটে এসে ওই খবর দেন।

আওয়ামী লীগের আর একজন নেতা শ্রী এম এ কুদ্দুসকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পার্বতীপুর দখল'—একথা বলছেন কেন? তিনি বললেন, এই গুরুত্বপূর্ণ জায়গাটি দখলের জন্য গত রাত্রি থেকে পাক সেনারা চেষ্টা করছিল। তারা এই শহর দখলের জন্য মরীয়া হয়ে ওঠে।

আজ সকালে মুক্তি ফৌজ এক-যোগে ওই শহর আক্রমণ করে।

বিকালে দিনাজপুর ও বগুড়া থেকেও মুক্তি ফৌজের জয়ের খবর আসে। ওই দুই স্থানে পাক সেনা-বাহিনী প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ করে।

আরও খবর : রাজশাহী, ফরিদ-পুরের যে ক'টি জায়গা পাক সেনারা দখল করে রেখেছে মুক্তি ফৌজ তাও দখলের চেষ্টা করছেন। আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে জানানো হল যে, রাজশাহী, বগুড়া, দিনাজপুর ও পাবনার অধিকাংশ অঞ্চল মুক্তি ফৌজের দখলেই।

শ্যামল চক্রবর্তী / রাজশাহী

শহর থেকে ফৌজ পালানোর পালা শুরু

৬ এপ্রিল—শহর রাজশাহী মুক্তি-ফৌজ তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে। পাক সেনাদের বাইরে আসার একটি-মাত্র পথ খোলা, কিন্তু সেটি আবার ভারত সীমান্তের দিকে—লালগোলা।

এই শহরকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষে লড়াই চলেছে সেই ২রা এপ্রিল থেকে। শহরে এখন ফৌজের সংখ্যা ঠিক কত? বলা শক্ত। সংখ্যা যাই-ই হোক, সবাই ছাউনিতে এক রকম আটক। চারদিকে শুধু মুক্তি যোদ্ধা আর মুক্তি যোদ্ধা। রাজশাহী ঢাকা সড়কটিও তাদের দখলে। তাদের ঘাটি গ্রামাঞ্চলে।

এখন দুপুর দুটো। আমাদের মাথার ওপর দিয়ে দুটি পাকিস্তানী জেট ফাইটার বিমান উড়ে গেল। কয়েক মিনিট পরেই মেশিনগান থেকে গুলিবৃষ্টির শব্দ। পাঁচ ছ' মাইল দূরে একটি গ্রামে কোণঠাসা পাক সেনানী ধ্বংসের নেশায় মেতেছে। ওরা পারবে না।

আমাদের আর এগুনো হলো না। আমি ও বিশু রক্ষিত (আনন্দবাজারের ফটোগ্রাফার) যাচ্ছিলাম পুলিশ ট্রেনিং কলেজ ও আয়ুব ক্যাডেট কলেজের দিকে। সঙ্গে ছিলেন আওয়ামী লীগের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য ডঃ মহম্মদ আলাউদ্দীন ও স্থানীয় ছাত্রনেতা মহম্মদ দুলাল! ও'রা বললেন, এখন আর এগুনো ঠিক হবে না।

দু' একদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই এগুনো যাবে। পশ্চিমী হানাদারদের আক্রমণের আর জোর নেই। অস্ত্রে টান পড়েছে। টান পড়েছে ভাঁড়ারেও। সরবরাহ পাঠাবার সব পথ বন্ধ। শেখ মুজিবর বলেছিলেন ওদের ভাতে মারবো, ওদের পানিতে মারবো। সোমবার ওরা তিনটি হেলিকপটার নামাবার চেষ্টা করেও পারেনি। ফিরে গেছে। মঙ্গলবার জেট বিমানের ছায়ায় ছায়ায় এসে নেমেছে একটিমাত্র হেলি-কপটার। তবে সরবরাহের বদলে

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

"বাংলা দেশের" চট্টগ্রাম এখন রণাঙ্গন। মঙ্গলবার নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য সেখান থেকে জাহাজে কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন এই সব বিদেশী-বিদেশিনী। —নিজস্ব-চিত্র

বহরমপুরে এ বি টি এ নেতা খুন

স্টাফ রিপোরটার

বহরমপুর, ৬ এপ্রিল—নিখিল-বঙ্গ শিক্ষক সমিতির প্রথম সারির নেতা শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্য আজ সন্ধ্যায় এখানে সৈদাবাদে তাঁর বাড়ির কাছে ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এবারের নির্বাচনে তিনি বহরমপুর লোকসভা কেন্দ্রে সি পি এম প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ এই ঘটনা। সন্তোষবাবু বাড়ি ফিরছিলেন। হঠাৎ একদল আততায়ী তাঁর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পর পর ছুরিকাঘাত করে। তিনি ঘটনাস্থলেই মারা যান। এ সম্পর্কে তিনজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এই হত্যাকাণ্ড উগ্রপন্থীদের কাজ বলে পুলিশ সন্দেহ করছে।

পুলিশ আরও জানায়, সন্তোষ-বাবু খুন হওয়ার কিছু পর একদল লোক খাগড়া অঞ্চলের একটি বাড়িতে চড়াও হয়ে দুজনকে ছুরিকাঘাত করে। তাদের মধ্যে শ্রীমধুসূদন মৈত্রের অবস্থা আশংকাজনক। পুলিশের অভিযোগ, এই ক্ষেত্রে আক্রমণকারীরা সি পি এম সমর্থক।

প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী শ্রীসত্যপ্রিয় রায় এম এল এ এক বিবৃতিতে শ্রীসন্তোষ ভট্টাচার্যের হত্যাকাণ্ডের তীব্র নিন্দা করেছেন। শ্রী রায় ৮ এপ্রিল রাজ্যের সমস্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

বিচারপতি গুলিতে আহত

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার সকালে কলকাতা হাইকোরট্‌-এর বিচারপতি শ্রীকিরণ-লাল রায় কুমারটুলি অঞ্চলে তাঁর বাড়ির সামনে গাড়ির মধ্যে আততায়ীর গুলিতে আহত হন। ওই গুলি তাঁর ডান চোখের উপর ঘেঁষে মাথার মধ্যে ঢুকে আটকে যায়।

আহত অবস্থায় শ্রী রায়কে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভরতি করা হয়। রাত আটটা নাগাদ খবর নিয়ে জানা যায় তখনও অস্ত্রোপচার করে গুলি বার করা হয়নি। চক্ষু বিভাগে নিয়ে গিয়ে সেখানে অস্ত্রোপচারের কথা বিবেচনাধীন বলে জানা যায়।

এদিন সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায় হাস-পাতালে গিয়ে বিচারপতি রায়ের খোঁজখবর নেন। তখনও তাঁর অবস্থা আশঙ্কামুক্ত হয়নি। মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ জয়নাল আবেদিন এবং বিচার বিভাগের মন্ত্রী শ্রীঅজিত পাঁজাও হাসপাতালে গিয়ে বিচারপতি শ্রী রায়কে দেখে আসেন।

তিনজন নিহত

মঙ্গলবার সকালে কালনায় শ্রীলক্ষ্মী[illegible]য়ক নামে এক

ষ[illegible]ঠায় দ্রষ্টব্য

চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে কলকাতায়

যাত্রীদের মুখে চোখে দুঃস্বপ্নের স্মৃতি

কিশলয় ঠাকুর

মঙ্গলবার বিকালে চট্টগ্রাম থেকে রাষ্ট্রসংঘের অফিসারগণ সহ সতেরটি বিদেশী রাষ্ট্রের মোট একশো উনিশ-জন যাত্রী নিয়ে বৃটিশ জাহাজ 'ক্লান ম্যাকনেয়ার' কলকাতা বন্দরে পেঁছায়। জাহাজটি ভিড়বার আগেই শহরের পাক ডেপুটি হাইকমিশন সমেত বিভিন্ন কূটনৈতিক দফতরের প্রতিনিধিরা মাঝগঙ্গা থেকেই জাহাজে উঠে পড়েন। আমরাও তাই করলাম। কিন্তু উঠেই দেখি সবার মুখ প্রায় বন্ধ। ওপারে এখনও এদের বহু আত্মীয়-স্বজন রয়েছেন তাঁদের কথা ভেবেই ওঁদের ভয়, সেজন্যই নাকি এখানে মুখ না খোলার জন্য কূটনৈতিক পরামর্শ। কথাটা বললেন ইউ এন ওর যাত্রী অফিসার মিঃ এরিনসন।

মুখ বন্ধ হলেও কান্না লুকোয় না। মার্কিন ডাক্তার মিঃ ইটন স্পষ্ট বাঙলায় বললেন—'আমার কথা বলা বারণ কিন্তু প্রাণ কাঁদছে। পশ্চিম পাকিস্তানের মিলিটারি 'বাঙলাদেশ'-এর মুক্তিকামীদের যেভাবে হত্যা করছে তা ভাবতে আমার কান্না পাচ্ছে।'

ডাঃ ইটনের কথা, 'চট্টগ্রাম শহরে কোন বাঙালী নেই, মানুষ নেই, কেবল পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা সদর সড়ক ধরে টহল দিচ্ছে, গুলি করছে, আগুন জ্বালাচ্ছে বাঙলা দেশের মানুষের ঘরে ঘরে।'

তবু ইটনের বিশ্বাস, 'বাঙলা দেশের' মানুষই জিতবে। চট্টগ্রাম শহরের বাইরে ওরা যেতে পারেনি, পারবে না। ককসবাজার থেকে বাইশ মাইল দূরে এক হাসপাতালে তিনি ছিলেন। একশো পাঁচ কিলোমিটার মোটর চালিয়ে তিনি চট্টগ্রাম শহরে এসেছেন। পথে কোথাও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ দেখেননি। দেখেছেন, ইসট পাকিস্তান রাইফেলের লোক আর বাঙলা দেশের লোক। পথে পথে শুনেছেন 'জয় বাংলা' শ্লোগান। কোথাও কেউ তাঁকে বাধা দেয়নি। বরং মাঝে মাঝে বেরিকেড সরিয়ে পথ করে দিয়েছে আসতে। চট্টগ্রামের রেডিও স্টেশন চারদিন ধরে আওয়ামি লীগের দখলে ছিল। বিমান থেকে বোমা বর্ষণ করে পশ্চিম

ষষ্ঠ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

দুই পাক কূটনীতিক ভারতে আশ্রয় নিলেন

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল—পাকিস্তান হাই কমিশনের পূর্ববঙ্গীয় দুই কূট-নীতিক আজ ভারতে রাজনৈতিক আশ্রয় চান এবং ভারত সরকার তৎক্ষণাৎ তা মঞ্জুর করেন।

এই দুজন হলেন : সেকেনড সেকরেটারি শ্রী কে এম শাহাবুদ্দিন (৩০) এবং অ্যাসিসট্যানট প্রেস অ্যাটাশে শ্রীআমজাদুল হক (৩৩)। বাংলা দেশে পশ্চিম পাকিস্তানী সেনার গণহত্যার প্রতিবাদে তাঁরা ইসলামাবাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন।

মঙ্গলবার মধ্যরাত্রে এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে তাঁরা তাঁদের এই সিদ্ধান্ত জানান। শ্রীশাহাবুদ্দিনের সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী এবং দুই মেয়ে। শ্রী হক অবিবাহিত।

শ্রী শাহাবুদ্দিন ও শ্রী হককে পশ্চিম পাকিস্তানে বদলী হওয়ার জন্য আদেশ দেওয়া হয়েছিল। —পি টি আই ও ইউ এন আই

হিতেন্দ্র দেশাই আবার গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন

আমেদাবাদ, ৬ এপ্রিল—গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমন নারায়ন আজ শ্রীহিতেন্দ্র দেশাইকে রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

আগামীকাল সকাল ৮-৪৫ মিনিটে শ্রীদেশাই-এর নেতৃত্বে নতুন মন্ত্রিসভা শপথ নেবেন।

আদি কংগ্রেসের নেতা শ্রীহিতেন্দ্র দেশাই স্বতন্ত্র, জনসঙ্ঘ ও কয়েকজন নির্দল সদস্যের সমর্থনে রাজ্যে বিকল্প সরকার গড়বেন। —ইউ এন আই

বাংলাদেশের সরকারকে স্বীকৃতি দিন

কেন্দ্রকে পশ্চিমবঙ্গ মন্ত্রিসভার অনুরোধ

মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের নতুন কোয়া-লিশন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে 'বাংলা দেশের' গণতান্ত্রিক স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন এবং 'বাংলা দেশ' সরকারকে আশু স্বীকৃতি দানের জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়।

অপর এক প্রস্তাবে 'বাংলা দেশের মানুষের সহায়তার জন্য' পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থকোষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এই টাকা মুখ্যমন্ত্রীর হেফাজতে থাকবে।

বৈঠকের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত—মন্ত্রিসভার সকল কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত অতঃপর বাংলা ভাষায় গ্রহণ করা হবে।

উপ-মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবিজয় সিংহ নাহার সাংবাদিকদের কাছে মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত-গুলি বিবৃত করেন। তিনি জানান, বৈঠকের সূচনায় প্রাক্তন এম এল এ-দের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করা হয়। তাঁদের মধ্যে হেমন্তকুমার বসু, নেপাল রায়, অধ্যাপক জ্যোতিষ ঘোষ, শ্যামাপ্রসাদ বর্মন, যজ্ঞেশ্বর রায় প্রমুখের নাম রয়েছে।

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে যেসব প্রস্তাব নেওয়া হয় তা নিচে দেওয়া হল :

বাংলা দেশের সংগ্রামের প্রতি সমর্থন

বাংলা দেশের গণতান্ত্রিক স্বাধিকার সংগ্রামের প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মন্ত্রিসভা পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছেন এবং ভারত সরকারকে অনুরোধ করছেন যে

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

তুষার পণ্ডিত / কুমিল্লা সীমান্ত

বিমান থেকে মেশিনগান

পাক বিমান বহর কুমিল্লা বিমান বন্দরের আশেপাশে বোমা ফেলছে। তাদের উদ্দেশ্য মুক্তিফৌজের প্রতিরোধ ভেদ করে গ্রামাঞ্চলে ঢোকা। পাকফৌজ বিমানে করে ঢাকা থেকে অনেক সৈন্য আনিয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ কুমিল্লা শহরের শহরতলি থেকে মুক্তি-ফৌজের প্রতিরোধবাহিনীকে হটিয়ে দেওয়ার জন্য সর্বাত্মক অভিযান শুরু করেছে।

পাক বিমান মেশিনগান থেকে গুলি চালাতে চালাতে কুমিল্লা বিমান বন্দরের চার দিক চষে বেড়াচ্ছে। তিনটি গ্রামে আগুন জ্বলছে। শত শত লোক নিহত। ভারতের সোনামুড়া থেকে কুমিল্লা শহরের তিন মাইল দূরে ধোঁয়ার কুণ্ডলী চোখে পড়ে। সন্ধ্যায় আগুনের লেলিহান শিখা সারা আকাশ রাঙিয়ে দেয়।

জাতীয় পরিষদের আওয়ামী লীগ সদস্যগণ মেজর জিয়াউর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত বাংলা দেশ অস্থায়ী সরকারের স্থলে জনপ্রিয় সরকার গঠনের প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। নুরুল আমিন, ফরিদ আহমেদ, সাবুর প্রমুখ পশ্চিম পাকিস্তান সমর্থকদের নিয়ে সরকার গঠনে ইসলামাবাদের চেষ্টা বানচাল করে দেবার প্রশ্নটিও আলোচনায় ওঠে।

মুক্তিফৌজও গোলা বর্ষণ করছে

করিমগঞ্জ থেকে ইউ এন আই খবর দিচ্ছে : 'বাংলা দেশে'র মুক্তি-ফৌজও সুরক্ষিত কুমিল্লা বিমান বন্দরের উপর মঙ্গলবার গোলা বর্ষণ করে। সীমান্তের ওপার থেকে ওই খবর পেঁছেছে।

পাক বিমান বহর এ দিন লাকসাম থেকে ১৯ কিলোমিটার দূরে নয়াহাটি বাজারে বোমা ফেলে। ওখানে অন্তত দু শ লোক মারা যায়।

এখন পাবেন নতুন রেক্সোনা
আপনার ত্বকের সুরক্ষা ও পরিপুষ্টির জন্য!
রেক্সোনা আরও গুনশালী করেছে
ক্যাডিল প্লাস – ত্বকের ৫টি টনিকের এক মিশ্রণ
লিনটাস-RX.48.140.86
হিন্দুস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন

আনন্দবাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল (আতারক্ত
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ত্রিপুরা
ও উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal.
Phone 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O.

১লা এপ্রিল ১৯৭১ হইতে শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের বর্ধিত মূল্য-তালিকা

অতিরিক্ত ১০ শতাংশ সারচার্জ

১। আশ্রয়প্রার্থী, কর্মপ্রার্থী, পাত্র-পাত্রী, হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ: প্রতি লাইন—টাঃ ৩.৫০।

২। অফিস-গুদাম-দোকান, আসবাব-পত্র, কলোনী, খেলাধূলো, খেলনা, জীবজন্তু, টাইপরাইটার, নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র, পুস্তক ও সাময়িকপত্র, ফটোগ্রাফি, বন্দুক ও শিকার, বাড়ি-ঘর-ফ্ল্যাট, বিবাহ প্রতিষ্ঠান, ভাড়া বা লীজ, রেডিও-গ্রামোফোন, সঙ্গীত ও কলা, সাইকেল ও মোটর, সিনেমার সরঞ্জাম, সেলাইকল, আহার ও বাসস্থান, এজেন্ট ও অরগানাইজার, ক্যানভাসার, কর্মখালি, গাড়ি-ঘোড়া, জন্ম, বিবাহ, ডাকটিকিট, ডিলার ও স্টকিস্ট, ফলফুল, বীজ, গাছ, পেয়িং গেস্ট, শিক্ষক ও শিক্ষিকা, সরকারী চাকুরি, স্কুল-কলেজ, শোকসংবাদ: প্রতি লাইন—টাঃ ৪.৫০।

৩। অলঙ্কার, ঋণ ও লগ্নী, ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয়, ছাপাখানা, ব্যক্তিগত, বিবিধ, সম্পত্তি-বাড়ি-জমি, ঔষধ-চিকিৎসা, তীর্থযাত্রা ও প্রমোদভ্রমণ, মোটরগাড়ি, যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম, লটারি, স্মৃতির উদ্দেশ্যে, জ্যোতিষ, হোটেল-রেস্তোরাঁ, অভিনেতা-অভিনেত্রী: প্রতি লাইন—টাঃ ৫.০০।

৪। নাম-ঠিকানা পরিবর্তন, প্রাপ্তি-স্বীকার, সভাসমিতি, স্টীমার, লঞ্চ, নৌকা: প্রতি লাইন—টাঃ ৬.৫০।

৫। লাইফ ইনসিওরেন্স পলিসি ও শেয়ার সার্টিফিকেট প্রভৃতি হারানো; প্রতি কলম সেণ্টিমিটার—টাঃ ১৮.০০ – সর্বনিম্ন মূল্য টাঃ ৩৬.০০।

৬। যাবতীয় নোটিস, টেণ্ডার, ঘোষণা, নীলাম; প্রতি সেণ্টিমিটার—টাঃ ২৪.০০; সর্বনিম্ন মূল্য টাঃ ৪৮.০০।

৭। কোন বিজ্ঞাপন তিন লাইনের কম হইলেও তিন লাইনেরই চার্জ লাগিবে।

৮। শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপন এক কলম মাপে বড় অক্ষরেও (১৪ পয়েণ্ট) ছাপা হইতে পারিবে। সেইরূপ স্থলে প্রতি সেণ্টিমিটার-এর মূল্য টাঃ ২৪.০০ লাগিবে। সর্বনিম্ন খরচ টাঃ ৪৮.০০।

৯। রবিবারের কাগজে বিজ্ঞাপন দিতে হইলে বুধবারের মধ্যে বিজ্ঞাপনের কপি আমাদের নিকট পৌঁছান আবশ্যক। রবিবারের বিজ্ঞাপনের জন্য ২৫% অতিরিক্ত খরচ লাগে।

১০। বক্স নং ব্যবহার করিলে অতিরিক্ত টাঃ ৪.০০ দিতে হইবে।

১১। পোস্ট বক্স নং ও বিজ্ঞাপনের বক্স নং এক নহে। পোস্ট বক্সের ঠিকানায় কদাচ বক্স নম্বরের উত্তর দিবেন না। ঠিকানা যাহা ছাপা থাকিবে ঠিক তাহাই লিখিবেন, কিছু কম বা বেশী নহে; নচেৎ চিঠি পৌঁছাইতে গোলমাল হইতে পারে।

ম্যানেজার, বিজ্ঞাপন বিভাগ,
আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ

কর্মখালি

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি নং এসসি২/১/৭১

নিম্নলিখিত পদগুলির জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হইতেছে:—

১। **বেল্ট ভালক্যানাইজার**: বেতনক্রম: ১৫০-৫-২৫০, টাকা তদুপরি পর্ষদের রুল অনুযায়ী প্রদেয় ডি এ ও অন্যান্য ভাতা।

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: ৮ম শ্রেণী। কোন কোল হ্যাণ্ডলিং প্ল্যাণ্টে রবার বেল্ট কনভেয়রের ক্ষতি মেরামতী কাজে ভালক্যানাইজার হিসাবে প্রকৃতপক্ষে কাজ করার অন্যূন তিন বৎসরের অভিজ্ঞতা তৎসহ এইরূপ কাজ করার সাক্ষ্যপ্রমাণ। এইরূপে নিয়োগ ভালক্যানাইজিং কাজ করেন এমন কোন অগ্রণী রবার ম্যানুফ্যাকচারার্স ফার্মে অবশ্যই হওয়া চাই এবং এতন্মর্মে সার্টিফিকেট পেশ করিতে হইবে।

২। **অ্যাসিস্ট্যাণ্ট মিসট্রেস** (হুগলীর ত্রিবেণীস্থ বি টি পি এস টাউনশিপে ডাঃ বি সি রায় বিদ্যালয়ের জন্য): বেতনক্রম: ১৬৭-৭-২৩৭-৮-৩১৭, টাকা তদুপরি বোর্ডের রুল অনুযায়ী প্রদেয় অন্যান্য ভাতা।

কর্মখালি

যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা: সর্বনিম্ন যোগ্যতা হইতে হইবে বি এ, বি টি তৎসহ কোন সাহায্যপ্রাপ্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ৩ বৎসরের আধুনিক শিক্ষাদানের অভিজ্ঞতা। উচ্চতর যোগ্যতা ও উচ্চতর শ্রেণীতে শিক্ষাদানে অধিকতর দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা অগ্রাধিকার পাইবে। অতিরিক্ত যোগ্যতা—কে জি ট্রেণ্ড।

বয়স (উভয় পদের ক্ষেত্রে): ১-৪-৭১ তারিখে অনধিক ৩৫ বৎসর; ১-১-৬৪ তারিখে বা তাহার পর পূর্ব পাকিস্তান হইতে চিরতরে ভারতে চলিয়া আসিয়াছেন এমন প্রকৃত উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে ৪৫ বৎসর বয়স পর্যন্ত এবং তপসীলী জাতি/উপজাতির প্রার্থীদের ক্ষেত্রে ৩ বৎসর শিথিলযোগ্য।

শংসাপত্র ও প্রশংসাপত্রসমূহের প্রত্যায়িত নকলসহ নিম্নোক্ত তথ্যাদি সম্বলিত টাইপ-করা দরখাস্ত ১৭-৪-৭১ তারিখের মধ্যে সেক্রেটারির অফিস, সিলেকশন কমিটি-২, পঃ বঃ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ, ৪৮/১ ডায়মণ্ড হারবার রোড, কলিকাতা-২৭ ঠিকানায় অবশ্যই পৌঁছা চাই:

(১) কর্মখালির বিজ্ঞপ্তি নং, (২) পদের নাম, (৩) দরখাস্তকারীর পুরা নাম (বড়হাতের হরফে), (৪) পিতার নাম, (৫) জন্মতারিখ, (৬) ডাকের বর্তমান পুরা ঠিকানা, (৭) যোগ্যতা—(ক) শিক্ষাগত, (খ) কারিগরী, (৮) অভিজ্ঞতার বিবরণ, (৯) চাকরিরত হইলে নিয়োগকর্তার নাম, (১০) পোস্টাল অর্ডার নং ও তারিখ।

প্রার্থিত পদের নাম দরখাস্ত ভরতি খামের উপর বড়হাতের হরফে লিখিয়া দিতে হইবে।

প্রত্যেক পদের জন্য দরখাস্তের সঙ্গে "ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড"-কে প্রদেয় ১, টাকার (তপসীলী জাতি/উপজাতি বা প্রকৃত উদ্বাস্তুর ক্ষেত্রে ৫০ পয়সা) একটি রেখিত পোস্টাল অর্ডার গাঁথিয়া দিতে হইবে।

যে সকল প্রার্থী প্রকৃত উদ্বাস্তু বা তপসীলী জাতি/উপজাতির অন্তর্ভুক্ত তাঁহারা সুবিধা হারে ফী ও বয়সের শিথিলতার দাবির সমর্থনে বিভিন্ন রাজ্যে অবস্থিত রিলিফ ক্যাম্পসমূহের ক্যাম্প কম্যাণ্ডাণ্ট অথবা প্রার্থী যে এলাকায় বসবাস করেন তথাকার ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট বা এম এল এ-র ইস্যু-করা সার্টিফিকেটের প্রত্যায়িত নকল অবশ্যই দাখিল করিবেন।

উপরোক্ত বিবরণবিহীন দরখাস্ত পেশ করিলে তাহা বিবেচিত হইবে না। কোন সরকারী বা আধা-সরকারী সংস্থা ইত্যাদিতে কর্মরত প্রার্থিগণ অবশ্যই যথাযথ প্রণালী মারফত দরখাস্ত পেশ করিবেন। প্রার্থিগণকে নিজ ব্যয়ে সাক্ষাৎকারে উপস্থিত হওয়ার প্রয়োজন হইতে পারে।

বিভাগীয় প্রার্থিগণ যদি নিয়োগের উপরে নির্ধারিত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন হন তবে তাঁহাদিগকেও যথাযথ প্রণালী মারফত দরখাস্ত করিতে হইবে। তবে বিভাগীয় প্রার্থীদের ক্ষেত্রে পোস্টাল অর্ডারের প্রয়োজন হইবে না। (৫২৭২)

শাড়ী ও রেডিমেড বিভাগে কয়েকজন বিশেষ অভিজ্ঞ অস্থায়ী সেলসম্যান প্রয়োজন। এস হরলালকা এণ্ড কোং, ৫নং ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। (৫৩৮৫এ)

Absorbent cotton বিক্রয়ের জন্য কমিশনে অভিজ্ঞ ব্যক্তি চাই। মালের পুরা দাম জমা রাখিতে হইবে। বক্স নং ৫৩৪৭ আনন্দবাজার, কলিকাতা—১। (সি ১৫২৯)

ইংরাজী কাজ-জানা কম্পোজিটর চাই। আর্থিক প্রসঙ্গ প্রেস ২ প্রাইভেট রোড, দমদম। (সি ১৩৮৯)

বাড়ী-ঘর ফ্ল্যাট ভাড়া

সরকারী চাকুরিয়ার জন্য ৪৫, একখানি ঘর কলিকাতার মধ্যে প্রয়োজন। বক্স নং ৫২৫০ আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ১২৬০)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

বাবু তোমাকে সবাই ক্ষমা করেছি অবিলম্বে চলে এসো, তোমার রুগ্ন বাবা ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। তুমি না এলে বাবাকে বাঁচান যাবে না। সেজ কাকু বিমল মুখার্জি, বেহালা। (সি ১৫৭৩)

ব্যক্তিগত

বিয়ের জয়পুরী পাঞ্জাবী ও তারুর প্যাণ্ট "কোহিনূর" ছাড়া চলবে না, চলবে না। আমহার্স্ট স্ট্রীট ও গড়িয়াহাট ব্রিজ। (৫১৭৫ এ)

সেণ্ট্রাল এক্সাইস মিনিস্টেরিয়াল অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক অনুষ্ঠান উপলক্ষে ৭১ সালের জুন মাসে যে সুভেনির প্রকাশিত হবে তাতে বিজ্ঞাপনের জন্য ১৫/১, স্ট্র্যাণ্ড রোডস্থিত ঐ সংস্থার সেক্রেটারীর সহিত যোগাযোগ করুন। (সি ১২৭২)

ম্যাক্সমুলার ভবন গুড ফ্রাইডে এবং **ইস্টারের সংগীতের** এক রেকর্ডেড কনসার্টে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন। প্রস্তাবনা: ডঃ এইচ মুলার। আজ সন্ধ্যা ৭-৩০টায় এম এম বি-তে। (৫৩৩০)

হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ

উৎপল গাঙ্গুলী (১৮) বিকৃত মস্তিষ্ক। সামনের দুটি দাঁত ভাঙ্গা। গত ১লা এপ্রিল থেকে নিখোঁজ। সন্ধানপ্রার্থী শ্রীমুরারিমোহন গাঙ্গুলী। বরাহনগর জুট মিলস। আলমবাজার, কলি—৩৫। (সি ১৫০৯)

শ্রীমতী আঙ্গুরবালা বসু (৫৩) শ্যামবর্ণা, মাঝারি চেহারা, পরনে থান ও হাওয়াই জুতা গত ৩।৪।৭১ নিখোঁজ। সন্ধান দিলে চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। দেবকুমার বসু ছোট বহেড়া, পোঃ বড় বহেড়া, হুগলি, পঃ বঙ্গ। (সি ১৩৮২)

স্মৃতির উদ্দেশ্যে

শ্রীমতী নীলমণি দাসী

জন্ম:—১৮৭৩ মৃত্যু:—৭ই এপ্রিল ১৯৭০

মা, মা ও ছেলের মিষ্টি-মধুর, শান্তি-সুখের সোনার সংসারকে ভেঙ্গে

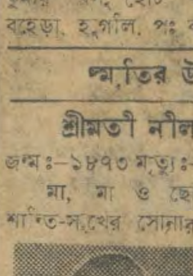

ভগবান তোমাকে দেবলোকে নিয়ে গেলেন গত বছর এই দিনটিতে। আজ দেবলোকে সকল দেবতার মাঝে তুমিই আমার শ্রেষ্ঠ। তোমার শ্রীচরণে অশ্রুচন্দন মাখানো ভক্তি পুষ্পার্ঘ্য দিলাম—গ্রহণ কর। তোমার স্নেহ, মায়া, মমতা ভরা আশীর্বাদ হউক আমার জীবনের সহায় সম্বল।—তোমার দুর্ভাগা সন্তান: পান্নালাল দাস; ৩এ, গ্রোভ লেন, কলি-২৬। (সি ১০৭৩)

নাম-ঠিকানা পরিবর্তন

আমি বসন্ত ২৮।২।৭১ তারিখের এফিডেভিট বলে অদ্য হইতে বসন্তকুমার মহান্তি নামে পরিচিত হইলাম। (সি ১০৮৬)

ব্যবসা-বাণিজ্য

যাবতীয় মহাজনী খাতার (জাবেদা খতিয়ান, ক্যাশ, লেজার) একমাত্র বিশ্বস্ত পাইকারী বিক্রেতা। ট্রেডার্স সিণ্ডিকেট ৩৪-০৩২৭ ৬৭-এ, মাহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯। (সি ১১৭৩)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষণ শিক্ষা ও সান্ধ্য মহাবিদ্যালয়, কোচবিহার

১৯৭১-৭২ শিক্ষাবর্ষে এই মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষণ শিক্ষা বিভাগে ভর্তির জন্য যোগ্য স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উপাধিযুক্ত প্রার্থীদের নিকট হইতে নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র আহ্বান করা যাইতেছে। **দুইটি** পুরা ডাকটিকিট যুক্ত নিজের ঠিকানা লেখা ৯"×৪" খাম, **একটি** ০.১০ ডাকটিকিট এবং A/c B T College, University B T & Evening College, Cooohbehar-কে প্রদেয় একটি এক টাকার **Crossed Postal Order** সহ সাদা কাগজে আবেদন এই অফিসে পাঠাইলে উক্ত ফর্ম পাঠানো হইবে। নির্ধারিত ফর্মে আবেদনপত্র গ্রহণের **শেষ তারিখ:** ২১-৪-৭১।

পরিতোষ খাঁ
ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক
(৫৩০৪)

যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ

কলিকাতা-৩৩

তৃতীয় বর্ষ কলা ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্রদিগের বিশ্ববিদ্যালয়ের ফরম পূরণ ও ফি জমা আগামী ১০ই এপ্রিল '৭১ হইতে আরম্ভ হইবে। পূর্ণ বিবরণের জন্য কলেজ নোটিস বোর্ড দ্রষ্টব্য। (৫৩৮৬এ)

মাত্র ১৫, টাকায়

স্কুল ফাইন্যাল পাশের সুবর্ণ সুযোগ ব্যানার্জি টিউটোরিয়াল হোম ১১ সি ও ৪৯-এ শশিভূষণ দে স্ট্রীট, কলি-১২। (সি ১৫৩০)

রয়েল কলেজ

১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জী রো, শিয়ালদহ। টাইপরাইটিং, শর্টহ্যাণ্ড, স্পোকেন ইংলিশ, জার্মান, ফ্রেঞ্চ, রাশিয়ান ও হিন্দি ক্লাশে ভর্তি চলিতেছে। শাখা: ৮৭/২, বিধান সরণি ('দর্পণা'র পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট ('হরলালকা'র পাশে); ১৪৩, সার্কুলার (৪৮৪৭ এ)

নির্ভুল ইংরাজী বলিতে

ও লিখিতে শিখুন। ব্যবসা/চাকুরী যা-ই করুন, উন্নতি করিতে হইলে ইংরাজী জানা একান্ত আবশ্যক। মাসিক বেতন ১০.৫০। রয়েল কলেজ, ১২, ডাঃ দেবেন্দ্র মুখার্জি রো, শিয়ালদহ, ৩৫-৬২৩০। শাখা: ৮৭/২, বিধান সরণী (দর্পণার পাশে); ৫, ধর্মতলা স্ট্রীট (হরলালকার পাশে); ১৪৩, সার্কুলার গার্ডেন রীচ রোড, খিদিরপুর। বিঃ দ্রঃ—স্কুল ফাইনাল কোচিং ক্লাশেও ভর্তি চলিতেছে। (৪৮৪৫ এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

গার্লস কলেজ, হাওড়া

কলেজের সোস্যাল আগামী ১৭ই এপ্রিল হইবে। সঙ্গীত, আবৃত্তি ও বিতর্ক প্রতিযোগিতায় নাম দিবার শেষ তারিখ ১০ই এপ্রিল। প্রাথমিক নির্বাচন ১২ই এপ্রিল ও চূড়ান্ত নির্বাচন ১৩ই এপ্রিল হইবে। বিশদ বিবরণের জন্য ছাত্রীরা কলেজে অনুসন্ধান করুন। —অধ্যক্ষ। (৫২৫৫)

স্কুল ফাইনাল পাশ করিবার

সুবর্ণ সুযোগ—যাঁহারা বহুদিন হয় লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়াছেন অথচ বয়স বেশী, তাঁহাদিগকে অতি অল্প দিনের ভিতর স্কুল ফাইন্যাল পরীক্ষা দেওয়ার উপযুক্ত করিয়া দেওয়া হয়। টেস্ট পরীক্ষারও ব্যবস্থা করা হয়। ভর্তির সময় কোন সার্টিফিকেট দরকার হয় না। প্রয়োজনে প্রথম হইতেও শিক্ষা দেওয়া হয়। মাসিক বেতন ১৫.৫০। ভি টি কলেজ, ১৫৪, বৌবাজার স্ট্রীট, কোলে বাজারের বিপরীতে দোতলায়। (৪৮৮১ এ)

নোটিস

শ্রীঅর্ধেন্দুকুমার বসু এবং ছায়া বসুর নামে ১০০০ ইউনিটের দরুন ইউনিট সার্টিফিকেট নং ৩১৩০০০-২৯০১-৭০৩৭৯-১০১ হারাইয়া যাওয়ায় এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ঐসব ইউনিট ও তদ্দরুন ডিভিডেণ্ডের পেমেণ্ট ইউনিট ট্রাস্ট অব ইণ্ডিয়ার অফিস কর্তৃক বন্ধ রাখা হইয়াছে এবং বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, হোল্ডারদের অনুকূলে ডুপ্লিকেট সার্টিফিকেটসমূহ ইস্যু করার জন্য দরখাস্ত করা হইতেছে। জনসাধারণকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে, তাঁহারা যেন উপরোক্ত সার্টিফিকেটসমূহ গ্রহণ না করেন বা ঐগুলি লইয়া অন্যভাবে কাজ-কারবার না করেন।

বিজ্ঞপ্তিদাতার নাম: অর্ধেন্দুকুমার বসু
বাসস্থান: বসু ভবন,
পোঃ অঃ এবং গ্রাম: সোনারপুর,
২৪ পরগণা।
(৫৩৫৬)

১৯৭১ সালের কোম্পানি দরখাস্ত নং ৩

কলিকাতা হাইকোর্ট

আদিম অধিক্ষেত্র

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইন অনুসারে

—এবং—

উক্ত আইনের ৪৩৩, ৪৩৪ ও ৪৩৯ ধারা অনুসারে এক দরখাস্ত সম্পর্কে

—এবং—

ইস্ট বেঙ্গল রিভার স্টীম সার্ভিস লিঃ, উপরোক্ত অধিক্ষেত্রের অন্তর্গত ৮৭নং শোভাবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-৫ ঠিকানায় নিজস্ব রেজিস্টার্ড অফিস সম্বলিত একটি কোম্পানি সম্পর্কে

কামিনস্ ডিজেল সেলস অ্যাণ্ড সার্ভিস (ইণ্ডিয়া) লিঃ

দরখাস্তকারী

এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, কলিকাতাস্থ হাইকোর্ট কর্তৃক উপরোক্তনামীয় কোম্পানি গুটাইবার জন্য উপরোক্তনামীয় কোম্পানির অন্যতম পাওনাদার হিসাবে ৬১নং ম্যাকলিয়ড স্ট্রীট, কলিকাতা-১৭ ঠিকানায় নিজস্ব রেজিস্টার্ড অফিস সম্বলিত উক্ত কামিনস্ ডিজেল সেলস অ্যাণ্ড সার্ভিস (ইণ্ডিয়া) লিঃ কর্তৃক ৫ই জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখে উক্ত আদালতে একটি দরখাস্ত পেশ করা হইয়াছিল এবং ২২শে এপ্রিল, ১৯৭১ তারিখ অত্র আদালতে উক্ত দরখাস্তের শুনানীর দিন ধার্য হইয়াছে।

কোন পাওনাদার কনট্রিবিউটরী বা অপর কোন ব্যক্তি উক্ত দরখাস্ত মূলে কোন আদেশদানের সমর্থন বা বিরোধিতা করিতে ইচ্ছুক হইলে তিনি তাঁহার নাম ও ঠিকানাসহ তাঁহার নিজের বা তাঁহার অ্যাডভোকেট কর্তৃক স্বাক্ষরিত তাঁহার ইচ্ছাজ্ঞাপক নোটিস দরখাস্তকারী বা তাঁহার অ্যাটর্নির নিকট এরূপ সময় পাঠাইবেন, যাহাতে উহা দরখাস্তের শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের অন্তত পাঁচ দিন পূর্বে দরখাস্তকারী বা তাঁহার অ্যাটর্নির নিকট পৌঁছে এবং শুনানীর সময় তিনি স্বয়ং বা তাঁহার অ্যাডভোকেট মারফত এতদুদ্দেশ্যে হাজির হইবেন। নির্ধারিত খরচা আদায় দিলে কোন পাওনাদার বা কনট্রিবিউটরীকে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক দরখাস্তের একটি নকল দেওয়া হইবে।

দরখাস্তের বিরোধিতা করিয়া কোন এফিডেভিট ব্যবহার করিতে ইচ্ছুক হইলে তাহা আদালতে পেশ করিতে হইবে এবং শুনানীর জন্য ধার্য তারিখের অন্তত ৫ দিন পূর্বে দরখাস্তকারী বা তাঁহার অ্যাটর্নির উপর উহার একটি নকল জারী করিতে হইবে।

তারিখ ৩রা এপ্রিল, ১৯৭১

ফাউলার অ্যাণ্ড কোং
দরখাস্তকারী পক্ষে অ্যাটর্নিজ
১২ গভর্নমেণ্ট প্লেস ইস্ট,
কলিকাতা-১
(৫২৪৫)

কোম্পানী নোটিস

নর্থ বিহার সুগার মিলস লিঃ

নোটিস

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৬৪০বি ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, সংক্ষিপ্ত শর্তাবলীতে (যাহা উক্ত আইনের ৩০২ ধারা অনুযায়ী কোম্পানির প্রত্যেক সদস্যের নিকট পাঠান হইয়াছে) উল্লেখিত শর্তে ১-৭-১৯৭০ তারিখ হইতে ৩০-৬-১৯৭৫ তারিখ পর্যন্ত পাঁচ বৎসরের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীতুলসীদাস কানোরিয়াকে ন্যূনতম পারিশ্রমিক প্রদান সম্পর্কে অনুমোদন লাভের জন্য উক্ত আইনের ৩০৯(৩) ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট এক দরখাস্ত করা হইতেছে।

তারিখ ৫ এপ্রিল, ১৯৭১
রেজিস্টার্ড অফিস
৪১, বালীগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা—১৯।

নর্থ বিহার সুগার মিলস লিঃ পক্ষে
এন এল কানোরিয়া
ডিরেক্টর
(৫৩৮৭/২এ)

নর্থ বিহার সুগার মিলস লিঃ

নোটিস

১৯৫৬ সালের কোম্পানী আইনের ৬৪০বি ধারা অনুযায়ী এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, শর্তাবলীর সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে (যাহা উক্ত আইনের ৩০২ ধারা অনুসারে কোম্পানীর প্রত্যেক সদস্যের নিকট প্রেরিত হইয়াছে) উল্লেখিত শর্তে কোম্পানীর ১৯৬৯-৭০ আর্থিক বৎসরের জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টর শ্রীতুলসীদাস কানোরিয়াকে ন্যূনতম পারিশ্রমিক প্রদান সম্পর্কে অনুমোদনলাভার্থ উক্ত আইনের ৩০৯(৩) ধারা অনুসারে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত করা হইতেছে।

তারিখ ৫ এপ্রিল, ১৯৭১।

নর্থ বিহার সুগার মিলস লিঃ-এর পক্ষে
এন এল কানোরিয়া
ডিরেক্টর।

রেজিস্টার্ড অফিস:
৪১, বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড,
কলিকাতা—১৯
(৫৩৮৭/১এ)

জে. স্টোন অ্যাণ্ড কোম্পানি (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিমিটেড

১৬ তারাতলা রোড, কলিকাতা-৫৩

নোটিশ

পি ডি/ওয়ার্কস/বি ৫৫৪/৭১
৩রা এপ্রিল, ১৯৭১

শ্রীঅসীমকুমার বসু,
৪৪/১ এন কালীঘাট রোড,
কলিকাতা-২৬

কোম্পানির খাতায়-পত্রে দেখা যায় যে, কোন অনুমতি না লইয়াই আপনি ২৫শে জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ হইতে ডিউটিতে অনুপস্থিত আছেন এবং আপনার ডিউটিতে যোগ দিতে কিংবা এই ব্যাপারে কোন সন্তোষজনক কৈফিয়ত দিতে অবহেলা করিতেছেন।

এ সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, এই বিষয়ে কোম্পানি গত ৩রা মার্চ, ১৯৭১ তারিখে আপনার কাছে এক চিঠি লিখিয়াছিলেন, কিন্তু সেই চিঠি 'স্থান ত্যাগ করিয়াছে' মন্তব্যসহ ডাকবিভাগের কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ফেরত দেওয়া হইয়াছে।

এই পরিস্থিতিতে আপনি যদি এই নোটিস প্রকাশের তারিখ হইতে ৮ (আট) দিনের মধ্যে ডিউটিতে না আসেন বা পরিচালকমণ্ডলীর সন্তুষ্টি-মত অবিলম্বে কোন কৈফিয়ত পেশ না করেন তবে এই বলিয়াই ধরিয়া লওয়া হইবে যে, আপনি স্বেচ্ছায় কোম্পানির চাকরি ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং উক্ত তারিখ হইতে আপনার চাকরি আর নাই।

কোম্পানির শংসিত স্থায়ী অর্ডারের বিধানাবলী অনুসারে এই বিজ্ঞপ্তি প্রচারিত হইতেছে।

জে স্টোন অ্যাণ্ড কোম্পানি
(ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ
স্বাঃ অস্পষ্ট
(পার্সোনেল ম্যানেজার)
(৫২৭১)

টেণ্ডার

দামোদর ভ্যালী কর্পোরেশন

সংক্ষিপ্ত টেণ্ডার নোটিস

বিস্তারিত তালিকা ও বিবরণ অনুযায়ী নেভিগেশন ডিভিসন অধীন বিভিন্ন 'মেনটেনান্স ও ক্যাপিট্যাল' কাজের জন্য দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশনের পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, নেভিগেশন ডিভিসন, ১৫৫, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-১৪ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য, অভিজ্ঞ ও আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডি-ভি-সি'র নির্ধারিত টি-৩ ফরমে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বিস্তারিত তালিকা ও বিবরণ উক্ত অফিসে যে কোন কাজের দিন অফিসের কাজের সময় দেখা যাইবে। টেণ্ডার ১৯-৪-৭১ তারিখ বেলা ২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উহার অব্যবহিত পরেই টেণ্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে খোলা হইবে। (৫৩৩১ এ)

সেণ্ট্রাল হসপিট্যাল, আসানসোল

আসানসোল সেণ্ট্রাল হাসপাতালে ৩০-৯-৭১ তারিখ পর্যন্ত (১) মাংস ও মেটুলি, (২) মাছ, (৩) পাঁউরুটি, (৪) ডিম (মুর্গির) সরবরাহের জন্য মেডিক্যাল সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, সেণ্ট্রাল হসপিটাল, কল্লা, আসানসোল কর্তৃক "আহার্য দ্রব্যাদি"-এর জন্য টেণ্ডার শীর্ষাঙ্কিত সীলকরা টেণ্ডার ১৪-৪-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত আহ্বান করা যাইতেছে। অনুমিত ব্যয়বরাদ্দ যথাক্রমে: ১৬,৭০০, টাকা, ১৬,৭০০, টাকা, ২০,০০০, টাকা এবং ৪,২০০, টাকা। যে কোনো কাজের দিনে তাঁহার অফিসে অফিস চলার কালে প্রতিটি ২, টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে টেণ্ডারের কাগজ পাওয়া যাইবে। জামিন জমা, শর্তাবলী ইত্যাদি বিষয়ে বিবরণী পাওয়া যাইবে।

টেণ্ডার

১৪-৪-৭১ তারিখে বেলা ৪টায় আসানসোলস্থিত কল্লায় সেণ্ট্রাল হাসপাতালে উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে টেণ্ডার খোলা হইবে। টেণ্ডার দাখিলের তারিখে টেণ্ডারের কোনো কাগজ বিক্রয় করা হইবে না।

ডি এ ভি পি ৬৯১(১)৭১ (৫২১৪)

রেডিও পার্টস ও সরঞ্জামাদি সরবরাহের জন্য প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে অ্যাসিস্ট্যাণ্ট সেক্রেটারি, ডিপার্টমেণ্ট অফ ইনফরমেশন অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশনস, রাইটার্স বিল্ডিংস, কলিকাতা-১ সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করিতেছেন। "রাজস্ব জমা" খাতে বায়না বাবদ ১০০, টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারি চালান এবং আয়কর ও বিক্রয়কর পরিশোধের বৈধ শংসাপত্রসহ টেণ্ডার ৩০শে এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং বেলা ৩টার সময় খোলা হইবে। সংশ্লিষ্ট বিভাগে দ্রব্যাদির তালিকা এবং অন্যান্য বিবরণী পাওয়া যাইবে।

১২১৫(৪)আইপিআর/এ/৭১ (৫২৭০)

কলিকাতা পুলিশ রেশন স্টোরের জন্য কাঁচের জারে নমুনাসহ সাধারণ কাগজে সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। কলিকাতার যে কোনো স্থান পর্যন্ত ডেলিভারি এবং বোঝাই চার্জ দরের সহিত ধরিয়া দিতে হইবে। আনুমানিক চাহিদা প্রতিটির পার্শ্বে লিখিয়া দেওয়া হইল:—(১) মসুর ডাল ... (১০০০ কুইণ্টাল); (২) মুগ ডাল ... (১০০০ কুইণ্টাল); (৩) সরিষার তৈল আগমার্ক গ্রেড-১, অফেরতযোগ্য টিনে (১০০০ কুইণ্টাল)। কলিকাতা পুলিস কমিশনারের অনুকূলে "রাজস্ব জমা" খাতে বায়না বাবদ ২,৫০০, টাকা জমা দিতে হইবে এবং টি আর চালান টেণ্ডারের সহিত দাখিল করিতে হইবে। "কলিকাতা পুলিস রেশন স্টোরে ডাল এবং সরিষার তৈল সরবরাহের জন্য টেণ্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিয়া সীলকরা খামে টেণ্ডার পশ্চিম বঙ্গের রাজ্যপালের শিরোনামে (কলিকাতার পুলিস কমিশনারের মারফত) অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অফিসার, কলিকাতা পুলিস, ১৮ লালবাজার স্ট্রীট, কলিকাতা-১ ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। ১২ই এপ্রিল ১৯৭১ তারিখ বেলা ১২টা পর্যন্ত টেণ্ডার গৃহীত হইবে।

১২০৩(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৫২৬৮)

মিলিটারি এঞ্জিনিয়ার সার্ভিসেস

বিন্নাগুড়িতে আর্মি ইউনিটের (২য় পর্যায়) জন্য ম্যারেড অ্যাকোমোডেশনের নিমিত্ত ফার্নিচারের ব্যবস্থা করণের জন্য ৩০-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত টেণ্ডার ফরম ইস্যু করার নিমিত্ত যথোপযুক্ত শ্রেণীর ঠিকাদারদের নিকট হইতে কমাণ্ডার ওয়ার্কস এঞ্জিনিয়ারস (পি) বিন্নাগুড়ি (পঃ বঃ) ৩০-৪-৭১ তারিখ পর্যন্ত দরখাস্ত আহ্বান করিতেছেন। অনুমিত ব্যয় পাঁচ লক্ষ টাকা। সম্পূর্ণ বিবরণীর জন্য ৭-৪-৭১ তারিখের ইণ্ডিয়ান ট্রেড জর্নাল দ্রষ্টব্য।

ডিএভিপি ৬৮৩(৪)৭১ (৫২১৩)

১৯৭১-৭২ সালের জন্য নিম্নে বর্ণিত প্রত্যেক পর্যায়ের নিমিত্ত প্রকৃত ব্যবসায়ী ও ঠিকাদারদিগের নিকট হইতে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট, ডাঃ বি সি রায় মেমোরিয়াল হসপিটাল ফর চিলড্রেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ১১১, নারকেলডাঙ্গা মেন রোড, কলিকাতা-৫৪ কর্তৃক কাজের নাম উপরে লিখিত সীলকরা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে। বিক্রয় কর, ডেলিভারী চার্জ ইত্যাদি (যদি থাকে) নির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করিতে হইবে। বিস্তারিত বিবরণ ১৯৭১ সালের ১৬ এপ্রিল হইতে বেলা ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অফিসের স্টোর-কীপারদের নিকট পাওয়া যাইবে। প্রত্যেক টেণ্ডারের সহিত অবশ্যই আঃ কঃ এবং বিঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অনুকূলে নিম্নে যেখানে যেরূপ বর্ণিত আছে, তদনুসারে টাকা জমা দেওয়ার ট্রেজারী চালান (বায়নার টাকার) থাকা চাই। টেণ্ডার দাখিলের শেষ তারিখ ২৭ এপ্রিল, ১৯৭১। অফিসের নোটিস বোর্ডে বিজ্ঞাপিতব্য তারিখে টেণ্ডার প্রকাশ্যে খোলা হইবে। সফলকাম টেণ্ডারদাতাদিগকে যথোপযুক্ত ধরনে নিম্নে বর্ণিত মতো জামীন জমা দিতে হইবে এবং একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করিতে হইবে। যে কোন টেণ্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়। (ক) "টেণ্ডার নং ১ "স্টেশনারী ও বিবিধ"—আনুমানিক ১২০০০, টাকা মূল্যের ১০০-টির অধিক বিভিন্ন দফা ক্রয় করা হইবে। ১০০, টাকার ট্রেজারী চালান এবং জামীন জমা হিসাবে ২০০, টাকা দিতে হইবে। (খ) টেণ্ডার নং ২—"মেডিক্যাল ও সার্জিক্যাল দ্রব্য ও সরঞ্জাম"—১০০-এর বেশী দফা ক্রয় করা হইবে। আনুমানিক মূল্য ৫০০০, টাকা। (গ) টেণ্ডার নং ৩—"বরফ সরবরাহ" আনুমানিক বার্ষিক প্রয়োজন ২৫০ কুইণ্টাল। (ঘ) টেণ্ডার নং ৪—"ধোৌত করার ঠিকা"—মাসিক যতগুলি কাপড়-চোপড় ধৌত করিতে হইবে তাহার আনুমানিক সংখ্যা ২০০০০। ১০০, টাকার ট্রেজারি চালান এবং প্রত্যাশিত ব্যয়ের ৫% হারে জামিন জমা দিতে হইবে। (ঙ) টেণ্ডার নং ৫—"ঔষধ ইত্যাদি"—ক্রেতব্য দফার আনুমানিক সংখ্যা ১০০। মূল্য ৫০০০, টাকা। (চ) টেণ্ডার নং ৬—"ডাক্তারি বই" আনুমানিক ক্রয় মূল্য ১০০০, টাকা। (ছ) টেণ্ডার নং ৭—"বায়োকেমিক্যাল লেবরেটরির জন্য বিশেষ সরঞ্জাম" আনুমানিক মূল্য ২০০০০, টাকা। ১০০, টাকার ট্রেজারি চালান দিতে হইবে। (জ) টেণ্ডার নং ৮—"ক্যানটিন ঠিকা"। ১০০, টাকার ট্রেজারি চালান এবং ১০০, টাকা জামিন জমা দিতে হইবে। (ঝ) টেণ্ডার নং ৯—"উর্দি"—আনুমানিক ক্রয় মূল্য ৪০০০, টাকা। ১০০, টাকার ট্রেজারি চালান এবং ২০০, টাকা জামিন জমা দিতে হইবে।

১২০৪(২) আই পি আর/এ/৭১ (৫২৬৯)

টেণ্ডার

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড

টেণ্ডার নোটিস নং পি-২৩/৭১

পোঃ অঃ শ্যামনগর, জেলা ২৪-পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-স্থিত কর্ড রোড সেণ্ট্রাল স্টোর্সে নিম্নলিখিত দ্রব্যাদি সরবরাহ ও ডেলিভারির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক দুই প্রস্থে সীল-করা টেণ্ডার আহ্বান করা হইতেছে:—

ক্রঃ নং	বিবরণ	পরিমাণ	মন্তব্য
১।	হাই টেনসিল অয়্যার ৪ মিঃ মিঃ ব্যাস, ১০০ হইতে ১১০ টন প্রতি বর্গ ইঞ্চি কোয়ালিটি (টেস্টেড কোয়ালিটি)	৫০ মেঃ/টঃ	৫০ কে জি-এর কয়েলে ডেলিভারি দিতে হইবে
২।	এম এস চেকার্ড প্লেট ১/৪" পুরু, সাইজ ১০ ফুঃ×৫ ফুঃ	৩৭টি	প্রতি বর্গ ফুটের কে জি-তে ওজন প্রস্তাবে উল্লেখ করিতে হইবে
৩।	এম এস চেকার্ড প্লেট ৬ মিঃ মিঃ পুরু, ৪ ফুঃ চওড়া উপযুক্ত খণ্ডে খণ্ডে মোট দৈর্ঘ্য প্রায় ৮২ ফুঃ	৩০ বর্গ মিটার অথবা ৩৩০ বঃ ফুঃ	—ঐ—

উপরোক্ত স্টোর্সে বিনা ব্যয়ে ডেলিভারি দেওয়ার জন্য দর দিতে হইবে। যে সব দ্রব্যের জন্য প্রস্তাব দেওয়া হইবে, সেগুলি টেস্টেড কোয়ালিটির হইতে হইবে। এজন্য দ্রব্যগুলির কার্যতঃ ডেলিভারি দেওয়ার পূর্বে টেস্ট সার্টিফিকেট দাখিল করিতে হইবে।

স্টক হইতে ডেলিভারি অথবা আশু ডেলিভারিই কেবল বিবেচনা করা হইবে। এবং অবশ্যই বোর্ডের স্ট্যাণ্ডার্ড পেনাল্টি প্রকরণ মূলে ডেলিভারির গ্যারান্টি দিতে হইবে। এই প্রকরণ অনুসারে প্রতি সপ্তাহের অথবা তাহার অংশের বিলম্বের জন্য অর্ডারের মোট মূল্যের ১/২% হিসাবে, সর্বোচ্চ ২½% পর্যন্ত পেনাল্টি দিতে হইবে।

সফলকাম টেণ্ডারদাতাকে অর্ডার দেওয়া হইলে তাঁহাকে ঠিকার শর্ত পূরণের জন্য অর্ডারের মোট মূল্যের ৫% পরিমিত জামিন জমা দিতে হইবে।

টেণ্ডার ১৬-৪-৭১ তারিখের বিকাল ৫টা পর্যন্ত কলিকাতা-১-স্থিত নিউ সেক্রেটারিয়েট বিল্ডিংসে (৮ম তল) নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে গৃহীত হইবে এবং ১৯-৪-৭১ তারিখের বেলা ৩টায় উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে।

(৫৩৮৮/২এ)

আর এন মিত্র
সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার (এস অ্যাণ্ড পি)

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষৎ

সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ারের (এস অ্যাণ্ড পি) অফিস,
১, কিরণশঙ্কর রায় রোড,
কলিকাতা—১

সেল নোটিস নং: এস-১/৭১

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি "যেখানে যে অবস্থায় আছে, সেই ভিত্তিতে" বিক্রয়ের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক সীল করা টেণ্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

ক্রঃ নং	দ্রব্যগুলির তালিকা	আনুঃ পরিমাণ	যে স্থানে দেখা যাইবে
১।	স্ক্র্যাপ এইচ ডি বি সি অয়্যার	১৮ মেঃ/টঃ	মাঝেরহাট সেণ্ট্রাল স্টোরস
২।	স্ক্র্যাপ এ সি এস আর কণ্ডাক্টার	১৬ মেঃ/টঃ	কর্ড রোড সেণ্ট্রাল স্টোরস, শ্যামনগর, ২৪ পরগনা

ডিভিশনাল এঞ্জিনীয়ার (স্টোরস) (টেলিফোন নং ৪৫-৫৫৩১) এর সহিত পূর্ব ব্যবস্থাক্রমে শনিবার বাদে যে-কোন কাজের দিন আমাদের উপরোক্ত স্টোরসে ক্রয়েচ্ছু ব্যক্তিগণ উক্ত দ্রব্যগুলি দেখিতে পারেন।

টেণ্ডার ১৯-৪-৭১ তারিখ বিকাল ৫টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং উপস্থিত টেণ্ডারদাতাদের সমক্ষে ২০-৪-৭১ তারিখ বিকাল ৩টায় নিম্নস্বাক্ষরকারীর অফিসে খোলা হইবে। প্রত্যেক দ্রব্যের জন্য পৃথক দর উল্লেখ করিতে হইবে। এই সমস্ত বিক্রয়ের জন্য বোর্ডকে সরকারের নিকট বিক্রয়কর দিতে হইবে বলিয়া প্রদত্ত দরের উপর হিসাব করিয়া ক্রেতার নিকট হইতে বিক্রয়কর অতিরিক্ত আদায় করা হইবে। "স্টেট ইলেকট্রিসিটি ফাণ্ড এ/সি নং ১" খাতে ট্রেজারী চালানে অথবা ডবলিউ বি এস ই বি-কে প্রদেয় ব্যাঙ্ক ড্রাফটে প্রত্যেক দফার জন্য বায়না হিসাবে ১২০০ টাকা টেণ্ডারের সঙ্গে থাকা চাই। বায়নার টাকা সঙ্গে না থাকিলে কোন প্রস্তাবই বিবেচিত হইবে না।

সফলকাম ডাকদাতাকে আমাদের নিকট হইতে সংবাদপ্রাপ্তির পর ১৫ দিন মধ্যে সম্পূর্ণ টাকা জমা দিতে হইবে এবং ক্লিয়ারেন্স নোটিস ইস্যুর পর ৭ দিন মধ্যে আমাদের স্টোরস হইতে মাল অপসারণ করিতে হইবে। অন্যথায় বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইবে।

কোন প্রকার কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন বা সমস্ত টেণ্ডার অগ্রাহ্য বা বাতিল করার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারীর রহিল।

প্রদত্ত দর টেণ্ডার খোলার তারিখ হইতে ৯০ দিন বৈধ থাকা চাই।

স্বাঃ আর এন মিত্র,
(৫৩৮৮/১এ) সুপারিণ্টেণ্ডিং এঞ্জিনীয়ার (এস অ্যাণ্ড পি)

পূর্বোত্তর সীমান্ত রেলওয়ে

স্টোর্স টেণ্ডার নোটিশ নং এস/১/৭১-৭২

নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি সরবরাহের জন্য টেণ্ডার ৪র্থ কলমে লিখিত তারিখে বেলা ২-৩০টা পর্যন্ত গৌহাটি-১১ অধীন এন এফ রেলওয়ে হেডকোয়ার্টারে গৃহীত হইবে এবং ঐ দিনই বেলা ৩টার সময় খোলা হইবে। টেণ্ডার ডকুমেণ্ট/ড্রইং-এর জন্য ২য় কলমে লিখিত মূল্য নগদে/মনিঅর্ডারযোগে আদায় দিলে (অফেরতযোগ্য) এন এফ রেলওয়ের নিম্নবর্ণিতের অফিসে এবং ১১ কনভেণ্ট লেন, কলিকাতা-১৫ (কেবল কলিকাতার ফার্মসমূহের জন্য) ঠিকানায় টেণ্ডারের কাগজপত্র পাওয়া যাইবে।

ক্রঃ নং	টেণ্ডার নং এবং টেণ্ডারের মূল্য	স্টোর্সসমূহের বিবরণী ও পরিমাণ	দাখিলের শেষ তারিখ
১	২	৩	৪
১।	এস/ওটি/১/৭১-৭২ ৫, টাকা	সেল এ ডি কস্টিক সোডা, এ ডবলিউ সি—২ ৫০০ এ এইচ ক্যাপাসিটি-এর জন্য রিনিউয়ালস—এলিমেণ্ট জিঙ্ক = ১৬,৭৭০টি	২৬-৪-৭১
২।	এস/ওটি/২/৭১-৭২ ৩, টাকা	ডিজেল এঞ্জিন চালিত পাম্পিং সেট ঘণ্টায় ১৫০০০ গ্যালন×১২০' উচ্চে—আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার্সসহ = ১ সেট	২৭-৪-৭১
৩।	এস/ওটি/৩/৭১-৭২ ৩, টাকা	ট্রান্সফর্মার টাইপ ইলেকট্রিক আর্ক ওয়েল্ডিং সেট—আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতি ও স্পেয়ার্সসহ = ৪ সেট	২৮-৪-৭১
৪।	এস/ওটি/৪/৭১-৭২ ৩, টাকা	রিভেট এম. এস. স্ন্যাপ হেড ৪০ মি মি × ১০ মি মি = ৯০০০ কেজি	২৯-৪-৭১
৫।	এস/ওটি/৫/৭১-৭২ ৩, টাকা	সার্কিট কণ্ট্রোলার (ডি ডবলিউ লিভার টাইপ) রোটারী অ্যাকচুয়েটেড = ১৯০টি	৩০-৪-৭১
৬।	এস/ওটি/৬/৭১-৭২ ৩, টাকা	(ক) পুলি অয়্যার ১-ওয়ে ক্যাচ = ২০০০টি (খ) পুলি অয়্যার স্ট্রং = ২০০০টি (গ) পুলি অয়্যার (ডি ডবলিউ এস) = ২০০০টি	১-৫-৭১
৭।	এস/ওটি/৭/৭১-৭২ ৩, টাকা	(ক) লক বার ক্লিপ (ইনসাইড)—৭৫ আর এফ এফ বি এস এস-এর জন্য = ৪০৮টি (খ) স্প্লিট স্ট্রেচার বার—লক এফ পি ডি ডবলিউ ইকনমিক্যাল টাইপ, বি জি ৩৭.১৩ কেজি (৭৫ আর) রেল-এর জন্য = ৩২টি (গ) লক বার স্টপ (ক্ল্যাম্প টাইপ) ৭৫ আর এফ এফ বি এস এস = ১০২টি	৩-৫-৭১
৮।	এস/ওটি/৮/৭১-৭২ ৩, টাকা	রেলওয়ে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী ইলেকট্রিক মোটর সহ ইলেকট্রিসিটি দ্বারা চালিত হাই প্রেসার এয়ার কম্প্রেসার = ৪ সেট	৪-৫-৭১
৯।	এস/ওটি/৯/৭১-৭২ ৩, টাকা	আই আর এস ড্রইং অনুযায়ী বার্নার ও রিজারভয়ার সহ সম্পূর্ণ ল্যাম্প অয়েল উইক বার্নিং কেরোসিন ব্রেক ভ্যান টেল = ৫৩৩টি	৫-৫-৭১
১০।	এস/ওটি/১০/৭১-৭২ ৩, টাকা	ওয়াই ডি এম ৪/৪এ ডিজেল লোকোমোটিভস-এ ব্যবহারের জন্য এ এফ সি ও ক্যাটালগ নং ১৪০১১১২-২ অনুযায়ী প্রাইমারী ফুয়েল অয়েল ফিল্টার সক = ৩০৫৪টি	৬-৫-৭১
১১।	এস/ওটি/১১/৭১-৭২ ৩, টাকা	সি আই পয়েণ্ট সহ ব্রাস অয়্যার গেজ (২৪ এস ডবলিউ জি) ৬০ মেশ দ্বারা আবৃত এবং পারফোরেটেড ব্রাস শীট ২২ এস ডবলিউ জি সহ ফিল্টার পয়েণ্ট ৬"×১½" এম এস পাইপ = ১০২৩টি	৭-৫-৭১

কণ্ট্রোলার অব স্টোর্স,
এন. এফ. রেলওয়ে: মালিগাঁও
গৌহাটি—১১
ডি/৫/৬—৪ (৫২৭৩)

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

গোয়েন্দা রিপ / জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

অতীতের পৃষ্ঠা থেকে
আনন্দ বাজার পত্রিকা

[শনিবার ২৪শে চৈত্র ১৩৪০ ইং ৭-৪-৩৪]

"উৎসাহে মাতহ বীরভাগ"

নৈরাশ্য ও অবসাদ চারিদিকে শ্মশানের নিস্তব্ধতা! এক কর্ম্মহীন জড়ত্বের মধ্যে দিনের পর মাস, মাসের পর বৎসর কাটিতেছে। মাঝে মাঝে বিষাদ-খিন্ন চিত্তে কলিকাতা ও লাহোর কংগ্রেসের কথা ভাসিয়া উঠে। ভারতের সেই রাষ্ট্রীয় আলোড়নে পূর্ণ স্বাধীনতার কালকূট উঠিল। সেই উন্মত্ত, উদ্ধত, আত্মহারা আদর্শবাদ,—ছাড়াইয়া লইল রণ সাজ! ছাড়িতে হইল রণক্ষেত্র—সেই সাধের আইনসভার মসৃণ কুট্টিমে দাঁড়াইয়া শত শত মল্লযুদ্ধ জয়ী মল্লবীরগণ অবনত-শিরে গৃহে ফিরিলেন! তারপর হইতে প্রতাড়িত পথ-কুকুর যেমন ভাবে দূর হইতে রন্ধনশালার ব্যঞ্জন গন্ধে উন্মনা হইয়া ভস্মস্তূপে বসিয়া সজল সূক্কনী লেহন করে, তেমনিভাবে দিন কাটিয়াছে। কত বাজেট, কত কমিটি, সাব কমিটি, কত আইন, কত ডেপুটেশন জাকজমকে। কথার গমকে নয়ন ও শ্রবণ পীড়িত করিয়া চলিয়া গেল—হায় সেদিন, সে সুখে আর অধিকার নাই।

"জাতীয় কর্ম্ম-তরণী" কংগ্রেসের স্বাধীনতা প্রস্তাবের চড়ায় ঠেকিয়া মোড় ঘুরিতে গিয়া আইন অমান্য আন্দোলনের কালীদহে বানচাল হইয়া ডুবিল! মালসী মাল্লার দল কায়ক্লেশে কোনমতে কূলে উঠিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন! কি অসহ্য দুরবস্থা! অনাথ বালকের নিরুপায় নৈশ অশ্রু যেমন নিষ্ঠুর সংসার দেখে না,—তেমনিভাবে এই সকল উগ্রকর্ম্মা অনাথ দেশ হিতৈষীর বেদনা কেহ বুঝিলনা, কেহ দেখিল না!……

লর্ড উইলিংডন দিল্লীর তক্তে বসিয়া মোহন মুরলী ধ্বনিতে ডাকিয়া বলিতেছেন,—ব্যবস্থাপক সভা ভাঙ্গিয়া দিলাম,—তোরা আয়, তোরা আয়!……

(সম্পাদকীয়)

শিল্পসংস্থার সামাজিক দায়িত্ব

জামসেদপুর, ৬ এপ্রিল—জামসেদপুর উৎপাদন পরিষদের একটি সাধারণ সভায় ভাষণ প্রসঙ্গে টাটা স্টিলের ম্যানেজিং ডিরেকটর শ্রী এস কে নানাবতী বলেন, সমৃদ্ধির হার বাড়ানোর জন্য সরকারী নীতি বা কর্মসূচীর অপেক্ষায় বসে থাকলে চলবে না। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের দিকে দৃষ্টি রেখে বিকল্প কর্মসূচী নিয়েও অগ্রসর হতে হবে।

তিনি বলেন, শিল্প সংস্থার লক্ষ্য কেবলমাত্র সমৃদ্ধি বা মুনাফা অর্জন নয়। সামাজিক দায়িত্বের কথা শিল্প সংস্থাগুলিকে স্মরণ রাখতে হবে এবং সমাজ-জীবনের পক্ষে যা গুরুত্বপূর্ণ তাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

শোক-সংবাদ

তরুণ ব্যারিসটার শ্রীঅজয়কুমার ঘোষ গত ৩ এপ্রিল ৩৮ বছর বয়সে ল্যানসডাউন রোড-এর বাসভবনে পরলোকগমন করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিণ্ডিকেটের সদস্য, প্রাক্তন এম এল সি শ্রী এন কে ঘোষের একমাত্র পুত্র তিনি। অজয়বাবু পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির আইনবিষয়ক উপ-সমিতির সম্পাদক ছিলেন। তাঁর পিতা, স্ত্রী ও এক কন্যা বর্তমান।

দিনপঞ্জিকা

আজ দ্বাদশী

দৃক্‌সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ২৪ চৈত্র, ১৩৭৭ (১৭ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ৭ এপ্রিল, ১৯৭১, ১০ শফর। দ্বাদশী রাত্রি ঘঃ ৬।১৬ মিঃ পর্যন্ত। মঘানক্ষত্র দিবা ঘঃ ৯।৩৫ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৮।৭ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৯।৫৯ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি সিদ্ধিযোগমাত্র। মধ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—

বুধবার, ২৪ চৈত্র, ১৩৭৭ (১৭ চৈত্র, ১৮৯৩ শক), ৭ এপ্রিল, ১৯৭১, ১০ শফর। দ্বাদশী রাত্রি ঘঃ ৬।৪৩।১৯ সেঃ পর্যন্ত। মঘানক্ষত্র দিবা ঘঃ ১০।১৩।৫৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৫।২৮।২৮ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।৪৯।৪৮ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—নাস্তি নক্ষত্রদোষ সিদ্ধিযোগমাত্র। মধ্য ও গৌণচান্দ্র চৈত্র (শুক্লপক্ষ)।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার আরম্ভ	রাত্রি জোয়ার আরম্ভ	দিবা ভাঁটা আরম্ভ	রাত্রি ভাঁটা আরম্ভ
বুধবার—	৮-১৫	৮-৩৩	১২-৪১	১২-৩৬

INDIANOIL

প্রায় ৮০ হইতে ১০০ জন কর্মী সমন্বিত আমাদের পাহাড়পুর ইনস্টলেশনে একটি ক্যানটিন চালাইতে আগ্রহী কেটারারদিগকে এই বিজ্ঞাপন প্রকাশের তারিখ হইতে এক সপ্তাহের মধ্যে বিবরণের জন্য ইনস্টলেশন ম্যানেজারের সহিত যোগাযোগ করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে। মনোনীত কেটারারকে ১৯৭১ সালের ২০ এপ্রিল হইতে কাজ শুরু করিতে হইবে।

ইনস্টলেশন ম্যানেজার,
ইণ্ডিয়ান অয়েল করপোরেশন লিমিটেড,
(মার্কেটিং ডিভিসন),
পাহাড়পুর ইনস্টলেশন,
কলিকাতা-৪৩

বেতারবার্তা

বুধবার—৭ এপ্রিল

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ অজয় ঘোষ—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ দেশবন্দনা; ৬-৫৫ সুবন্ধ সংগীত—খেয়াল, জ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ অখিলবন্ধু ঘোষ—রাগপ্রধান ও ভজন; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ নীলিমা সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা লক্ষ্মণচন্দ্র দাস বৈরাগী—লোকগীতি; ৮-১৫ মীরা ভট্টাঃ—আধুনিক; ৮-৩০ কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত—খেয়াল ও টপ্পা; ৯টা বাংলা সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ রেখা আভ্রে—ঠুংরী; ৯-৪৫ রমা দে—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা বেঞ্জামিন গোমেস—সেতার; ১০-৩০ কঙ্কণা বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা গুলাম মুস্তাফা খাঁ—খেয়াল; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ মহিলামহল; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (অষ্টম শ্রেণী); ২-৪৫ মায়া বন্দ্যোঃ—আধুনিক (শরট ওয়েভে); ২-৫০ অজয় ঘোষ—গীটার; ৩টা দিলীপ মুখোঃ—পুরাতনী; ৩-১৫ রমা দে—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, অখিলবন্ধু ঘোষ—খেয়াল; ৫-৩০ গল্পদাদুর আসর; ৬টা স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা; ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ বিচিত্রানুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা সাহিত্যবাসর, নতুন ছোটগল্প—শ্যামল গঙ্গোঃ, স্বরচিত কবিতা পাঠ—কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোঃ ও অরুণকুমার সরকার; ৮-৩০ শশাঙ্কমোহন সিংহ—লোকগীতি; ৮-৪৫ বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস; মীরা ভট্টাঃ—রবীন্দ্রসংগীত (শরট ওয়েভে); ৯টা কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত—খেয়াল, তারানা ও টপ্পা; ৯-৩০ অনুরোধের আসর; ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাংলা সংবাদ; ১০-১৫ সংবাদ বিচিত্রা—শশাঙ্কমোহন সিংহ—লোকগীতি (শরট ওয়েভে); ১০-৩০ নীলিমা সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ১০-৪৫ অখিলবন্ধু ঘোষ—আধুনিক; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্ : আলোর গান : সত্যজিৎ দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত; ৬-৫ দিনের আলোয় : রবীন্দ্রনাথের লেখা থেকে পাঠ—সুব্রত নায়ক; ৬-১০ রাগরঙ : সুমিত্রা গুহ—খেয়াল, তবলায় — দেবেন্দ্রকান্তি চক্রঃ; ৬-৩০ যুববাণী : অনুষ্ঠান পরিচিতি; ৬-৩৫ সুরের আলো : প্রকাশচন্দ্র—গীটার; ৬-৪০ নানারঙের গান : মদনমোহন হালদার—রাগপ্রধান ও শ্যামাসংগীত, বেবী মুখোঃ—ভজন ও লোকগীতি; ৭টা যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৭-৫ শ্রুতিতরঙ্গ : প্রকাশ চন্দ্র—গীটার; ৭-১০ গীতাঞ্জলি : আরতি সেন—রবীন্দ্রসংগীত; ৭-২০ সুরলহরী : যন্ত্রসংগীত; ৭-২৫ দিগন্তের গান : সত্যজিৎ দাশগুপ্ত—আধুনিক; ৭-৩৫ নতুন রাস্তার খোঁজ—বাং কথিকা; ৭-৪০ সুরকল্লোল : প্রকাশ চন্দ্র—গীটার; ৭-৪৫ সিনেমার গান; ৮টা হিন্দী সংবাদ; ৮-৩০ হিন্দী শিক্ষা; ৮-৪৫ সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মন্থর গতিতে ইং সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, আজ ও কালকের যুববাণী (অনুষ্ঠান পরিচিতি); ৫-৫ মেঠোসুর : বেবী মুখোঃ—লোকগীতি; ৫-১৫ তরুণকণ্ঠে—নিজের সত্তার সঙ্গে : স্বরচিত কবিতা পাঠ—দীপনারায়ণ দেবনাথ; ৫-২৫ শ্রুতিতরঙ্গ, প্রকাশ চন্দ্র—গীটার; ৫-৩০ যুবসংবাদ : বাংলা সংবাদ; ৫-৩৫ দেউল : মদনমোহন হালদার—ভক্তিগীতি; ৫-৪৫ সুরধ্বনি : প্রকাশ চন্দ্র—গীটার; ৫-৫০ কবির সুরে গান : আরতি সেন—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি; ৬টা ইংরেজী সংবাদ; ৬-৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ৬-৩০ স্পোরটস অ্যানড স্পোরটসম্যান; ৬-৪০ গীতিবিচিত্রা : সত্যজিৎ দাশগুপ্ত—ভজন; ৬-৫০ রাগরঙ : সুমিত্রা গুহ—খেয়াল; ৭-১০ চিট চট : আলোচনা; ৭-৩০ গানের বৈঠক : সত্যজিৎ দাশগুপ্ত—রবীন্দ্রসংগীত, আরতি সেন—অতুলপ্রসাদের গান ও নজরুলগীতি, মদনমোহন হালদার—রাগপ্রধান ও রামপ্রসাদী, সুমিত্রা গুহ—গজল; ৮টা হিন্দী কার্যক্রম ৮-৩০ কঙ্কণা বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান—অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৪৫ আমেরিকান নিগ্রো মিউজিক অ্যানড দি আমেরিকান নিগ্রো কম্পোজার; ১০-৩৫ বেঞ্জামিন গোমেস—সেতার; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

গ : (সন্ধ্যায়) ৬টা কৃষ্ণরাও শঙ্কর পণ্ডিত—খেয়াল ও টপ্পা; ৬-৩০ মায়া বন্দ্যোঃ—শ্যামাসংগীত; ৬-৪৫ ত্রিপুরার জন্য অনুষ্ঠান; ৭টা রেখা আভ্রে—রাগপ্রধান; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং) ৭-৩০ আধুনিক; ৭-৪৫ দিলীপ মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৮টা সমাপ্তি।

ফলতার ছাত্র-শিক্ষকদের সভায় নিন্দা

ফলতা ফতেপুর শ্রীনাথ ইনসটিটিউশনের ছাত্র ও শিক্ষকবৃন্দের এক মিলিত সভায় বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী নিরস্ত্র জনগণের উপর পাকিস্তানী জঙ্গী শাসকের বর্বরোচিত অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করা হয়। সভা শেষে ছাত্রেরা ইয়াহিয়া খাঁর একটি কুশপুত্তলিকা দাহ করে।

আইন-আদালত

শ্রীনেপাল রায়ের হত্যা সম্পর্কে একজন অভিযুক্ত

শ্রীনেপাল রায়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে ধৃত শম্ভু হেলা ওরফে শঙ্কর ওরফে কালুকে মঙ্গলবার নবনিযুক্ত অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী এম এন সাদের আদালতে আবার হাজির করা হয়। গত ৩০ মারচ শ্রীরায় তাঁর অফিস ঘরে কিভাবে গুলির আঘাতে নিহত হন তদন্ত রিপোরটে তার বিবরণ দেওয়া হয়েছে।

অভিযোগে প্রকাশ, আসামী রিভলবার বা পিস্তল নিয়ে হঠাৎ শ্রীরায়ের ঘরে প্রবেশ করে এবং শ্রীরায়কে গুলি করে। আসামীর সঙ্গীরা বোমা ফাটায় এবং ফলে আরও কয়েকজন আহত হয়।

ম্যাজিসট্রেট আরও তদন্ত সাপেক্ষে আসামীকে পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন। আসামীর বিরুদ্ধে আরও একটি মামলা চলছে।

শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ডের অভিযোগ দুজন আটক

শ্রীহেমন্ত বসুর হত্যাকাণ্ড সংক্রান্ত অভিযোগে প্রবাল দেব ওরফে গুন্ডা এবং অশোক ঘোষকে গ্রেফতার করা হয়। অতিরিক্ত চীফ প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেটের আদালতে আবার তাদের হাজির করা হয়েছিল। আসামীদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০২ ধারা অনুযায়ী অভিযোগ আনা হয়েছে।

ম্যাজিসট্রেট আসামীদের পুলিশ হাজতে আটক রাখার আদেশ দিয়েছেন।

আসামীর দেহ থেকে বুলেট বের করার আদেশ

আলিপুরের পুলিশ ম্যাজিসট্রেট শ্রী এস এন সোম তাঁর আদালতে অভিযুক্ত আসামী অনিল দের বুক থেকে বুলেট বের করে উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করার আদেশ দিয়েছেন।

টালিগঞ্জ থানার কয়েকজন পুলিশ কর্মচারীকে আক্রমণের অভিযোগে আসামী আরও কয়েকজনের সঙ্গে অভিযুক্ত হয়।

গুড ফ্রাইডে ও নববর্ষ দিনে রেশন দোকান বন্ধ

গুডফ্রাইডে এবং বাংলা নববর্ষ দিবস উপলক্ষে ৯ এপ্রিল, শুক্রবার এবং ১৫ এপ্রিল, বৃহস্পতিবার কলকাতা ও পশ্চিমবঙ্গের বিধিবদ্ধ এলাকার রেশনের দোকানসমূহ বন্ধ থাকবে। সপ্তাহের অন্য দিনে রেশন তোলা যেতে পারে বলে শনিবার এক প্রেসনোটে জানানো হয়।

সোনা ও রূপা

৬ এপ্রিল—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিলঃ—

খাঁটি সোনা (স্টান ১০ গ্রাম)	১৯৭।৫০
সোনার গহনা (২২ ক্যাঃ ১০ গ্রাম)	১৮৮
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৭৪।৫০
ঐ খুচরা (,,)	৫৭৯

চিকিৎসা ক্ষেত্রে যাচাই করা
স্ট্রেপ্‌সিল্‌স্

গলাব্যথায় আর কাশিতে

স্ট্রেপ্‌সিল্‌স্‌-এর বিশেষ দুটি অ্যান্টিসেপ্টিক উপাদান, গলাব্যথা আর কাশির জীবাণু চট্ করে মেরে ফেলতে পারে—এ একেবারে প্রমাণিত! আস্থা রাখুন,—স্ট্রেপসিল্‌স্ আপনাকে গলক্তিভি আরাম দেবে—সবচেয়ে তাড়াতাড়ি!

স্ট্রেপ্‌সিল্‌স্‌-এর আরাম-মানে চট্ করে নিশ্চিত আরাম!

CMBS-23-152 BEN

৫০ পয়সায় একটি টিকেট কিনিয়া ভাগ্য পরীক্ষা করুন।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অনুমোদিত

এ.এস. লটারী

২, গণেশ চন্দ্র এভিনু্য, কলিকাতা-১৩

প্রথম পুরস্কার ১,০০,০০০, টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার ১০,০০০, টাকা এবং আরও ২০৬টি পুরস্কার, ল্যাকি ডিপ ও টিকেট বাহির নম্বরে পুরস্কার দেওয়া হইতেছে

খেলার তারিখ ১৪-৪-৭১ ইং

ভারতের সর্বত্র টিকেট পাওয়া যায়

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য বিক্রেতা

শ্রী বি এন ধর, ১৪৬, বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট, কলিকাতা

এস পাল, ১৩/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা—৯

এ কর্মকার, ১০, আর্মেনিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১

লোকনাথ ডিষ্ট্রিবিউটার, শিয়ালদা, কলিকাতা-৯

শম্ভু সেন, শালকিয়া, হাওড়া

ভ্রাম্যমাণ বিক্রেতা

পি এন মণ্ডল, হাওড়া, ২৪ পরগণা হুগলী এরিয়া

জি আমেদ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া এরিয়া

WILSON 21 (REGD.)

সর্বোৎকৃষ্ট লেখার জন্য আপনাকে প্রতিশ্রুতি দেয়

শেষ বিন্দু কালি পর্যন্ত এই প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হবে। এর অ্যালয়-টিপ নিব থেকে চমৎকার লেখা হয়। দামে কম কিন্তু গুণে সেরা এই কলমগুলিতে তিনভাবে কালি ভরা যায় : রেগুলার, এরোম্যাটিক ও লিভার, যেটা ইচ্ছে বেছে নিন।

THE MOST DEPENDABLE NAME IN WRITING

বালকৃষ্ণ পেন প্রাঃ লিঃ

[illegible] রোড, আন্ধেরী, বম্বে ৬৯ এএস ফোনঃ ৫৭৪৩২৯ (৫টি লাইন)

সেল ও সার্ভিসের জন্য সোল ডিস্ট্রিবিউটরের সঙ্গে যোগাযোগ করুন : [illegible]

ADVERTS-WP-6A

ওড়িশা স্টেট লটারিজ

৫-৪-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত সপ্তম খেলার ফলাফল

প্রথম পুরস্কার : ১,০০,০০০, টাকা

Q-056913

দুইটি দ্বিতীয় পুরস্কার : প্রতিটি ১৫,০০০, টাকা
Q-040364 R-069151

দুইটি তৃতীয় পুরস্কার : প্রতিটি ৫,০০০, টাকা
Q-170402 R-019111

চতুর্থ পুরস্কার : প্রতিটি ৫০০, টাকা (প্রতি সিরিজে দশটি)

Q-006098 Q-198972 Q-027970 Q-147477 Q-236423 Q-176001 Q-169864 Q-004830 Q-021616 Q-052831 R-071029 R-151985 R-154986 R-105233 R-075985 R-201198 R-217399 R-183184 R-165226 R-029142

পঞ্চম পুরস্কার : প্রতিটি ১০০, টাকা (প্রতি সিরিজে পঞ্চাশটি) ০০ হইতে ২৫ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা দিয়া শুরু ও নিম্নোক্ত চার অঙ্কের যে কোন সংখ্যা দিয়া শেষ নম্বরযুক্ত সমস্ত টিকিট—নিজ নিজ সিরিজে :
Q-6693 Q-7411 R-9419 R-2932

ষষ্ঠ পুরস্কার : প্রত্যেকটি ৫০, টাকা (প্রতি সিরিজে ১০০টি) ০০ হইতে ২৫ পর্যন্ত যে কোন সংখ্যা দিয়া শুরু ও নিম্নোক্ত চার অঙ্কের যে কোন সংখ্যা দিয়া শেষ নম্বরযুক্ত সমস্ত টিকিট—নিজ নিজ সিরিজে :
Q-2786 Q-2385 Q-0678 Q-8677 R-0318 R-7624 R-4542 R-5831

দ্রষ্টব্য : মুদ্রণের পূর্বে নম্বরগুলি সতর্কতার সহিত মিলাইয়া লইবার জন্য সংবাদপত্রসমূহকে নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে। কোন কারণে কোন নম্বর ভুল মুদ্রিত হইলে ডিরেক্টর অফ স্টেট লটারিজ দায়ী হইবেন না।
পুরস্কার ও বোনাসের দাবি টিকেটের উল্টা পিঠে মুদ্রিত নির্দেশানুসারে জানাইতে হইবে।
খেলার তারিখের ৩০ দিন পর কোন দাবি জানাইলে তাহা বিবেচিত হইবে না।

সর্বোচ্চ সংখ্যক টিকিট বিক্রয়ের জন্য পুরস্কার নিম্নোক্ত এজেন্টদের দেওয়া হইয়াছে :

১। শ্রী এস এম পোদ্দার, রাজঘরিয়া লটারি কর্ণার, কটক …… ১,০০০, টাকা
২। মেসার্স স্যাফায়ার এণ্টারপ্রাইজার, ভুবনেশ্বর …… ৬০০, টাকা
৩। মেসার্স ভিরা অ্যাণ্ড এস পাল এজেন্সি, কলিকাতা …… ৪০০, টাকা

অন্যান্য যাহারা ভাল কাজ করিয়াছেন :
ময়ূর এজেন্সি, কলিকাতা * এস আর দাস, কলিকাতা * হীরা সিমেণ্ট ক্লাব, ভুবনেশ্বর

প্রচারক : ডিরেক্টর অফ স্টেট লটারিজ, ভুবনেশ্বর, ওড়িশা

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
বুধবার, ২৪ চৈত্র, ১৩৭৭

দিনের বাণী

প্রত্যেক মানুষের যে দেশে মূল্য আছে সমস্ত জাতি সে দেশে আপনিই বড়ো হয়। সেখানে মানুষ বড়ো করে বাঁচবার জন্যে নিজের চেষ্টা পূর্ণমাত্রায় প্রয়োগ করে এবং বাধা পেলে শেষ পর্যন্ত লড়াই করতে থাকে। —রবীন্দ্রনাথ

বিশ্ব, বিবেক, বাংলাদেশ

কোথায় থারমোপোলির পুণ্য কাহিনী, কোথায় হলদিঘাটের ধন্য বাহিনী—আজ "বাংলা দেশের" মুক্তিযুদ্ধের পাশে সব যেন নিষ্প্রভ হইয়া যায়। এ এক বড়ো বিস্ময়কর, অলৌকিক, অসম, যেন অসম্ভব সংগ্রাম। অসম্ভবকে যাঁহারা সম্ভব করিতেছেন তাঁহাদের অভিনন্দন। "জয় বাংলার" বিজয়-বৈজয়ন্তী যেখানে যেখানে উড়িয়াছে তাঁহারা একাই উড়াইয়াছেন। ওই দেশের বহু দূত ও প্রতিনিধি—যাঁহারা, শোনা যায়, ছড়াইয়া পড়িয়াছেন দেশে দেশে—তাঁহাদের উদ্দেশে বলি: ফিরিয়া যান। বিশ্বের বিবেক জাগ্রত করা? জাগিবে না। নিজের মেরুদণ্ডের চারপাশে ঘুরপাক খাইতে খাইতে এই বৃদ্ধা পৃথিবী ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। তাহার নাসিকা গর্জনকে জাগরণের চিহ্ন বলিয়া ভুল করিবেন না।

জাগিলে চেহারাটা অন্যরকম হইত। দিকে দিকে ধিক্কার উঠিত। সহায়তার হাত নানাদিক হইতে আপনা-আপনি প্রসারিত হইয়া আসিত—মানবতাবোধে উদ্বুদ্ধ মিশন, স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী—তাহারা এমন কি আপন আপন দেশের সরকারের মর্জির তোয়াক্কাও রাখিত না।

আর বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া? সে আরও চমৎকার। গোটা বিশ্বকে সংসদীয় গণতন্ত্র উপহার দিয়াছে যে ব্রিটেন, এবে বুড়া হইয়া সে বুঝি পক্ষকাল প্রায় বোবা ও বধির হইয়াছিল। কিংবা হয়তো বা অপেক্ষা করিতেছিল "বাংলা দেশের" মুক্তিকামী প্রাণ ট্যাংকের তলায় বা বোমার ঘায় চূর্ণ হইয়া যায় কি না যায়। তাই বুড়া ব্রিটেন চোখের সামনে তাহার সাধের সংসদীয় গণতন্ত্রের উপর পাশবিক অত্যাচারের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করিয়াও রা-টি কাড়ে নাই। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক এতদিনে মুখ খোলার ফুরসুৎ পাইয়াছেন। কিন্তু শুধুই তোৎলামি করিয়াছেন। "পূর্ব পাকিস্তানের" দুর্দশা লাঘব করিতে ব্রিটেন তার যা করণীয় তা নাকি পালন করিতে চায়। ঈশ্বর জানেন ইংরাজের অভিধানে "করণীয়" কথাটার মানে কী। ব্রহ্মচর্য পালন? ধন্যবাদ, স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম, ব্রিটেনের করণীয় বিশেষ কিছু নাই, আজিকার দিনে তাহার উপর "নাই ভুবনের ভার।"

ভারত ছাড়া বাহির বিশ্বে সবচেয়ে আগে মুখ খুলিয়াছে সোভিয়েট রাশিয়া। এখানেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গুটি গুটি তাহার পিছনে আসিয়াছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিসারেরা এতদিনে শুধু পরিস্থিতিটা দর্জির মতো মাপজোক করিতে পারিয়াছেন, জামা বানানোর সময় তাহাদের এখনও হয় নাই। "বাংলা দেশের গ্রামাঞ্চল মুক্তিফৌজের হাতে"—এই বিলম্বিত সার্টিফিকেট মুক্তিফৌজের বিশেষ কাজে লাগিবে না; মুক্তিফৌজ যাহা করিয়াছে নিজের হিম্মতেই করিয়াছে।

সেইদিক হইতে রুশ বয়ান বরং বেশ কিছু কড়া। একটা হেতু বোধ হয় চীন—কারণ কূটনৈতিক কাণ্ডজ্ঞান ক্রেমলিনের পুরাদস্তুর আছে। এক চোখ পূর্ব বাংলার উপর রাখিয়া, আর একটাতে আড় চোখে চীনের দিকে চাহিয়াই রাশিয়া কথাগুলি উচ্চারণ করিয়াছে। চীন নিজে অবশ্য এখনও তেমন উচ্চবাচ্য করে নাই, তবে পিণ্ডির সঙ্গে পিকিং এখনও গাঁটছড়ায় বাঁধা। সম্ভবত চীনের চোখে পিণ্ডির জঙ্গীচক্র প্রগতিপন্থী, নহিলে এমন অসবর্ণ আঁতাত ঘটিবে কেন? তবু সে যে এই ব্যাপারে চুপ করিয়া আছে তাহার একমাত্র সম্ভাব্য কারণ—পূর্ব বাংলার জনমত একেবারে হাত-ছাড়া হইয়া যাক, সে তা চায় না। ভারতকে এতখানি সদিচ্ছার জমি ছাড়িয়া দিতে পিকিং স্বভাবতই রাজি নহে।

অনিবার্যভাবে আবার সেই ভারতের প্রশ্নটাই উঠিয়া পড়িতেছে। যে তিনটি বৃহৎ শক্তির হাতিয়ার লইয়া পিণ্ডি লড়িতেছে, তাহারা যাহাই করুক, এ দেশ কী করিবে? প্রধানমন্ত্রী বলিয়াছেন, "নীরব দর্শক হইয়া থাকিব না"—কথাটার নিহিতার্থ কী? যদি শ্রীমতী গান্ধী বলেন, যাহা করার তাহা করিতেছি—করিতেছি কিন্তু বলিব না, তাহা হইলেও বলিব প্রমাণ চাই। —অন্তত স্বীকৃতি। প্রাক্তন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী এম সি চাগলা স্বয়ং বলিয়াছেন, সাহসী ও দৃঢ় পদক্ষেপ চাই। স্বীকৃতির দাবি অন্যান্য স্তরেও নানা দায়িত্বশীল মহলেও ধ্বনিত হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্য মন্ত্রিসভাগুলির মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের নূতন মন্ত্রিসভা এই দাবি কেন্দ্রকে শুনাইয়া দিয়াছে সর্বপ্রথম।

শ্রীচাগলার মতো আইনগত পাণ্ডিত্য সকলের না থাকুক, কয়েকটি ঐতিহাসিক নজির অনেকেরই মনে পড়িতে পারে। মনে পড়িবে আলজেরিয়ার এফ-এল-এন তাহাদের সশস্ত্র সংগ্রামে টিউনিসিয়া ও মরক্কোর নিকট নিয়মিত সাহায্য পাইয়াছে। স্বাধীন আলজেরিয়া সরকার গঠিত হইয়াছিল দেশের বাহিরে—কায়রোয়, আর তাহার একটি কর্মকেন্দ্র ছিল টিউনিস। এই অস্থায়ী সরকারকে সেদিন স্বীকৃতি দিয়াছিল অনেক দেশ—ঘানা, গিনি, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, জর্ডান, রাশিয়া, চীন, ইউ এ আর ইত্যাদি। টিউনিসিয়ার বর্গিবা এবং তাহার নিও-দস্তুর পার্টির আস্তানা ছিল কায়রো। আর পূর্ব বাংলার মুক্তিফৌজ তো তাহার নিজের দেশের জমিতে দাঁড়াইয়াই লড়িতেছে। ফ্রান্সের দ্যগল আশ্রয় লইয়াছিলেন ইংলণ্ডে, আর অস্থায়ী সরকারও গঠিত হয় লণ্ডনে, ১৯৪৪ সনে। পোলাণ্ড, বেলজিয়াম ইত্যাদি বহু আক্রান্ত দেশই বিপন্ন মুহূর্তে "প্রবাসী সরকারের" মাধ্যমে তাহাদের স্বাধীনতার পতাকাটি উড্ডীন রাখে। "বাংলা দেশের" অস্থায়ী সরকার কিন্তু প্রবাসী নন, নিজ ভূমে পরবাসী, বড়জোর এইমাত্র। প্রতিবেশী ভারত কি তাহাকে, স্বগৃহে সর্বতোভাবে সুস্থিত ও সুসিদ্ধ হওয়ার পথ সুগম করিয়া দিবে না? নৈতিক দায় তাহার। দিকে দিকে উচ্চারিত দাবি হইতে মনে হয় এদেশের জনমত প্রস্তুত হইয়াই আছে, মনঃস্থির করিতে বাকী শুধু এ দেশের সরকারের।

প্রতিশ্রুতি পালনের অঙ্গীকার

গত সপ্তাহের শেষে নয়াদিল্লিতে নব কংগ্রেসের নিখিল ভারত কমিটীর অধিবেশন ডাকা হইয়াছিল মুখ্যত দলের বিপুল জয়ের জন্য নির্বাচকমণ্ডলীকে ধ ন্য বা দ জ্ঞা প ন করিতে। সে বৈঠকে নব কংগ্রেসের নেতারা তাঁহাদের অপূর্ব সাফল্যের জন্য জনসাধারণের কাছে কৃতজ্ঞতা জানাইয়াই ক্ষান্ত হন নাই নির্বাচনের আগে তাঁহারা যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন সেগুলি পা ল নে র অঙ্গীকারও আর একবার করিয়াছেন। এ প্রসংগে গৃহীত প্রস্তাবে আশ্বাস দেওয়া হইয়াছে দলের নির্বাচনী ইস্তাহারে বিধৃত প্রত্যেকটি প্রতিশ্রুতি দ্রুত পূরণের জন্য যাহা কিছু করার দরকার সে সবই করা হইবে। নূতন করিয়া সে সব প্রতিশ্রুতির উল্লেখ অবশ্য প্রস্তাবে করা হয় নাই—শুধু এই কথা বলা হইয়াছে সেগুলিই হইবে সরকারের নীতি ও কর্মপন্থার ভিত্তি। যদি সে নীতি এবং কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণের পথে কোনও বিঘ্ন দেখা দেয় তাহা হইলে সেগুলি অপসারিত করিবার ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা দ্বিধা করিবেন না এ সংকল্পও একাধিক নেতা ঘোষণা করিয়াছেন দুই দিনের ওই অধিবেশনে।

মনে হইতেছে তিন ধরনের বাধার আশঙ্কা নব কংগ্রেসের নেতারা করিতেছেন—বিশেষত যাঁহারা সংগঠনের সংগে যুক্ত, সরকারের সংগে নয়। সে বাধা হয় আইনগত, নয় প্রশাসনগত নয়তো বা সংবিধানগত। আইন কিংবা প্রশাসনের বাধাকে কেহই তেমন কঠিন বলিয়া মনে করিতেছেন না বলিয়াই বোধ হইতেছে। লোকসভায় যখন নব কংগ্রেসের নিরংকুশ প্রাধান্য তখন যে কোনও আইনই তাঁহারা পালটাইতে পারেন আবার যে কোনও আইনই পাস করাইতে পারেন। প্রশাসনিক বাধা তো সরকারের কাছে বাধাই নয়—তাঁহারা যেমন নির্দেশ দিবেন প্রশাসন তো সেইভাবেই চলিবে। অ ব শ্য আমলাতান্ত্রিক মনোভাব যদি প্রশাসনের কর্মক্ষমতা ক্ষুণ্ণ করিয়া তাহাকে একটা জড় যন্ত্রে পরিণত করে তাহা হইলে সরকারী নীতি ও কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণ পদে পদে ব্যাহত হইবে। সে ক্ষেত্রে প্রশাসনিক সংস্কার একান্ত প্রয়োজন। এতকাল পর্যন্ত যে প্রশাসন ব্যবস্থা এ দেশে বজায় রহিয়াছে মূলত সেটি প্রাক্ স্বাধীনতা যুগের। তাহার রদবদল কিছু অবশ্য হইয়াছে। কিন্তু তাহার চরিত্র তাহাতে বদলাইয়াছে কিনা সন্দেহ। তাহাকে যুগোপযোগী করিয়া গড়িয়া তুলিতে না পারিলে সরকারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইবে প্রশাসন।

কিন্তু নব কংগ্রেসের তরুণ তুর্কীর দল অন্তত আইনগত কিংবা প্রশাসনিক বিঘ্ন লইয়া মাথা ঘামাইতেছেন না। আইন কিংবা প্রশাসনের সংস্কার তাঁহাদের কাছে তেমন জরুরি ব্যাপার নয়। যখন খুশী সে সংস্কারে হাত দেওয়া যাইবে, এ ব্যাপারে এত তাড়াতাড়ি কিসের? —এই তাঁহাদের মনোভাব। কিন্তু সংবিধান সংশোধনের দিকেই যেন তাঁহাদের ঝোঁকটা বেশী। এ আই সি সির বৈঠকে প্রতিজ্ঞাপালন সম্পর্কে যে প্রস্তাব পাস হইয়াছে তাহার মূল বয়ানে সাংবিধানিক বাধার কোনও উল্লেখ ছিল না। শ্রীমোহন ধারিয়া একটি সংশোধনী প্রস্তাব আনিয়া সংবিধানগত বাধা অপসারণের সংকল্পটাও মূল প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করিয়া দেন। একা নব কংগ্রেস নয় সংবিধান সংশোধনের দাবি অনেক দলের পক্ষ হইতেই তোলা হইয়াছে। তাহাদের শক্তি অবশ্য লোকসভায় নগণ্য। কিন্তু নব কংগ্রেস দলের পক্ষ হইতে সংবিধানের আমূল পরিবর্তনের প্রস্তাবও যদি সংসদে ওঠে তাহা হইলে সেটি মঞ্জুর করিতে সংসদ আপত্তি করিবেন না। তাহার জন্য যে সংখ্যা-গরিষ্ঠতা দরকার তাহা তো নব কংগ্রেসের একারই আছে, অন্যদের অনুমোদন তো নেহাতই অধিকন্তু।

সংবিধান কিছু বেদ-বেদাংগ নয় যে, তাহাকে আপ্তবাক্য বলিয়া মানিয়া লইতে হইবে। এ দেশেই শুধু নয় সর্ব দেশেই সংবিধান রচিত হয় জাতির বৃহত্তর স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে। কালক্রমে সংবিধান যদি সে স্বার্থের পরিপন্থী হইয়া দাঁড়ায় তাহা হইলে তাহার পরিমার্জন কেন তাহার বর্জনও প্রয়োজন হইতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ না তেমন কিছু ঘটিতেছে ততক্ষণ কেবল প্রগতিবাদের দোহাই দিয়া সংবিধানের সংশোধন সংগত নয়। গত নির্বাচনে সংবিধান সংশোধন একমাত্র কেন প্রধান 'ইস্যুও' ছিল না। কাজেই তাড়াতাড়ি সে ব্যাপারে অগ্রণী হওয়ার পক্ষে কোনও যুক্তি আছে বলিয়া মনে হয় না। গোলকনাথের মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে কেন্দ্র করিয়াই সংবিধান পরিমার্জনের দাবি উঠিয়াছে। সে রায় অনুসারে মৌল অধিকার সংক্রান্ত সংবিধানের ধারাগুলি পরিবর্তনের এক্তিয়ার সংসদের নাই। কথা উঠিয়াছে সংবিধানের পরিবর্তন ঘটাইয়া এ সম্বন্ধে সব সংশয়ের নিরসন করা হউক যাহাতে সংসদের মৌল অধিকার বিলোপের ক্ষমতা স্বীকৃত হয়। কিন্তু তাহার কোনও প্রয়োজন আছে কী? দেশের কোন্ কল্যাণ সাধন সংবিধানের এই বিধিতে বিঘ্নিত হইয়াছে? মৌল অধিকার গণতন্ত্রের প্রাণ। কারণে-অকারণে তাহার সংকোচসাধন কোনও দিক দিয়াই কাম্য নয়।

যৎকিঞ্চিৎ

সীমান্তের ও-পার হইতে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে, বাংলা দেশে পাকিস্তানের স্বৈরাচারী সামরিক প্রশাসক ইয়াহিয়া খাঁর প্রেরিত সশস্ত্র নরপশুদের নারকীয় অত্যাচার হইতে ইজ্জত বাঁচাইবার জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীনিবাস রোকেয়া হলের প্রায় পঞ্চাশ জন ছাত্রী ছাদ হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিয়াছেন। যে-সব ছাত্রী আত্মহত্যা করার সময় পান নাই, তাঁহাদের সেই সেনানাম-ধারী পাঞ্জাবী পশুরা ধরিয়া ক্যান্টনমেন্টে লইয়া গিয়াছে বলিয়া সংবাদে প্রকাশ। তাঁহাদের কী হইয়াছে তাহা সঠিকভাবে জানা না গেলেও মানুষের চামড়ায় ঢাকা এইসব নারকীয় জীবেরা বাংলা দেশে এই কয়-দিনে যে পৈশাচিক আচরণ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা হইতেই সেইসব ছাত্রীর পরিণতি সম্পর্কে অনুমান করা চলে। শুধু এই ছাত্রাবাসেই নয়, বাংলা দেশের যেখানেই এইসব নরপিশাচেরা পৌঁছাইতে পারিয়াছে তাহার প্রায় সব স্থান হইতেই তাহাদের বীভৎস অত্যাচারের খবর পাওয়া যাইতেছে। কোথাও বা অত্যাচারিতা নারীরা নিজেরাই আত্মহত্যা করিয়াছেন, আবার এমন সংবাদও পাওয়া গিয়াছে যে, নারীদের উপর চরম অত্যাচার করার পরে এই নরপশুরাই তাঁহাদের হত্যা করিয়াছে। ভারতীয় নারীরা চিরদিনই প্রাণ অপেক্ষা মানমর্যাদাকে বড় করিয়া দেখিয়াছেন। রাজপুত রমণীদের দলবদ্ধভাবে অগ্নি-কুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া মান বাঁচাইবার কথা ভারতে অন্তত সর্বজনবিদিত। ইতিহাসে তাহা 'জহরব্রত' নামে খ্যাত। ঢাকা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা বস্তুত সেই পবিত্র জহরব্রতেরই পুনরনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইতিহাস তাঁহাদের এই আত্মবিসর্জনের কথা সোনার অক্ষরেই লিখিয়া রাখিবে।

প্রশ্ন — তিন 'মহান' রাষ্ট্রকে:

ওঁরা অস্ত্র দিয়েছিলেন কেন, গণতন্ত্রের জন্য, না গণহত্যার জন্য?

ঢাকা বেতার কেন্দ্র ধরেই শুনতে পেতাম প্রাণ-ঢালা দেশাত্মবোধক সঙ্গীত। বক্তব্য তার মধ্যে একটাই 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি'—নানা সুরে ছন্দে কথায় ঝংকৃত হত। ২৬ মার্চ সকাল বেলা সংগীতমূর্ছনা নিস্তব্ধ। ঘোষিকার বাষ্পাকুল কণ্ঠ কানে এলো: পশ্চিম পাকিস্তানি ফৌজ বর্বর হত্যাকাণ্ডে নেমেছে, এ কোরবানি আমরা ভুলব না। গানের বদলে বলদর্পী সামরিক শাসকরা হুকুমের পর হুকুম ছাড়ছেন। 'শেখ মুজিবর রহমান রাষ্ট্রদ্রোহী, শাস্তি তাকে পেতেই হবে—' বললেন ইয়াহিয়া খাঁ, গণতান্ত্রিক বা নৈতিক অধিকার তিলেক মাত্র যার নেই। বলছেন তিনি মুজিবরের বিরুদ্ধে—বাংলা দেশের জন-গণ-মন-অধিনায়ক যিনি, সাম্প্রতিক নির্বাচনে গণমানুষ যাঁর শিরে সর্ব পাকিস্তানের শিরোপা চড়িয়ে দিয়েছে।

নিখুঁত আয়োজন। কড়া সেন্সর ব্যবস্থায় প্রেসের মুখ আষ্টেপিষ্টে বেঁধে ফেলা হল। কয়েকটি সংবাদপত্রের ঘরবাড়ি ও ছাপাখানা চূর্ণবিচূর্ণ করে সাহস ও সত্য ভাষণের পরিণাম দেখানো হল অন্যদের। বিদেশী সাংবাদিকরা বড় আশায় ঢাকায় এসে জমেছিলেন পাকিস্তানে গণতন্ত্র চালু হবার বিবরণ বিশ্বজনের কাছে তুলে ধরবেন বলে, ভদ্রলোকদের গরু ভেড়ার মতন তাড়িয়ে প্লেনে তুলে করাচিতে নামিয়ে দিয়ে এলো। কীর্তিকাহিনী কোন রকমে বাইরে চাউর না হয়, নিশ্ছিদ্র ব্যবস্থা তার।

সতেরজন বাঘা বাঘা জেনারেলের নেতৃত্বে রক্তপিপাসু ফৌজের দল বাংলা দেশের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। সর্বাধিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত—স্থলে ট্যাংক, জলে ফৌজিবহর, অন্তরীক্ষে বোমারু বিমান। অপর পক্ষ সেখানে প্রায় শূন্যহস্ত, সম্বল আদর্শনিষ্ঠা ও বাংলা প্রেম। নির্বিচারে গণহত্যা চলেছে—ইতিহাসে নৃশংসতম। বৃদ্ধ শিশু স্ত্রীলোক হাসপাতালের রোগীদের পর্যন্ত রেহাই নেই। গৃহবধূ ও কন্যাদের ধরে ধরে ক্যানটনমেনটে নিয়ে যাচ্ছে, ধর্ষণের পর হত্যা করে ছুড়ে দিচ্ছে রাস্তায়, অথবা তাঁরা নিজেরাই আত্মহত্যা করছেন। বড় বড় শহরগুলো পুড়িয়ে গুঁড়িয়ে ধ্বংস করছে। নিরীহ নিরপরাধ মানুষের মৃতদেহে পা ফেলবার জায়গা মেলে না। লক্ষ ছাড়িয়ে ইতিমধ্যে অনেক লক্ষে পৌঁছে গেছে। নিখিল-পাকিস্তানের মধ্যে সংখ্যাগুরু বলে বাংলা দেশ বড় অসুবিধা ঘটাচ্ছিল—মেরে মেরে এইবারে তাদের সংখ্যালঘু বানিয়ে দেবে, হয়তো বা সেই মতলব। দুনিয়ার মাতব্বর শক্তিগুলো নির্বাক দর্শক—এক রাশিয়াই এখন অবধি ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি কিঞ্চিৎ হিতোপদেশ ছেড়েছেন। বিশ্ব-বিবেকের মৃত্যু ঘটেছে ব'লে সন্দেহ করি।

অন্ধকারের জীব ওরা—শিক্ষা-সংস্কৃতি প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য শিল্প-সাহিত্য সইতে পারে না। হিটলারের আমলে ঠিক এমনি হয়েছিল—বুদ্ধিজীবী ও লেখক, শিল্পীরা প্রাণ দিলেন অথবা প্রাণ নিয়ে পালালেন। স্পেনে ফ্রাংকোর আমলে তাই। এবং বাংলা দেশের ব্যাপারেও হুবহু সেই জিনিস। ঢাকা ও রাজশাহীর মহিমামণ্ডিত সুপ্রাচীন বিশ্ববিদ্যালয় নিশ্চিহ্ন করেছে, লাইব্রেরি পুড়িয়েছে, জিন্না হল, ইকবাল হল, সলিমুল্লা হল, রোকেয়া হল আর নেই। ছাত্রছাত্রীদেরও কবর হয়েছে, ছাত্রী অনেকের আরও কিছু বেশি। জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপকদের গুলি করে মেরেছে। ইতিহাস বিভাগের প্রধান ডক্টর হবিবুল্লাহ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডক্টর জীনত আলি, ইংরেজি বিভাগের প্রধান ডক্টর মারওয়ার খুরশিদ, দর্শন বিভাগের প্রধান ডক্টর গোবিন্দচন্দ্র দে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ডক্টর মুফাজ্জল আহমেদ চৌধুরি, সংখ্যাতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ডক্টর হানিরুজ্জমান। বঙ্গ ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের জন্য নিবেদিতপ্রাণ বাংলা একাডেমির ডিরেক্টর ডক্টর কবির চৌধুরিও গুলির মুখে গেছেন। এবং ডক্টর এ শরাফ, ডক্টর এ রসিদ। বেগম জহিরউদ্দিন আগুন-ঢালা কবিতা লিখেছিলেন, গুলিতে সপরিবারে তাই প্রাণ দিতে হল। কবি আনিসুজ্জা খান ও কবি মৌলানা তমিজুদ্দিনকেও হত্যা করেছে বলে শোনা যাচ্ছে। প্রাণ দিয়ে বুদ্ধিজীবী আরও বহুজনকে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়েছে, খবরের পর খবর আসছে। তবু এখনো প্রতিবাদের ঝড় উঠল না—দুনিয়ার দিকপালেরা ধ্যানী-বুদ্ধবৎ নিশ্চুপ।

বাংলা দেশের মুক্তি বাহিনীর তবু বজ্রদৃঢ় সংকল্প। করেংগে ইয়া মরেংগে। বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো বেগম রোশেনারার আত্মদান। ফার্স্ট ইয়ারের মেয়ে, বয়স ষোল-সতেরো। মুজিব-ইয়াহিয়ার বিলম্বিত আলোচনার রোশেনারা অধীর হয়ে উঠেছিল। বলত কথাবার্তা ঢের হয়েছে—'বাজিয়ে' দিই আমরা এবার। সবুর, সবুর! ভাই মকবুল রাজনৈতিক কর্মী, বোনকে আর থামিয়ে রাখতে পারেন না। বলত, গুলির মুখে মরব না আমি, দেখো। প্যাটন ট্যাংক নেমে পড়ে ঢাকার রাস্তায় ধুন্দুমার বাধিয়েছে। নিজের বুকে মাইন বেঁধে অগ্নিকন্যা জীবন্ত মাইন হয়ে গেল। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার ভয় নেই—ঝাঁপিয়ে পড়ল সে ট্যাংকের উপর। ট্যাংক বিধ্বস্ত, মেয়েও ছিন্নভিন্ন হয়ে ছড়িয়ে পড়ল ছিটিয়ে পড়ল চারিদিকে। শামসুদ্দিন গবর্নর হাউসের পরিচারক, তাঁর হাতে টিককা খাঁয়ের মৃত্যু—সেও এক বিচিত্র কাহিনী। মুজিব বন্দী, খবর ছড়িয়ে দিয়েছে। পাঁচিশ হাজার মানুষ অমনি খাঁয়ের আস্তানা ঘিরে ফেলল। নিরুপায় টিককা খাঁ গুলি চালায়। প্রথম বলি জাহিরা বেগম, শামসুদ্দিনের সহোদরা। এবং নুরুল নামে এক বালক। টিককার রিভলবার কেড়ে শামসুদ্দিন তাকেই গুলি করল। নার্সিং হোমে পরের দিন মৃত্যু। সুইসাইড স্কোয়াডের ছেলে-মেয়েদের আরও এক তাজ্জব কাহিনী শুনেছি। লেখা হয়ে যাবে কোন এক-দিন—পাঠকের চোখে অশ্রু নয়, আগুন ধকধক করবে।

১৯৫২ অব্দ, আজ থেকে উনিশ বছর আগে। পিকিনের শান্তি সম্মেলনে সাঁইত্রিশটা দেশের মানুষ জমায়েত হ য়ে ছি লা ম। শেখ মুজিব তেত্রিশ বছরের যুবা, নেতা তখনই। পাকিস্তান দলের মধ্যে আছেন তিনি, আমি ভারতীয় দলে। পিকিন হোটেলের পাশাপাশি ঘরে আমাদের অধিষ্ঠান, দিনে রাত্রে সর্বক্ষণ দেখাসাক্ষাৎ। কাজ কর্মের শেষে রাত্রিবেলা তিনি আমাদের ঘরে আসতেন, কিম্বা আমি যেতাম তাঁদের ঘরে। লঘুগুরু কত রকমের আলোচনা, কত হাস্যপরিহাস। সৌজন্যবশে তিনি আমাকে দাদা বলতেন। বলতেন, দাদা, ভারতে গিয়ে জনে জনের পায়ে ধরব, কেন তাঁরা হকের জায়গা ত্যাগ করে চলে গেলেন। অনেক কাল আগেকার কথাগুলো স্পষ্ট এখনো আমার মনে ভাসছে, সোবিয়েতে প্রতিনিধিরাও ছিলেন। চীন ও সোবিয়েত, ধরতে গেলে, সম্মেলনের আসল কেষ্টবিষ্টু। সম্মেলন শেষে সাঁইত্রিশটা দেশ আমরা মিলিতভাবে প্রতিজ্ঞা নিলাম: মানুষের রক্তে পৃথিবী আর কখনো কলঙ্কিত হতে দেবো না—কিছুতেই না। এর পরে সোবিয়েত দেশে গিয়ে সেখানেও সর্বত্র ঐ প্রতিজ্ঞার প্রতিধ্বনি শুনে এসেছি। আটলাণ্টিক পেরিয়ে মার্কিন ভূমিতে পা ছোঁয়ানোর মুখেই সুবিশাল লিবার্টি মূর্তি, মার্কিন জাতি গণতন্ত্রের পরম সুহৃৎ, মূর্তি আকাশ জুড়ে সেই ঘোষণা করছে। অথচ, কী আশ্চর্য, পাক জঙ্গীফৌজ গণতন্ত্রের কবর খুঁড়ছে তার অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জামের বেশির ভাগ সরবরাহ ঐ তিন মহান রাষ্ট্রের। রাষ্ট্রত্রয়ের মধ্যে মতবিরোধের অন্ত নেই—মারণাস্ত্র-গুলির কিন্তু নির্বিরোধ সহাবস্থান, একে অন্যের পরিপূরক হয়ে বর্বর গণহত্যায় মেতেছে। অস্ত্র দিয়েছিলেন ওঁরা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে, গণতন্ত্র নিধনের জন্য নিশ্চয় নয়। নিষ্ঠুর পাশবিকতার নিমিত্তভাগী না হয়ে ওঁরা সব অস্ত্র কেড়ে নেবেন, এবং উনিশ বছর আগেকার সেই প্রতিজ্ঞা নতুন করে আবার গ্রহণ করবেন, শান্তি ও মৈত্রীর প্রয়াসী আমি লেখক ঘোষণা শুনবার জন্য উৎকর্ণ হয়ে আছি।

মনোজ বসু

পাবনা জয়ের কাহিনী: দুই যোদ্ধার জবানীতে

বিশেষ প্রতিনিধি

পাঠকদের কাছে সদ্য সীমান্ত পেরিয়ে আসা দুজন মুক্তিযোদ্ধার জবানবন্দী উপস্থিত করছি। ওরা পাবনা শহরকে হানাদারের কবলমুক্ত করেছে মাত্র দুদিনের যুদ্ধে। বিশ জন মুক্তিযোদ্ধার প্রাণের বিনিময়ে ওরা খতম করেছে দেড়শজন পাক হানাদারকে। দখল করেছে ঈশ্বরদির বিমানঘাটি, চারটি সামরিক বাহিনীর ট্রাক, কিছু অস্ত্রশস্ত্র। এখন পাবনা সম্পূর্ণ ওদের দখলে, ওখানে জন-জীবন নিয়ন্ত্রণ করছেন মুক্তিফৌজের সদস্যরা।

ও'দের দুজনের জবানীতেই পাঠক আপনাকে দিচ্ছি পাবনা জয়ের ছবি।

২৪শে মার্চ রাত্র এগারোটায় পাবনা শহরে প্রথম শোনা যায় সেনা-বাহিনীর টহলদারী গাড়ির আওয়াজ। এগারোটার কিছু পরে সেনাবাহিনী শহরের প্রত্যেক বাড়িতে হানা দিয়ে নির্বিচারে গ্রেফতার করতে শুরু করে। নয় থেকে নব্বই সব বয়সের নারীপুরুষকে এই রাত্রে গ্রেফতার করা হয়।

২৫শে মার্চ ঘোষণা করা হয় কারফিউ। কোন সময়-সীমা নির্দিষ্ট নেই, রাস্তায় দেখলেই গুলি। এই জংগী আদেশ অমান্য করা হল আদেশ জারির কিছু পরেই। ফলে কিছু লোক প্রাণ দিল সেনাবাহিনীর গুলিতে। ঐদিন রাত্রেই পাবনার বড় বড় নেতাদের বাড়ি ঘিরে ফেলে তাদের গ্রেফতার করা হল। গ্রেফতার হলেন আওয়ামী লীগের নির্বাচিত সদস্য আমিন উদ্দীন, ন্যাশনাল আওয়ামী লীগ নেতা ডঃ অমলেন্দু দাক্ষী এবং পাবনার বিশিষ্ট বাঙালী ব্যবসায়ী আবু সঈদ তালুকদার সহ আরো পনেরোজন নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি। পশ্চিম পাকিস্তানের যে সমস্ত খানরা এইসব অঞ্চলে চৌকিদারীর কাজ করতো, এই গ্রেফতার অভিযানে তারাই ছিল [illegible]।

২৬শে মার্চ সকালে পাবনার শিল্প-নগরে প্রকাশ্য জায়গায় এই পনেরো-জনকে মাটিতে অর্ধপ্রোথিত করে টমিগান দিয়ে গুলি করে মারা হলো। ঐদিন রাত্রে সৈন্যবাহিনী পুলিশ ব্যারাকে হানা দিলো এবং তাদের কাছে ম্যাগাজিন রুমের চাবি চাইল। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে গেলেও আরো ট্রাক বোঝাই ফৌজী বাহিনী নিয়ে এসে ওরা পুলিশ ব্যারাক আক্রমণ করল। এই শুরু হল সেনাবাহিনীর সঙ্গে আমাদের মুক্তি ফৌজের প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ—২৬শে মারচ, রাত দশটা। আমাদের কমানডার, পাবনা পুলিশের ডেপুটি কমিশনার, আগেই ব্যাপারটা অনুমান করতে পেরেছিলেন। ফলে আমরা সকলেই বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে অপেক্ষা করছিলাম। যেই মাত্র সেনা বাহিনীর পাঁচখানা ট্রাক আমাদের সুবিধা মতো জায়গায় এসে থেমেছে অমনি আমরা তিনদিকের বাড়িগুলির মাথা থেকে শুয়ে পড়ে গুলি চালালাম। জায়গাটা ছিল একদিকে জজ কোরট, একদিকে পোষ্ট অফিস আর অন্যদিকে কালেকটরি বিলডিং। এই যুদ্ধের মেয়াদ চার ঘণ্টা। পনেরোজন সেনা এই যুদ্ধে মুক্তি ফৌজ বাহিনীর হাতে প্রাণ হারায়। এপক্ষে মারা যায় দুজন। এই যুদ্ধে আমাদের লাভ দুটি সামরিক ট্রাক।

২৭শে মারচ ভোরেও এই জজ কোরটের সামনে আবার লড়াই। এবার ওদের হাতে মেসিনগান। ওরা জজ কোরটের চারপাশে অবিরাম গুলিবর্ষণ করতে থাকে। একঘণ্টা গুলি ক্ষয় করে ওরা ফিরে গেল ব্যারাকে। পাবনা শহরে মোট ব্যারাক হচ্ছে তিনটি। যথা শিল্পনগর, মডেল স্কুল ও টেলীফোন ভবন। তিনটি ব্যারাকে তখন মোট সৈন্য সংখ্যা দুশো। এই তিনটির মধ্যে সবচেয়ে কাছে এবং সবচেয়ে দুর্বল ব্যারাক ছিল টেলীফোন ভবনের ব্যারাকটি। এখানে সৈন্য সংখ্যা বত্রিশ। এরা সকলেই পাঞ্জাব রেজিমেন্টের। আওয়ামী লীগের সদস্যরা ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে খবর পাঠালেন। সংক্ষিপ্ত সেই বার্তায় বলা হল, স্বেচ্ছা বাহিনী সকাল পাঁচটার মধ্যে নিকটবর্তী ঘাটিতে উপস্থিত হও ও নির্দেশ পালন করো। মুক্তি সেনারা ভোর সাড়ে পাঁচটার মধ্যে জমায়েত হলেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে এগিয়ে গিয়ে সহসা টেলীফোন ভবনের সেনা নিবাসে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। তখন সকাল সাতটা। পাঁচ হাজার মুক্তি সেনার মধ্যে মাত্র পঞ্চাশ জনের হাতে ছিল রাইফেল। সাতটা থেকে বারোটা মোট পাঁচঘণ্টা যুদ্ধ চলবার পর বত্রিশজনকে ঘায়েল করা সম্ভব হয়। আমাদের ওপর নির্দেশ ছিল, যাদের হাতে রাইফেল তারা পজিসন নিয়ে বসে যাবে। অন্যেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে আক্রমণ করবে। আক্রমণের মুখে সেনারা বেরিয়ে এলে রাইফেলধারী মুক্তিযোদ্ধারা ঘরের ভেনটিলেটার এবং জানালার নিচের দিক থেকে গুলি করবে। গুলি আমাদের কাছে এখন মহামূল্যবান, অতএব, অপচয় যাতে না হয় সেদিকে কড়া নজর।

এই ঘাটি দখলের পর আওয়ামী লীগ সদস্য বাহিনী ও গ্রামবাসীরা দুটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে অপর দুটি ব্যারাক আক্রমণ করেন ঠিক এই পদ্ধতিতে। মডেল স্কুলে ফৌজ ছিল পঁচাত্তরজন, শিল্পনগরেও প্রায় ঐ রকম। রাত্রি সাড়ে দশটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলে মডেল স্কুলে আর শিল্পনগরে সারারাত। টেলীফোনভবন ব্যারাক থেকে পাওয়া টমিগান আর মেসিন-গান এযুদ্ধে আমাদের খুব কাজে লাগে। এই দুটি যুদ্ধের ফলাফল, দুই ব্যারাকে সৈন্য নিহত এগারোজন আর আটজন। মডেল স্কুলের নিহত এগারোজনের মধ্যে একজন মেজর। বাকীরা সবাই সাদা পোষাক পরে পালিয়ে যায়। পরে তাদের খুঁজে খুঁজে গ্রামের লোকেরা বার করেছে।

২৮ মারচ, সকাল ন'টায় পাবনার আকাশে দেখা গেল দুটো ফাইটার প্লেন। ওরা প্লেন থেকে বোমা ফেলল আর মেসিনগান থেকে গুলি। আক্রমণটা বেশি মাত্রায় হ'ল পাবনার পইলানপার, পুলিশ লাইন আর জেলাশাসকের বাড়ির ওপর। বিমান আক্রমণের এই সুযোগে সাতখানা গাড়ি করে সেনাবাহিনী পাবনা মেণ্টাল হাসপাতালের গলি দিয়ে চম্পট দিল। ওরা পালাচ্ছে এই খবর পেয়ে দাশুরিয়াতে ওদের প্রতিরোধ করা হল। এটি ছিল গেরিলা-যুদ্ধ। রাস্তা অবরোধ করা ছিল। ট্রাকগুলি থামিয়ে রাস্তার অবরোধ সরাবার জন্য সেনাবাহিনী যেইমাত্র পথে নেমেছে অমনি চারপাশের জঙ্গল আর গাছের মাথা থেকে গর্জে উঠল তিরিশখানা রাইফেল, হাত দিয়ে ছুঁড়ে দেওয়া হল হাত বোমা।

এই যুদ্ধে ওদের পক্ষে গেল সতেরোজন, আমাদের তেরোজন। এখানে আমরা পেলাম সৈন্যদের ফেলে-

অষ্টম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

বর্বরতার বিরুদ্ধে

পশ্চিম পাক হানাদারদের হাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস ও বাংলা দেশের নিরস্ত্র প্রতিরোধহীন অসামরিক ব্যক্তিদের বর্বর হত্যার বিরুদ্ধে দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৭ জন অধ্যাপক তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এই গণহত্যা থেকে ইয়াহিয়া খানকে বিরত করার উদ্দেশ্যে সম্ভাব্য সকল রকম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্যও তাঁরা ভারত সরকার ও রাষ্ট্রপুঞ্জের কাছে আবেদন জানিয়েছেন।

তাঁরা একটি যুক্ত বিবৃতিতে জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার পূরণের জন্য শেখ মুজিবর যে ধৈর্যের সংগে চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন তার প্রশংসা করেন।

এই শিক্ষকদের মধ্যে আছেন উরদু বিভাগের প্রধান অধ্যাপক খাজা আমেদ ফারুকি, হিন্দী বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীমতী সাবিত্রী সিংহ, দর্শন বিভাগের প্রধান অধ্যাপক এস বহিরুদ্দিন ও ফ্যাকালটি অব ল'এর ডিন অধ্যাপক পি কে ত্রিপাঠী।

এন সি চট্টোপাধ্যায়

দিল্লির খবর, সর্বভারতীয় নাগরিক স্বাধীনতা পরিষদের সভাপতি শ্রী এন সি চাট্টোপাধ্যায় বলেছেন, এটা খুবই দুঃখের যে রাষ্ট্রপুঞ্জের সেক্রেটারি জেনারেল উ থানট এই গণহত্যা বন্ধের জন্য কোন ব্যবস্থা নিচ্ছেন না।

তিনি মঙ্গলবার একটি বিবৃতি প্রচার করে বলেছেন যে, রুশ প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগরনিই প্রথম প্রশাসক হিসাবে একটি আবেদন প্রচার করেছেন।

সংসদে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রীর প্রশংসা করে তিনি বলেন, শুধু প্রস্তাব গ্রহণে কিছু হবে না—বাংলা দেশ চায় প্রকৃত সমর্থন।

জাসটিন রিচারড

চাইবাসা থেকে খবর, বিহারের বনমন্ত্রী তথা হাল ঝাড়খণ্ড দলের সভাপতি শ্রীজাসটিন রিচারড বলেছেন, বাংলা দেশে পাক সৈন্যের উৎপীড়ন ও হত্যালীলাকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার হিসাবে মেনে নেওয়া যায় না।

তিনি মঙ্গলবার একটি বিবৃতিতে বলেছেন, বিষয়টি রাষ্ট্রপুঞ্জে তোলা উচিত। —পি টি আই ও ইউ এন আই

সম্পাদক সমীপেষু

পত্রপ্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য: মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।

এপারে আমরা

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে অনুরোধ, দ্বিধাহীনকণ্ঠে বাংলা দেশকে স্বীকৃতি দিন। সক্রিয়ভাবে বাংলার স্বাধীনতা-যোদ্ধাদের সাহায্য করতে বাধা কোথায়?

বাংলা দেশের নেতারা কি সমবেদনার সোচ্চারধ্বনি দিয়ে, আবেগভরা বক্তৃতা দিয়ে একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছেন? তাঁদের দায়িত্ব কি এতেই শেষ? বাংলা দেশের যুবসমাজ যেখানে অসীম সাহস ও অটুট মনোবল নিয়ে জংগীশাহীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছে, যে যুবশক্তিকে নিষ্পেষিত করতে হিংস্রভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছে মদমত্ত সৈন্যবাহিনী, বাংলার মাটি যেখানে অজ বাঙালীভাইয়ের রক্তে রাঙা—এ দৃশ্যে এপারের ভারতীয় যুবসমাজের ভূমিকা কি শুধুমাত্র সমবেদনা ভরায় আর নীরব দর্শকের ভূমিকায়?

ইনডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন কাছে একান্ত অনুরোধ, অসহায় অসুস্থ মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্যে অবিলম্বে মেডিক্যাল সাহায্য পাঠান। আমরা এপারের ডাক্তাররা তার জন্যে প্রস্তুত। আর্তের সেবাই তো আমাদের ধর্ম। —ডাঃ আরতি মিত্র, ডাঃ হেমলতা গুপ্তা, ডাঃ ইলা সিংহ, ডাঃ কল্যাণী বসু, লেডী হারডিঞ্জ মেডিক্যাল হসপিটাল, নিউ দিল্লি-১।

॥ ২ ॥

৩০ মারচের আনন্দবাজার পত্রিকায় 'জয় বাংলার জয় জয়কার' শিরোনামার সংবাদে রিপোরটারের বক্তব্য সাম্প্রতিককালে সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণযোগ্য। চিন্তা করার বিষয়, এপার বাংলায় যখন খুনোখুনি আর গুপ্ত-বিপ্লব চলছে, তখন ওপার বাংলায় খুন ঝরছে—প্রকাশ্য সম্মুখীন বিপ্লব চলছে।

দিন কয়েক হলো একটি দেওয়াল-লিখন চোখে পড়ছে—"পূর্ববঙ্গের জয় সারা বাংলারই জয়।" প্রকৃতপক্ষে এ কথা বলার অধিকার আমাদের নেই। এপারে বাংলার মানুষের ঘৃণা ও লজ্জায় মাথা নত করা উচিত। এপারের মানুষের শিক্ষা হওয়া উচিত—চেতনার উদয় হওয়া উচিত। ওখানকার মুক্তিকামী মানুষের প্রকাশ্য সম্মুখীন বিপ্লবের দিকে তাকিয়ে আমাদের এখানকার আত্মঘাতী গুপ্ত-বিপ্লব বন্ধ করা উচিত। মনে রাখতে হবে, আত্মহননের বিপ্লব বিপ্লব নয়, ন্যায় এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য যে বিপ্লব, সেই বিপ্লবই আসল বিপ্লব। —জয়ন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, কলকাতা-১৯।

॥ ৩ ॥

বাংলা এবং ইংরাজী সংবাদপত্রে বাংলা দেশের বিষয়ে মন্তব্য তবুও খানিকটা সাদৃশ্য পাওয়া যায়। কিন্তু উর্দু কাগজে কোন সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। বাংলা সংবাদপত্রে দেখি বাংলা দেশের যুদ্ধে মুক্তিফৌজদের বাহাদুরি, আত্মত্যাগ, আত্মবলিদান; গৃহহারা বা পোড়ার মর্মান্তিক যাতনা দেখে এপার বাংলার মানুষ আমরা বাঙালীরা স্বভাবতই বিচলিত হচ্ছি। বিশেষত এপার বাংলার মুসলিমদের অনেক আত্মীয়স্বজন ওপার বাংলায় বসবাস করেন, এপার বাংলার এইরূপ মুসলিমদের মনের অবস্থা সবাই কল্পনা করতে নিশ্চয়ই পারছেন। তাঁরা যখন উর্দু সংবাদপত্রে দেখেন যে, ওপার বাংলায় শান্তি বিরাজ করছে, সেই অবস্থায় বাঙালী এবং অবাঙালীদের মধ্যে বিভ্রান্তি আসা স্বাভাবিক নয় কি?

পরিশেষে আমরা শ্রদ্ধা জানাই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান সাহেবকে ও তাঁর মুক্তিফৌজদের এবং শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করি। —আঞ্জুম আরা জানি, কলকাতা-১৬

॥ ৪ ॥

এত প্রচণ্ড জাগরণ আগে কখনও দেখিনি এবং নিজেদের মধ্যে তা অনুভব করিনি—অন্তত আমরা—স্বাধীনতা-উত্তর যুগের ছেলেমেয়েরা। এখন রক্তের প্রতি স্পন্দনে আমাদের উন্মাদনা, অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামের গর্জন, শ্বাস-প্রশ্বাসের প্রতিঘাতে আমাদের অসহায় আক্ষেপ। কিছু শুধু শুকনো সহানুভূতি, উচ্ছ্বাস, কবিত্বের দিন আজ নয়, আজ আর 'এপার-ওপার' নয়, আজ শুধু এক বাংলা এবং বাঙালী; সীমান্তের বেড়া রাজনৈতিক এবং সুস্থ সময়ে তা গ্রাহ্য; কিন্তু আজ সংকট সমস্ত বাঙালী জাতির, আজ বিপন্ন তার সমস্ত অস্তিত্ব। ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ। কিন্তু আমাদের দেহের অর্ধাংশ কেউ কেটে নিলে সে চেতনা কি থাকে? [illegible] প্রিয়জনের উপর অত্যাচারের সময় এ জাতীয় চিন্তা নিরর্থক। আগে আমাদের অস্তিত্ব, তারপরে আমাদের রাজনৈতিক চেতনা। একথা আমাদের মনে রাখতে হবে বিশেষভাবে। ওপারের জয়ে আমাদের সার্থকতা এবং বৃদ্ধি, পরাজয়ে আমাদের মৃত্যু। তাই আজ আমাদের জাগতে হবে, সংগঠিত হতে হবে—আমাদের প্রত্যেককে— সর্বশ্রেণীর লোক, ঠিক যেমন করে ওপারে আমরা জেগেছি। নিজেদেরই বাঁচাতে আমাদের তৈরি হতে হবে। এখনও হয়ত জীবনদানের সময় আসেনি, কিন্তু তার জন্যও প্রস্তুত হতে হবে। পরিশেষে মুজিবরের ভাষাতেই বলি, "ভূগোলে যত চড়া রং ছড়িয়ে থাকুক না, আমাদের পরিচয় ইতিহাসের। এ ছিন্ন হবার নয়।" জয় বাংলা, জয় হোক বাংলাদেশের।—গোরা গুহ, কলকাতা—৩০।

॥ ৫ ॥

বাংলাদেশের মুক্তি-সংগ্রাম সপ্তাহ পেরিয়ে গেল। সেখানকার সাড়ে সাত কোটি মানুষ আজ একবেগে স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া চক্রের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান করছে।—একদিকে জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আধুনিক মারণাস্ত্রে সুসজ্জিত এক বিরাট সুশিক্ষিত সৈন্যবাহিনী,—অন্যদিকে প্রায় নিরস্ত্র মুক্তি-পাগল জনগণ। ফলে এরই মধ্যে বাংলাদেশের তিন লক্ষাধিক মানুষ নিহত, তার দ্বিগুণ কি ত্রিগুণ অবশ্যই আহত।

ন্যায় ও সত্য পৃথিবীতে সব সময় জেতে না জানি,—কিন্তু তার পিছনে এসে দাঁড়ানোতেই তো মানুষের মনুষ্যত্ব। পৃথিবীর রাজনীতি কি চিরকালই মানব-নীতি থেকে বিচ্যুত হয়েই কাজ করবে?

তা যদি না করে, তবে কেন এখনও চুপ করে রয়েছে পৃথিবীর ছোটবড় সমস্ত রাষ্ট্র?

১৯৩৭ সাল—সেদিনের সাম্রাজ্যবাদী জাপান দুর্বল চীনকে ঠিক এইভাবেই আক্রমণ করেছিল। আশ্চর্য ইতিহাস! সেদিনও ঠিক এমনিভাবেই সমগ্র জগৎ নিশ্চুপ হয়ে বসেছিল।

শুধু প্রাচ্যের এক পরাধীন দেশে রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠে মহামানবের বিদ্রূপ গর্জন করে উঠেছিলেন,—

"দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু
সর্বাঙ্গে তার/বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ।
একদিকে/স্পর্ধিত ক্রূরতা, মত্ততার
নির্লজ্জ হুংকার, অন্যদিকে/ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণ বিক্ষেপ...।
রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ
নির্দেশ/রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ
ওষ্ঠ অধরের চাপে/সংশয়ে, সংকোচে।"

—ডাঃ সুশীল ভট্টাচার্য, বারুইপুর।

রাজশাহীর 'বীরেনদা'

অনুশীলন দলের প্রখ্যাত বিপ্লবী রাজশাহীর বীরেন্দ্রনাথ সরকারের জীবনও স্তব্ধ করে দিল বর্বর পশ্চিম পাকিস্তানী সরকার। মহারাজ ত্রৈলোক্য চক্রবর্তী, যোগেশচন্দ্র চ্যাটার্জি, প্রতুল গাঙ্গুলী ও প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর মন্ত্রশিষ্য বীরেন্দ্রনাথ সরকারের শেষ-পরিণতি স্বদেশপ্রেমিক যেকোন মানুষের কাছেই চরম দুঃসংবাদ।

রাজসাহীর বীরেন্দ্রনাথ ছিলেন সকলের 'বীরেনদ'। অলকা সিনেমা হলের পেছনে বীরেনদার ভাঙ্গা-চোরা বাড়ি কার না চেনা ছিল। আর সেই ভাংগা-চোরা বাড়িতে যাননি এমন কোন ছাত্র-যুবক প্রাক্-স্বাধীনতা যুগে রাজসাহীতে ছিলেন কিনা সন্দেহ। দেশ বিভাগের পরেও বীরেন্দ্রনাথ পূর্ব-বঙ্গের মুসলমান যুব সমাজের আদর্শ ও নেতৃস্থানীয় মানুষরূপে সুপরিচিত ছিলেন।

রাজসাহীর 'ভোলানাথ হিন্দু একাডেমি'-র শিক্ষক বীরেন্দ্রনাথ শিক্ষকতাকে জীবিকারূপে গ্রহণ করতে পারেননি। কারণ কারাদণ্ড ভোগ। জীবনের অর্ধেকের বেশি সময় তাঁর অতিবাহিত হয়েছে হিজলী, বক্সা, রাজসাহী, বহরমপুর, মেদিনীপুর আর আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে। জেল থেকেই বি এ এবং আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে হয়েছিলেন অ্যাডভোকেট। স্বাধীনতার আগে ও পরে আইনজ্ঞের ভূমিকা নিয়েই চলেছিল তাঁর দেশের কাজ। স্বাধীনতার অব্যবহিত পরে বিখ্যাত নাচোল মামলায় তাঁর ভূমিকা স্মরণীয়।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘোষণার সংগে সংগে বীরেনদাকে জেলে নিয়ে গেল ব্রিটিশ পুলিস। সংগে আরও অনেকে। দীর্ঘ ছয় বছর পর ১৯৪৫-এ তিনি ছাড়া পেলেন। কিন্তু সেই একই মানুষ। মুখেও সেই সব-সময়-লেগে-থাকা একটুকরো হাসি। দেশে তখন 'আজাদ হিন্দ ফৌজ'-এর আন্দোলন। সে আন্দোলনে বীরেনদা ছাত্র-যুবকদের নেতা। পালিত হলো রসিদ আলি ডে, রমেশ্বর দিবস। সর্বত্র বীরেনদার নির্দেশ।

তারপর একই সংগে এসে স্বাধীনতা আর পার্টিশান। সকলেই প্রায় চলে এলেন। কিন্তু থেকে গেলেন বীরেনদা। মুখে তাঁর এক কথা—রাজসাহী ছেড়ে যাচ্ছি না। বহু অনুরোধ, অনেক অনুনয় সহাস্যে তিনি ফিরিয়ে দিয়েছেন বার বার। কথা উঠলেই বলতেন ইংরেজের জেলে আর থানায় অনেক নির্যাতন আর অনশনের অভিজ্ঞতা আছে—এর চেয়ে বেশি কিছু তো আর হবে না।

পাকিস্তানের জন্মের পরও তাঁকে একাধিকবার কারাদণ্ড-ভোগ ও অন্তরীণ জীবন যাপন করতে হয়েছে। কিন্তু আয়ুবশাহী তাঁর গুণমুগ্ধের সংখ্যা কমাতে পারেনি। বরং বেড়েছিল। তরুণ বাংগালী মুসলমান অ্যাডভোকেটরা তাঁর 'জুনিয়ার' হওয়ার জন্য ছুটে আসতেন। বীরেনদার কারাদণ্ড-ভোগ সম্পর্কিত মামলা পরিচালনা ও তদারকির কাজ করতেন এই তরুণ অ্যাডভোকেটরা।

তবুও বীরেন্দ্রনাথ নিদ্রিত অবস্থায় অসভ্য জংগীশাহীর বুলেটে প্রাণ দিলেন। এপার বাংলা থেকে বসে অনুভব করছি সর্বত্যাগী, চিরকুমার, পঞ্চাশোর্ধ্ব এক দীর্ঘকায় মানুষের মৃতদেহ আগলে বসে আছেন তাঁর বিধবা দিদি। এপারে অশীতিপর বৃদ্ধা মাতা ও অনুজেরা সজলনয়নে পারলৌকিক ক্রিয়ার আয়োজন করছেন। জানিনা রোগশয্যায় শায়িত বিপ্লবী প্রভাসচন্দ্র লাহিড়ীর মানসিক অবস্থা। —কমল সরকার, কলকাতা-১

বিখান সিংহের সঙ্গে বিদেশীর সাক্ষাৎকার

চট্টগ্রাম ঃ শহর আর শহরতলির মধ্যে দুই পক্ষ মুখোমুখি

ডেনমারকের ছাত্র জন মারটিনুসেন মঙ্গলবার কলকাতা বন্দরে চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে আসা যাত্রীদের একজন। তিনি এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে বললেন, চট্টগ্রাম শহর ছাড়া গোটা জেলার কোথাও পাকসৈন্য নেই। সমস্ত অঞ্চলই মুক্তিফৌজের দখলে। শহর ও শহরতলির মধ্যে তিন শ' গজ "নো ম্যানস ল্যানড।" তার দুপাশে দুপক্ষের সেনা মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।

তাঁর জবানীতে শুনুন: চট্টগ্রাম এখন মৃত শহর। সেনাবাহিনীর কর্তৃত্ব শুধু এই শহরে সীমাবদ্ধ। কিন্তু সে চট্টগ্রাম চার লক্ষ লোকের পুরোনো শহর নয়—এখন মাত্র হাজার চারেক লোকে সেখানে থাকেন। শহরে জল নেই, বিদ্যুৎ নেই, টেলিফোন, পোসটঅফিস, খাবারদাবার কিছুই নেই। রাস্তার, নদীতে মৃতদেহ ছড়ানো। শহরের সবাই চলে গিয়েছেন শহরতলির মুক্ত অঞ্চলে। চার এপরিল বিকালে তাঁরা জাহাজে ওঠার সময় পর্যন্ত শহরে দুপক্ষের গুলি-বিনিময় চলেছে।

জাহাজে এসে তিনি শুনেছেন, শুধু ১ এপরিলই কর্ণফুলি নদীতে চার শ' এবং তার তীরে আশীটি মৃতদেহ তাঁদের একজন গুণেছেন। খালাসীদের অনেকে কর্ণফুলি দিয়ে গাদা গাদা মৃতদেহ ভেসে যেতে দেখেছেন।

জন মারটিনুসেন ডেনমারকের আহুস বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির ছাত্র। বয়স ২৩। মাস তিনেক হল সস্ত্রীক এসেছেন পাকিস্তানে। লাহোর, পেশোয়ার হয়ে চট্টগ্রামে। মুজিবরের অসহযোগ আন্দোলন দেখতে মাঝে একবার ঢাকা গিয়েছিলেন।

তিনি বললেন: ২৫ মারচের কয়দিন আগে আমি চট্টগ্রামে ফিরে আসি। ২৫ তারিখ রাত এগারোটায় চট্টগ্রাম শহর ঘুরতে বেরিয়ে আমি কয়েকটি অদ্ভুত জিনিস দেখলাম। ক্যানটনমেনটের সামনের রাস্তার পাশে কয়েকজন ই পি আরের লোক শুয়ে আছেন। তার পাশেই হাউসিং সোসাইটি—সেখানে পশ্চিম পাক ধনী ব্যবসায়ী এবং কিছু পশ্চিম পাক মিলিটারি অফিসার থাকেন। পশ্চিম পাকসেনারা ওই বাড়ি পাহারা দিচ্ছে। ভাবতে ভাবতে বাড়ি ফিরলাম। মনে হল কিছু একটা হতে যাচ্ছে।

রাত সাড়ে তিনটায় গুলির শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। সারারাত প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ চলল। সকালে উঠে শুনলাম ২৫ তারিখে গভীর রাতে ক্যানটনমেনটে পশ্চিম পাকসেনারা বাঙ্গালী রেজিমেনটের সৈনাদের প্রথমে গ্রেফতার ও পরে হত্যা করতে শুরু করে। একজন বাঙ্গালী অফিসার কোনমতে পালিয়ে এসে ই পি আর ব্যারাকে খবর দেন। তাঁরা তৎক্ষণাৎ বিদ্রোহ করেন। সাতজন পশ্চিম পাক অফিসারকে মেরে ফেলেন। একজনকে তাড়া করেন। ওই অফিসারকে রক্ষা করার জন্য হাউসিং সোসাইটির পশ্চিম পাক ব্যবসায়ীরা ই পি আরের ওপর গুলি ছুঁড়তে থাকে। অফিসারটি তখন ওই সোসাইটিতেই রয়েছেন। এবার ই পি আর গুলি চালাতে শুরু করেন। ওই অফিসার এবং যেসব পশ্চিম পাক ব্যবসায়ী গুলি ছুঁড়ছিল তারা মারা পড়ে। যারা গুলি করেনি এমন একজন পশ্চিম পাকিস্তানীর গায়েও ই পি আর হাত দেননি।

তখন ক্যানটনমেনট থেকে গুলিবর্ষণ শুরু হয়ে গিয়েছে।

২৬ তারিখ ভোর হবার সঙ্গে সঙ্গেই ই পি আর, পুলিশ এবং জনসাধারণ দলে দলে ক্যানটনমেনটের দিকে ছুটে আসতে থাকেন। গ্রাম থেকে ট্রাকে ট্রাকে সাধারণ মানুষ এসে জমা হল—কারও হাতে দা, কারও হাতে শুধু বাঁশ, কেউ-বা একেবারেই খালি হাতে।

যেখানে খুশি যান

তিনি বলেন, আমি তখন সর্বত্র ঘুরতে পারছি। আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবকরা আমাকে বললেন 'সমস্ত শহর আমাদের দখলে, আপনি যেখানে খুশী যেতে পারেন।'

২৬ মারচ বিকাল থেকে গোলাগুলি বর্ষণ বেড়ে গেল। কিছু কিছু লোক গ্রামে ফিরতে শুরু করলেন। নতুন করে অনেকে এলেন। এভাবে ৩০ মারচ পর্যন্ত সেনারা ঘেরাও হয়ে রইল।

চট্টগ্রাম শহর তখন আওয়ামী লীগের পুরো দখলে। চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্র তাঁদের হাতে। চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রই স্বাধীন বাংলা বেতারকেন্দ্র হিসাবে কাজ করতে থাকে।

পাঁচদিন মিলিটারির সঙ্গে লড়াই করে আওয়ামী লীগ শহরকে স্বাধীন করে রাখলেন। পাক জঙ্গীশাহী তখন এত ভীত যে, একজন ই পি আরের দেখা পেলেই পাগলের মত গুলি ছুঁড়ছে। হঠাৎ দেখা গেল পাহাড়ের ওপরে একজন ই পি আর সেনা রাইফেল উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাকসেনারা ওই পাহাড়ের ওপর মেশিনগান এবং কামান দাগতে শুরু করল। এক ঘণ্টা পর পাহাড়ের ওপর উঠে দেখলো কোথায় কে—সব ভোঁ ভাঁ।

বাঁচাও বাঁচাও

এর মধ্যে ক্যানটনমেনট থেকে চারদিকে জরুরী বার্তা গিয়েছে—"বাঁচাও বাঁচাও। আরও রসদ এবং সেনা পাঠাও।" পাঁচদিন পর বিমানে ও জাহাজে সৈন্য ও রসদ আসতে শুরু করল। পাকিস্তান ইনটারন্যাশন্যালের দুটি বিমানে সৈন্য নামানো চলল।

৩০ তারিখ বিকালে দুটি স্যাবার জেট এসে বোমা ফেলতে শুরু করল। বিকালে খুব নিচু হয়ে উড়ে গিয়ে চট্টগ্রাম বেতারকেন্দ্রের ওপর রকেট চারজ করল।

এর পর আর আমরা স্বাধীন বাংলা রেডিও শুনতে পাইনি। এবার মারটিনুসেন আমাদের পালটা প্রশ্ন করলেন—এর আগে আপনারা স্বাধীন বাংলা রেডিও শুনতে পেতেন? বললাম, হ্যাঁ। 'ওঃ বেশ মজা ত' বলেই আবার তিনি বলে চললেন:

৩০ তারিখ রাতে শহরে জোর লড়াই শুরু হল। পাকসেনা দুদিক থেকে শহর ঘিরে ফেলল। ওরা শহরতলি এবং গ্রাম থেকে আওয়ামী লীগ স্বেচ্ছাসেবক এবং মুক্তিফৌজকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইল। জাকীর হোসেন রোডে আমার বাড়ির মাত্র পনেরো মিটার দূরে দুপক্ষে প্রবল লড়াই হচ্ছে দেখলাম। সারারাত দুপক্ষে প্রচণ্ড গুলিবর্ষণ চলে। কখনও এ-পক্ষ এগিয়ে যায়, কখনও ও-পক্ষ।

শুধু মৃত্যুর খবর

সকালবেলা বাড়ির বাইরে যেতে পারলাম না। কারণ শহরে কারফু। তখন শুধু আসতে লাগল মৃত্যুর খবর। পাড়ার ভিতর দিয়ে যাঁরা আসাযাওয়া করতে পারছেন তাঁরাই বলছেন, পাকসেনারা নারী, শিশু নির্বিচারে গুলি করে মারছে। আমার বাড়ির পাশেই একটি ছোট ছেলেকে ওরা গুলি করে মেরে ফেলল।

৩১ তারিখ একজন পশ্চিম পাক মেজরের সঙ্গে দেখা। তিনি দম্ভভরে বললেন, 'কাল রাতে আমরা পুলিশ-লাইন দখল করেছি। সমস্ত পুলিশকে লাইন করে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছি। তারপর কুকুর দিয়ে খাইয়েছি।'

৩১ তারিখ পাক সেনারা শহর দখল করল। ১লা এপরিল বেরিয়ে দেখি শহরের সমস্ত পাকা বাড়ি বুলেটের হাতে জর্জর। বাজার বিধ্বস্ত। বস্তিগুলি সব জ্বালিয়ে দিয়েছে। সারা শহরে আগুন জ্বলছে। কাঁচা বাড়িগুলি বিধ্বস্ত।

নিউ মারকেটে পাকসেনারা কামান দেগে ধ্বংস করেছে। কাঁচা বাড়িগুলিতে মেশিনগান দেগেছে। একটি দোকানে পনেরজন খদ্দের এসেছিলেন। সেনারা আদেশ দিল 'বাইরে যাও।' ওরা বের হতেই সবাইকে গুলি করে মেরে ফেলল। শুধু আমাদের একজন পরিচারক দু পায়ে তিনটি গুলিবিদ্ধ হয়ে কোনমতে প্রাণে বেঁচে ঘটনাটি বলে। সারা শহরে শুধু এরকম অসংখ্য মৃত্যু ও মৃত্যু।

তবুও তাঁর বিশ্বাস, বঙ্গবন্ধু মুজিবরের পিছনে যে [illegible] মানুষ জড় হয়েছেন তাতে জয় তাঁদের হবেই। এবং তিনিও স্বাধীন বাংলায় ফিরতে পারবেন।

নুরুল আমিনের পূর্ণ সমর্থন মুক্তিফৌজের দিকে

পূর্ব পাকিস্তানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীনুরুল আমিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি পূর্ণ সমর্থন ও সহানুভূতি জানিয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ছাত্রনেতা এ কথা জানিয়েছেন। উল্লেখ্য, শ্রীআমিন জাতীয় পরিষদেরও একজন সদস্য।

ওই দুজন ছাত্রনেতা—মহম্মদ মুস্তাফা ভুইয়া ও মহম্মদ কামালউদ্দীন মঙ্গলবার কলকাতায় পি টি আইর সংবাদদাতাকে বলেন, পশ্চিম পাক জঙ্গীবাহিনী বন্দুকের নল উঁচিয়ে জোর করে শ্রীআমিনকে দিয়ে রেডিও মারফৎ ভারত-বিরোধী একটি বক্তৃতা দিতে বাধ্য করেছে। তাঁরা আরও জানান, জঙ্গী শাসক-চক্র শ্রীআমিনের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বলেছেন। ওই সময় শ্রীআমিন শাসকচক্রকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছেন, শেখ মুজিবর রহমান ছাড়া আর কারো বাংলাদেশের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার নেই।

দুঃখের বিষয়, এর দুদিন পরেই পাক-সেনাবাহিনী জবরদস্তি শ্রীআমিনকে দিয়ে ওই ধরনের ভিত্তিহীন ভারত-বিরোধী বক্তৃতা দিইয়েছে।

ওই দুজন ছাত্রনেতা আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্য একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত। তাঁরাও আওয়ামী লীগের ওই সংগ্রামের সমর্থন জানিয়েছেন।

ছাত্রনেতাদ্বয় আরও জানান, জঙ্গী শাসক-চক্র বাংলাদেশের ১৮-৩০ বৎসর বয়সের মধ্যে প্রত্যেকটি যুবককে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার পরিকল্পনা নিয়েছে। জঙ্গী শাসকরা তাদের নৃশংস অত্যাচারের সমর্থনে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য ছাত্র নেতাদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছে।

ছাত্রনেতা দুজন বিশ্বজনগণের [illegible] এই বলে আবেদন জানিয়েছেন, [illegible] পাকিস্তানী শাসক-চক্রের মিথ্যা প্রচারে বিভ্রান্ত হবেন না। বাংলা দেশের প্রতিটি মানুষের বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবরের নেতৃত্বে অটল বিশ্বাস ও আস্থা রয়েছে।

গত ৩০ মারচ—ঢাকা থেকে রওয়ানা হয়ে ছাত্রনেতাদ্বয় ৪ এপরিল পশ্চিম বাংলার সীমান্তে এসে পৌঁছেছেন। ওঁরা এসেছেন হাঁটাপথে।

ইয়াহিয়ার গণতন্ত্রপ্রীতির চূড়ান্ত প্রমাণ!

শিলং, ৬ এপরিল—বাংলাদেশে ইয়াহিয়ার দখলদার ফৌজ ঘোষণা করেছে যে, পাক জাতীয় পরিষদে আওয়ামী লীগের যেসব প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের ধরবার ব্যাপারে সাহায্য করলে প্রতি সদস্যের মাথা পিছু দশ হাজার টাকা হিসাবে দেওয়া হবে। ওই পরিষদে আওয়ামী লীগের ২৬১ জন সদস্য ছিলেন। অবাধ নির্বাচনে বিপুলভাবে গরিষ্ঠতাপ্রাপ্ত দলের সদস্যদের মুণ্ডশিকার করার সাধ প্রকাশ করে ইয়াহিয়া নিঃসন্দেহে তাঁর 'গণতন্ত্রপ্রীতির' এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রাখলেন।

—পি টি আই

চট্টগ্রাম থেকে সদ্য আগত বিদেশিনী বর্ণনা করছেন "বাংলা দেশের" অবস্থা। অন্যান্যদের সঙ্গে জাহাজে ইনি মঙ্গলবার কলকাতায় এসে পৌঁছেছেন। —নিজস্ব-চিত্র

তিন বছর পরে স্বদেশে

স্টাফ রিপোরটার

পাকিস্তানের কারাগারে তিন বছর বন্দী থাকার পর মুক্ত হয়ে কলকাতা ট্রাফিক পুলিশের একজন কনসটেবল কলকাতায় ফিরে এসেছেন। এবং মঙ্গলবার তাঁর আগেকার কাজেই যোগ দিয়েছেন।

শ্রীআশুতোষ বিশ্বাস নামে এই কনসটেবল ১৯৬৭ সালে পনের দিনের ছুটি নিয়ে সীমান্তের কাছে বাগদা থানা অঞ্চলে তাঁর বাড়িতে যান। পাকিস্তানীরা তখন তাঁকে অপহরণ করে। কয়েক দিন আগে মুক্তিফৌজ যশোহর জেলে অন্যান্য বন্দীর সঙ্গে শ্রী বিশ্বাসকেও মুক্ত করেন। ছাড়া পেয়েই তিনি আবার কর্মস্থলে ফিরে [illegible]

আবার স্বাধীন বাংলা বেতার

"স্বাধীন বাংলা বেতার" কেন্দ্র আবার ফিরে এসেছে। মঙ্গলবার সরট ওয়েভে-এর অনুষ্ঠান শুরু হয়, তবে ঘোষণাগুলি একরকম শোনাই যায়নি। আগে এই কেন্দ্রটি ছিল চট্টগ্রামের কাছে, পরে পাক ফৌজ-এর তোপের মুখে উড়ে যায়।

নতুন জীবন ফিরে পেয়ে স্বাধীন কেন্দ্রটি ঘোষণা করেছে, দু-এক দিনের মধ্যেই মিডিয়াম ওয়েভ-এ অনুষ্ঠান প্রচারিত হবে।

সোমবার শিলং-এ সন্ধ্যা ছটায় ৮১ থেকে ৮২ মিটারে (শরট ওয়েভ) অনুষ্ঠান শোনা যায়। প্রচারিত গানগুলির মধ্যে "আমার সোনার বাংলা তো ছিলই, উপরন্তু দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের "ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা" গানটিও শোনা গেল।

এই বেতার বাংলা দেশের মানুষকে মুক্তির জন্য এবং জয়ের জন্য প্রার্থনা করতে আহ্বান জানিয়েছেন। ধিক্কার দিয়েছে বিশ্বাসঘাতক জঙ্গী স্বৈরতন্ত্রকে, যারা দেশব্যাপী রক্তস্রোতের জন্য দায়ী। আর অবশেষে সাড়ে সাত কোটি মানুষের হয়ে সমস্ত বিশ্বের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির জন্য আবেদন জানিয়েছেন।

বাংলা দেশের সরকারকে স্বীকৃতি দিন

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

তাঁরা 'বাংলা দেশের সরকারকে' আশু স্বীকৃতি দিন।

সীমান্তপারের বাংলাদেশের মানুষের গণতন্ত্র এবং স্বাধিকার অর্জনের সংগ্রামকে এই মন্ত্রিসভা সর্বতোভাবে সমর্থন জানাচ্ছেন এবং এই সংগ্রামের সাফল্য কামনা করছেন। বাংলাদেশের মানুষের সহায়তার জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থকোষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হল। এই বরাদ্দকৃত অর্থ মুখ্যমন্ত্রীর হেফাজতে থাকবে এবং তিনি প্রয়োজনানুসারে এই অর্থ ব্যয় করবেন।

মন্ত্রিসভার বাইরে এও স্থির হয় যে, প্রত্যেক মন্ত্রী আপাতত ১০০ টাকা করে মুখ্যমন্ত্রীর সভাপতিত্বে গঠিত কমিটিকে দেবেন।

নেতাজী তদন্ত সমর্থক কমিটিকে অর্থ সাহায্য

বৈঠকে নেতাজী তদন্ত সমর্থক কমিটিকে ১৫ হাজার টাকা মঞ্জুর করা হয়। কমিটির সদস্যরা জাপানে যাচ্ছেন। তাঁরা সরকারের কাছে অর্থ সাহায্য চেয়েছেন।

ভারতের নামে রাশিয়ার কাছে ইয়াহিয়ার নালিশ

রাওয়ালপিন্ডি, ৬ এপরিল—বাংলা দেশে ব্যাপক গণহত্যা বন্দের জন্য সোভিয়েট প্রেসিডেনট পদগোরনি কড়া ভাষায় এক আবেদন জানিয়েছিলেন পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়ার কাছে। গতকাল ইয়াহিয়া তার জবাবে গণহত্যার ব্যাপারটা স্রেফ চেপে গিয়ে রাশিয়ার কাছে নালিশ জানিয়েছেন ভারতের নামে।

ইয়াহিয়ার অভিযোগ: বাংলাদেশের সীমান্তের অদূরে ভারত ছয় ডিভিশন সৈন্য এনে মোতায়েন করেছে। এদের মধ্যে আছে কয়েকটি গোলন্দাজ রেজিমেনট ও একটি ছত্রী ব্রিগেড। এছাড়া ভারতের প্রধানমন্ত্রী, বহির্বিষয়ক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সম্পর্কে যেসব বক্তৃতা বিবৃতি দিচ্ছেন তা পাকিস্তানের ঘরোয়া ব্যাপারে সুস্পষ্ট হস্তক্ষেপ ছাড়া কিছু নয়।

ইয়াহিয়ার অভিযোগ: মুষ্টিমেয় লোককে হাঙ্গামা সৃষ্টির জন্য ভারত উস্কানি দিচ্ছে, বস্তুত সাহায্য দিচ্ছে—এর ফলে পরিস্থিতির আরও অবনতি ঘটবে।

ইয়াহিয়ার দাবি: বাংলাদেশের পরিস্থিতি আয়ত্তেই আছে, কিন্তু বাইরের কোন কোন মহল, বিশেষ করে ভারত মিথ্যা খবর ছড়াচ্ছে।

ইয়াহিয়ার মতে: পাকিস্তানের এই ঘরোয়া ব্যাপারে কোন শক্তি যদি হস্তক্ষেপ করে, বা হস্তক্ষেপকে সমর্থন করে তবে সেটা হবে রাষ্ট্রপুঞ্জের সনদের পরিপন্থী।

ইয়াহিয়ার মতে: আওয়ামী লীগের নেতারা জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি নয়। তিনি তাই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বাংলা দেশের বুদ্ধিবাদী প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনায় বসতে আগ্রহী।

সাংবাদিক অপহরণের বিষয়টি কেন্দ্র দেখছেন

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ৬ এপরিল—বহির্বিষয়ক দফতরের একজন মুখপাত্র আজ এখানে বলেন যে, ত্রিপুরা ও পূর্ব বাংলার মধ্যে সীমান্তের কাছাকাছি জায়গা থেকে পশ্চিম পাক সেনাদের তিনজন কলকাতার সাংবাদিককে অপহরণের খবর সম্পর্কে কেন্দ্র খোঁজ খবর করছে।

মারকিন রাষ্ট্রদফতর বলছেন

বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চল মুক্তিফৌজের হাতে

ওয়াশিংটন, ৬ এপরিল—মারকিন রাষ্ট্র দফতরের অফিসাররা গতকাল বলেন, ঢাকা ও চট্টগ্রামের বন্দর এলাকা সমেত কয়েকটি শহর এখন পাকিস্তানী ফৌজের দখলে, কিন্তু সমগ্র গ্রামাঞ্চলের কর্তৃত্ব রয়েছে মুক্তিফৌজের হাতে।

দু পক্ষই এখন শক্তি সংহত করে চলেছেন, এবং যে কোন মুহূর্তে প্রচণ্ডতর লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে।

এক-তৃতীয়াংশ লোক মুক্তাঞ্চলে

চুয়াডাঙ্গা, বাংলাদেশ, ৬ এপরিল—বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম খণ্ডের মুক্তিফৌজের অধিনায়ক মেজর এম এ ওসমান গতকাল সাংবাদিকদের বলেন: বাংলা দেশের সাড়ে সাত কোটি অধিবাসীর এক-তৃতীয়াংশ এখন বাস করছেন 'মুক্তাঞ্চলে।'

মেজর ওসমান জানান, বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকারের রাজধানী স্থাপিত হয়েছে চুয়াডাঙ্গায়।

মেজর ওসমান বলেন, "আমরা শত্রুপক্ষের কাছে বহু জীপ ও স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রশস্ত্র এবং একটি ১০৫ এম এম কামান ছিনিয়ে নিয়েছি।"

"মুক্তিফৌজের উপদেষ্টা" ডাঃ হক তাঁদের "ঘৃণ্য নিরপেক্ষতা বর্জনের জন্য" বৃহৎশক্তিবর্গের কাছে আবেদন জানান। তিনি বলেন, হিটলার ও নীরোর চেয়েও বীভৎস তাণ্ডব চালিয়ে যাচ্ছে পাক হানাদারেরা।

ডাঃ হক বলেন, বৃহৎশক্তিবর্গের উচিত পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে আলাপ-আলোচনার জন্য আহ্বান জানানো। "বৃহৎশক্তিবর্গ যদি এই কাজ করেন তবে দু সপ্তাহেই যুদ্ধ শেষ হয়ে যাবে।"

'তাহলে', ডাঃ হক বলেন, 'পাকিস্তানীদের আমরা আমাদের দেশ ছেড়ে চলে যেতে দেব, এমনকি তারা যেসব কুকীর্তি করেছে তাও ভুলে যাব।"

মারকিন পররাষ্ট্র দফতরেরই ভবিষ্যদ্বাণী: পূর্ব-পাকিস্তানে জোর যুদ্ধ শুরু হবে।

মুখপাত্রটি জানিয়েছেন যে, বিচ্ছিন্নতাকামী রাজ্যে এমন একটা অবস্থা, যখন দুই পক্ষই তাদের শক্তি সংহত করেছে। যে-কোন সময়ে জোর লড়াই শুরু হয়ে যেতে পারে।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, বর্তমানে যুদ্ধ চলছে বিক্ষিপ্তভাবে। পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের দুর্দশায় সরকার উদ্বিগ্ন।

পাক সরকারের অনুরোধে কোন আন্তর্জাতিক মানবতাধর্মী এ চেষ্টায় সাহায্য করার বিষয়টি আমেরিকা সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করবে বলেও মুখপাত্রটি জানান।

আইন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সর্বশক্তি নিয়োগ

রাজ্য মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোরটার

সি আর পি এবং মিলিটারি দুইই মোতায়েন থাকছে। প্রয়োজন হলে পুলিশ প্রশাসনে প্রতিটি স্তরে বড় রকমের রদবদল করা হবে। তার আগে পুলিশকে কিছুদিন সম্ভব্য সবরকম সুযোগ দেওয়া হবে। পশ্চিমবঙ্গে কোয়ালিশন মন্ত্রিসভার প্রথম দিনের বৈঠকে, মঙ্গলবার আরও ঠিক হয়েছে, সবার আগে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার জন্য সরকার সমস্ত শক্তি নিয়োগ করবেন।

এদিনের বৈঠকে একের পর এক অভিযোগ ওঠে: গোয়েন্দা বিভাগের ব্যর্থতা, পুলিশের পক্ষপাতিত্ব, পুলিশের সঙ্গে সমাজবিরোধীদের যোগসাজস সম্পর্কে। বৈঠকের শুরুতেই খবর আসে কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রী কে এল রায় গুলিবিদ্ধ। মন্ত্রীরা সকলেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। বৈঠক চলে বেলা এগারোটা থেকে বিকাল চারটা পর্যন্ত।

উপমুখ্যমন্ত্রী তথা তথ্যমন্ত্রীর শ্রীবিজয় সিংহ নাহার, পরে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, বর্তমান আইন-শৃঙ্খলা যে অবস্থা রয়েছে সে সম্বন্ধে দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত নিয়েছিল, 'পুলিশ-কর্মচারীদের কর্তব্যে অবহেলা করা চলবে না। পুলিশ যেন কাউকে ভয় কিংবা অনুগ্রহ না করে যথাযথ কর্তব্য সম্পাদন করেন। সরকার তাঁদের পিছনে আছেন।

'জনসাধারণের কাছে আবেদন করা হবে যে, তাঁরা যেন সাধ্যমত সরকারকে সাহায্য করেন যাতে সমাজবিরোধী বা হিংস্র আচরণকারী সকলকেই ধরা যায়। এব্যাপারে সাহায্যকারীদের পরিচয় গোপন রাখা হবে ও তাঁদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। যে সব যুবক কোনও আদর্শের মোহে বিপথে গিয়েছেন যদি তাঁরা হিংসাত্মক কাজ ছেড়ে নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন তবে সরকার তাঁদের সুনাগরিক হতে সাহায্য করবেন। প্রতিহিংসামূলক কোনও কাজ সরকার বরদাস্ত করবেন না। কোন জুলুমও নয়। কঠোর হস্তে সরকার শান্তিরক্ষা করবেন।'

শ্রীনাহার জানান, রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে তিনি ইতিমধ্যে দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গেও আলোচনা করেছেন।

ইয়াহিয়ার মিথ্যা অভিযোগ

নয়াদিল্লি, ৬ এপরিল—পূর্ব-বঙ্গের সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য চলাচল শুরু হয়েছে বলে পাক প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খাঁ যে অভিযোগ করেছেন, আজ এখানে সরকারীসূত্রে তার সত্যতা অস্বীকার করা হয়।

সীমান্তের চেক পোসটগুলিতে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনীর লোক ছাড়া পূর্ববঙ্গের সীমান্তে ভারতীয় সেনাবাহিনীর কোন ইউনিট নেই।

সোভিয়েট প্রেসিডেনট পদগরনিকে প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া যে জবাব দিয়েছেন তাতে তিনি অভিযোগ করেছেন, ভারত পূর্ববঙ্গের সীমান্তের অদূরে ৬ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করেছে।

ওয়াকিবহাল মহল বলেন, অনুরূপ মর্মে পাক প্রেসিডেনট পশ্চিম এশীয় দেশগুলিসহ অন্যান্য দেশের কাছেও বার্তা পাঠিয়েছে।

কয়েক দিন আগে বিভিন্ন দেশের প্রধানদের যে চিঠি দেওয়া হয় রুশ রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে দেওয়া চিঠি তারই অনুলিপি বলে ধারণা করা হচ্ছে। উদ্দেশ্য পূর্ব বাংলার বর্বর গণহত্যাকে ধামাচাপা দেওয়া।

শ্রীহট্ট শহর মুক্ত

প্রথম পৃষ্ঠার চতুর্থ কলমের পর

মুক্তিফৌজও ছাড়েনি। খুলনা শহরের কাছে রূপসা নদীতে তারা হানাদারদের ওপর জোর আক্রমণ চালায়। খুলনার অনেকটা অংশই মুক্তিফৌজের দখলে আছে।

এবার শ্রীহট্টের লড়াইয়ের আরও একটু বিবরণ: শহর ছেড়ে খাদিমনগরে আশ্রয় নেবার আগে পাকফৌজ তেলের ডিপো এবং যোগাযোগের পথগুলি নষ্ট করে দেয়। 'বাংলাদেশ সরকার' শ্রীহট্ট বিজয়ী বীর মেজর খালিদ মুশারফকে ব্রিগেডিয়ারের পদে উন্নীত করেছেন। সুনামগঞ্জ, টাঙ্গাইল, মৌলভিবাজার এবং হবিগঞ্জ এলাকাগুলিও শত্রুমুক্ত বলে দাবি করা হয়। মুক্তি ফৌজ কুমিল্লায় মৌলভিবাজার সড়কে একটি সেতু উড়িয়ে দিয়েছে।

শিলং-এ প্রাপ্ত একটি খবরে জানা যায়, দিনাজপুর, রংপুর, মৈমনসিং এবং শ্রীহট্ট—সব কটি জেলা মুক্তিফৌজের পুরোপুরি দখলে। ছাউনি এলাকাগুলির ভিতরে পিণ্ডির সৈন্যরা নট নড়ন চড়ন হয়ে আটকে আছে।

পশ্চিমবঙ্গ সীমান্তের হিলি থেকে এক সংবাদদাতা জানাচ্ছেন, পাবনা আর নওগা শত্রুমুক্ত। পাকফৌজ গোলাবর্ষণ করে রাজসাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা বড় অংশ, মেডিক্যাল কলেজ, সেনট্রাল জেল আর বেতার কেন্দ্রটি ধ্বংস করে দিয়েছে।

কলকাতার একজন বিদেশী মিশনারি বলেন যে, দিনাজপুর শান্ত। ওখানে ছিল মোটে পাঁচশোটি পাক সৈন্য—হয় তারা বিতাড়িত, নতুবা নিহত।

টাঙ্গাইলে একটি পশ্চিম পাঞ্জাবী রেজিমেনটের প্রায় চারশো জন অফিসার মুক্তিফৌজের কাছে আত্মসমর্পণ করেন বলে জানা যায়।

বাংলাদেশ-এর মুক্তিবাহিনীর শত্রুবাহিনী নিধন করে নতুন রাষ্ট্রের সর্বাধিনায়ক আজ জানিয়েছেন যে স্থাপনকাল পর্যন্ত ক্রমাগত লড়াই চলতে থাকবে। চুয়াডাঙ্গায় ডঃ আশাবুল হক দাবি করেছেন যে, শেখ মুজিবর রহমান বেঁচে আছেন তো বটেই, সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন—তাঁর কাছ থেকে আজও একজন দূত ডাঃ হকের কাছে এসেছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৫ জন বিদেশী ছাত্র ৮ দিন পায়ে হেঁটে গতকাল তুরাতে গারো পাহাড় সদর দফতরে এসে পেঁছেছেন। এরা মালয়েশিয়া বর্মা ও জাপানের নাগরিক।

চীনা ট্যাংকও ব্যবহৃত হচ্ছে

বাংলা দেশে মুক্তিফৌজের বিরুদ্ধে পাক দখলদার বাহিনী মারকিন ট্যাংক ছাড়া, চীনা ট্যাংকও ব্যবহার করছে। আওয়ামী লীগের ২ জন নেতা গতকাল কিষেণগঞ্জে এই তথ্য জানান। তাঁরা জানান, সৈয়দপুর ও রংপুরে কম করেও তিরিশটি চীনা ট্যাংক নামানো হয়েছে।

বৃষ্টি, পাক সেনাদের অসুবিধা

গতকাল রাত্রে বাংলা দেশে বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে। ফলে পাক হানাদারদের খুবই অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়েছে। পাক বিমানগুলিকে মাটিতে চুপচাপ পড়ে থাকতে হয়। ওয়াকিবহাল মহলের খবর, বর্ষায় মুক্তিফৌজেরই সুবিধা।

[সংবাদ সূত্র: পি টি আই, ইউ এন আই ও রয়টার]

কুমিল্লায় পাকিস্তানী সৈন্যের অত্যাচার

সো না মু ড়া (আগরতলা), ৬ এপরিল—এখান থেকে পাঁচ মাইল দূরে কুমিল্লা সহরের উপরের আকাশে ধূম্রকুণ্ডলী উঠতে দেখে ভারত সীমান্তের ত্রিপুরায় প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সোনামুড়া থেকে কুমিল্লার আকাশে গল গল করে ধোঁয়া উঠতে দেখা যায়।

ওয়াকিবহাল মহলের ধারণা জনগণ মুক্তিফৌজের লোকদের সাহায্য ও সমর্থন করায় ক্ষিপ্ত হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যরা কুমিল্লার কয়েকটি পাড়া জ্বালিয়ে দিয়েছে। —পি টি আই

শেখ মুজিবর রহমান কেবল জীবিতই নয় নির্দেশও দিচ্ছেন

চুয়াডাঙা, ৬ এপরিল—বাংলা দেশের দক্ষিণ-পশ্চিম কমানডের অধিনায়ক মেজর মহম্মদ আবু ওসমান চৌধুরী আজ বলেছেন যে, আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমান বেঁচে আছেন।

মেজর চৌধুরীর হেড কোয়ারটার এখন মুক্ত সহর কুষ্টিয়ায়। একদল বিদেশী সাংবাদিকের কাছে তিনি বলেন, শেখ মুজিবর রহমান কেবল যে বেঁচে আছেন তাই নয়, তিনি 'বেতারে নির্দেশও' দিচ্ছেন। মেজর চৌধুরী এই ব্যাপারে বিস্তৃতভাবে কিছু বলেননি। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ দাবি করেছিলেন যে, শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। —পি টি আই

কামাল হোসেন গ্রেফতার

রেডিও পাকিস্তান মঙ্গলবার রাত্রে ঘোষণা করে, ঢাকার সামরিক আইন কর্তৃপক্ষ বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতা ডঃ কামাল হোসেনকে ওই দিন গ্রেফতার করেছে। —পি টি আই

বিদেশে বাংলার কণ্ঠস্বর

মনট্রিল, ৬ এপরিল—নব গঠিত বাংলা দেশ এসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী এ এফ মহম্মদ বলেছেন যে, তাঁর দলের শেষ পর্যন্ত লক্ষ্য হল বাংলা দেশের মুক্তি ফৌজকে অস্ত্র সরবরাহ করা।

তিনি গতকাল এখানে একটি সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা এখন যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্তদের দুঃখ-দুর্দশা কিছুটা কমানো এবং পাক দস্যুদের বর্বর অত্যাচারের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করার ব্যাপারেই আগ্রহী। তিনি বলেন, বাংলা দেশের ব্যাপার কারো নিজস্ব বিষয় নয়।

এই এসোসিয়েশন গড়ে তুলেছেন প্রবাসী বাঙালী ও ছাত্ররা।

উত্তর রণাঙ্গন

লালমণিরহাটে বৃষ্টির মত কামানের গোলা

দীনেন চক্রবর্তী

নাগেশ্বরী, রংপুর (বাংলা দেশ), ৬ এপরিল—এখন রাত দশটা। একটু আগে খবর পেলাম, লালমণিরহাট ও রংপুর শহরের মধ্যে কাউনিয়া, বদরগনজ প্রভৃতি স্টেশনের আশপাশে জঙ্গী বাহিনী বৃষ্টির মত কামান থেকে গোলাবর্ষণ করে চলেছে।

রংপুরের প্রেস ক্লাব, ইত্তেফাক, আজাদ, দৈনিক পাকিস্তান, সংবাদ, পাকিস্তান অবজারভার ও মরনিং নিউজ পত্রিকাগুলির অফিস কামান দেগে ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। রংপুরের বলদিপুকুরের গিরজা ধ্বংসের সঙ্গে সঙ্গে সেখানকার সাতশর মত খৃষ্টধর্মাবলম্বী সাঁওতালকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। গতকাল ফৌজি শ্যেনদৃষ্টি ফাঁকি দিয়ে স্বাধীন বাংলা সরকারের কয়েকজন অফিসার কিছুক্ষণের জন্য রংপুর ট্রেজারি খুলে টাকা-পয়সা বের করেন। সেই টাকা থেকে আজ বহু সরকারী কর্মচারীকে কিছু কিছু দেওয়া হয়।

বিকালের দিকে রংপুর সীমান্ত ভুরুঙ্গামারি থেকে শ্রী চক্রবর্তী জানান,

ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে

রংপুর জেলা থেকে আরও পরিতাপজনক খবর পেয়েছি, ইয়াহিয়ার ফৌজ রক্তের নেশায় যে কীভাবে মেতে উঠেছে, এটি তারই প্রমাণ।

জাতীয় পরিষদের তিনজন সদস্য সহ রংপুরের বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিকে জঙ্গী বাহিনী ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে দাঁড় করিয়ে হত্যা করেছে। নিহত ব্যক্তিদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী শ্যামিত চাকী, দীনেশ ভৌমিক, জাতীয় পরিষদের সদস্য আইজুর রহমান, নুরুল হক ও ডঃ আবু সোলেমান মণ্ডল। এছাড়া আছেন শিশেন মুখারজি, জরজিস মীরা, ক্ষিতীশ হালদার, দুর্গাদাস অধিকারী ও গোপাল অধিকারী।

লালমণিরহাটের রেলের ডাক্তার ডঃ রহমান ও তাঁর ছেলে পশ্চিম পাকিস্তান বাহিনীর হাতে নিহত। ডঃ রহমানের মেয়েকে ওরা ব্যারাকে ধরে নিয়ে গিয়েছে। লালমণিরহাটের ও সিকে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ মেরে ফেলেছে।

বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী

কোচবিহার, ৬ এপরিল—রংপুর জেলা থেকে এ পর্যন্ত প্রায় পাঁচ হাজার শরণার্থী কোচবিহার জেলার দীনহাটায় এসেছেন। দীনহাটা বাংলা বাঁচাও সমিতি ও যুব সম্প্রদায় তাঁদের সেবাযত্ন করছে।

মারকিনীরা বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছেন

ওয়াশিংটন, ৬ এপরিল—রাষ্ট্র দফতরের জনৈক মুখপাত্র বলেন, ইতিমধ্যেই ঢাকা থেকে ১৪৭ জন মারকিন নাগরিককে করাচিতে সরিয়ে আনা হয়েছে। ৩৭ জন চট্টগ্রাম থেকে একটি ব্রিটিশ জাহাজে চলে এসেছেন।

মুখপাত্রটি জানান: আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই বাংলাদেশ থেকে মোট ৭৫০ জন মারকিন নাগরিকের মধ্যে ৬৫০ জনকে ফিরিয়ে আনা হবে।

রাষ্ট্রপুঞ্জের কর্মচারীদের ঢাকা ত্যাগ

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৬ এপরিল—গতকাল একজন ছাড়া রাষ্ট্রপুঞ্জের সমস্ত কর্মচারী বিমানে ঢাকা ছেড়ে চলে আসেন বলে আজ ঘোষণা করা হয়।

যিনি ঢাকা ছাড়েননি তাঁর নাম কমানডার এ ক্যামপবেল। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার সঙ্গে যুক্ত এই ব্রিটিশ নাগরিক তাঁর জীবনের বেশির ভাগ সময়ই বাংলাদেশে কাটিয়েছেন বলে ঢাকা ছেড়ে যেতে অস্বীকার করেন।

চট্টগ্রামে রাষ্ট্রপুঞ্জের ২০ জন কর্মচারী আছেন। তাঁরাও শিগগীর একটি ব্রিটিশ জাহাজে চট্টগ্রাম ছেড়ে চলে যাবেন। —ইউ পি আই

ইয়াহিয়ার কাছে পোদগরনির বার্তা রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রকাশ

রাষ্ট্রপুঞ্জ, ৬ এপরিল—পূর্ববঙ্গের জনগণের নির্যাতন ও রক্তপাত বন্ধ করতে বলে সোভিয়েট প্রেসিডেনট শ্রীপোদগরনি পাকিস্তানের প্রেসিডেনট ইয়াহিয়া খানকে যে বার্তা পাঠিয়েছেন, সেটি 'প্রেস রিলিজ' হিসাবে রাষ্ট্রপুঞ্জে প্রকাশ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রপুঞ্জে স্থায়ী রুশ মিশনের এই কাজের উপর এখানকার কূটনৈতিক পর্যবেক্ষকরা কিছুটা গুরুত্ব আরোপ করছেন। কারণ মিশনের 'প্রেস রিলিজ' হিসাবে কিছু বের করার বেলায় সোভিয়েট ইউনিয়ন অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ও হিসাব করে কাজ করেন। —পি টি আই

বিনামূল্যে! আপনার শিশুর নামকরণ পুস্তিকা

সুন্দর সুন্দর নামের তালিকা দেওয়া বিনামূল্যে পুস্তিকাটি আজই আনিয়ে নিন। ছেলে আর মেয়ের জন্যে চমৎকার সব নাম। ১৫ পয়সার ডাকটিকিটের সঙ্গে নীচের কুপনটি পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায়:— ডিপার্টমেণ্ট A-1 এন ওয়াই বি, পোষ্ট বক্স নং ১৬৫৫৮, বোম্বাই ১৮ ডবলু বি।

নাম: শ্রী/শ্রীমতী ______ (মোটা অক্ষরে) A-1

ঠিকানা: ______ (মোটা অক্ষরে)

______

______

সর্বাঙ্গীন বিকাশের জন্যে শিশুর প্রথম শক্ত আহার

ফ্যারেক্স® -গ্ল্যাক্সোর তৈরী

CMGF-11-262 BM

অন্যান্য চিত্রগৃহে

শ্যামাশ্রী হাওড়া ৬৭-৩১৫০ ১২, ৩, ৬
সোনা বৌদি (২য় সপ্তাহ)

রূপায়ন সিনেমা ৪৫ ২৭৩৬ ২টা, ৫টা, ৮টায়
তিন ভুবনের পারে

শ্যামলী ৬৭-২৩৫৮ ১, ৪, ৭টা
প্রতিবাদ

যোগমায়া হাওড়া ৬৭-২১২৭ ১৷৷, ৪৷৷, ৬৳
জয় জয়ন্তী (৪র্থ সপ্তাহ)

জয়া ৫৭-৩১৩৬ বাতানুকূল ১, ৪৷, ৭৷৷
হামরাজ

জেম প্রত্যহ ১১, ২৷, ৫৷৷, ৮৳ দেব আনন্দ অভিনীত
গ্যাম্বলার (রঙীন)

রূপম ফোন : ৩৪-৪৩১৭ ১ ৪ ৭টায়
তুম হাসীন ম্যায় জোয়ান

বিনোদিনী বাগুইআটি ১, ৪, ৭টা
নবরাগ

পূর্বাশা ৪৬-২৩০২ ১, ৪৷, ৭৷৷টা
বন্ধন

নবীনা প্রত্যহ ১২, ৩৷, ৬৷ তাপনিয়ঃ ৪৬-৪০৯১
গ্যাম্বলার

রাধাশ্রী (বাতানুকূলিত) দমদম ৫৭-৩৩০০ ১৷, ৪৷৷, ৭৷৷টা
গ্যাম্বলার

অতীন্দ্র বাতানুকূল, ব্যারাকপুরে ব্যারাকপুর-৩৪০ প্রত্যহ ১৷, ৪৷৷, ৭৷৷
চৈতালী

অশোকা বেহালা ৪৫-৪০১২ ১২৷৷, ৩৷, ৬৷
জয় জয়ন্তী (৪র্থ সপ্তাহ)

অলকা শিবপুরে ৬৭-২০২৭ ১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷
সোনা বৌদি

নারায়ণী তাপনিয়ঃ ৫৬-৩৩৩৮ ১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷টা
আন মিলা সজনা (২য় সপ্তাহ)

পার্বতী হাওড়া ৬৭-২৪১১ ১২৷, ৩৷ ৬৳
THAT MAN FROM COCODY

সুরশ্রী ৩৫-৩৪৩৬ ১২ ৩, ৬
চিরদিনের উত্তম, সুপ্রিয়া

ছোটবড় সবাই জয় জয়ন্তী খুসী
উত্তম-অপর্ণা ও পাঁচটি বাচ্চা
উত্তরা ঃ পূরবী ঃ উজ্জ্বলা
১২-৩-৫৳-৮৷৷ ৩-৬-৮-৩০
যোগমায়া · অশোকা · মানসী · গৌরী মায়াপুরী · ছায়াবাণী · কুইন · রূপশ্রী অন্নপূর্ণা · বারুইপুর · রূপমহল · প্রাচী

তনুজা বসন্ত বিশ্বজিৎ অভিনীত শচীন দেব বর্মণ সুরারোপিত বসন্ত-রজনী প্রেমকাহিনী
চৈতালী
শ্রী ঃ প্রাচী ঃ ইন্দিরা
(১২, ৩, ৬, ৮৳) (২, ৫, ৮) (৩, ৬, ৮৳)
ও অন্যান্য বহু চিত্রগৃহে

রঙমহল —ফোন— ৫৫-১৬১৯
বৃহ ও শনি : ৬টায়
শুক্র ও রবিবার : ২৷৷ ও ৬টায়
মনোজ মিত্রের
বাবাবদল

স্টার থিয়েটার
[শীতাতপ-নিয়ন্ত্রিত নাট্যশালা]
স্থাপিত : ১৮৮৩ * ফোন : ৫৫-১১৩৯
নতুন নাটক!
শ্রীমা
কাল : সন্ধ্যা ৬টায়
শুক্রবার ৯ই [গুড্‌ফ্রাইডে] : ২৷৷ ও ৬টায়
শনিবার ১০ই এপ্রিল : বেলা ৪টায়
রবিবার ১১ই এপ্রিল : ২৷৷ ও ৬টায়
— ভূমিকালিপি পূর্ববৎ —

বিশ্বরূপা ফোন- ৫৫-৩২৬২।
বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬টায়
শুক্রবার, শনি ও রবিবার ২৷৷ ও ৬টায়
কোথায় পাবো তারে
কাহিনী/ কালকূট নাটক ও নির্দেশনা/ রাসবিহারী সরকার
বাউল সুর : পূর্ণদাস বাউল
আলো : তাপস সেন, মঞ্চ : সুরেশ দত্ত
অন্যান্য সুর : সুধাংশু মাইতি
ধ্বনি : কমল চৌধুরী, রূপসজ্জা : শক্তার
শ্রেঃ জয়শ্রী সেন, সবিতাব্রত দত্ত, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, গোবিন্দ, নির্মল, মনু, সুধাংশু এবং কণিকা মজুমদার ও দিলীপ রায়

কাশী বিশ্বনাথ মঞ্চ
(নবরূপে সুসজ্জিত । ৩৫-৫৫৯৮)
কাল ও শনি ৬টায় ● শুক্র ও রবি ২৷৷, ৬টায়
রচনা : সমরেশ বসু সুর : নচিকেতা ঘোষ
সওদাগর
শ্রেঃ তৃপ্তি মিত্র, জ্ঞানেশ মুখার্জি, রবীন মজুমদার, অপর্ণা দেবী, শ্যামল ঘোষাল, অজয় গাঙ্গুলী, অলকা গাঙ্গুলী, সপ্তা মুখার্জি, আরতি দাস ও তরুণকুমার, সুলতা চৌধুরী এবং রবি ঘোষ।
কণ্ঠসঙ্গীত : হেমন্ত, সতীনাথ ও শ্যামল

রবিবার ৫টায়
অ্যাকাডেমী অফ্‌ ফাইন আর্টসে বহুরূপীর নতুন নাটক
পাগলা ঘোড়া
নির্দেশনা : শম্ভু মিত্র ॥ হলে টিকিট ২—৭টা

দেখেন নি? আজই দেখুন!
উত্তম - অপর্ণার শ্রেষ্ঠ অভিনয়-ধন্য
যাত্রিক পরিচালিত
এখানে পিঞ্জর
প্রত্যহ বেলা ১২, ৩-১৫ ও ৬-১৫ মিঃ
রূপবাণী ● ভারতী ● অরুণা
রূপমন্দির (৪র্থ) শিবানী (বেগমপুর) মিলনী (খড়্গপুর) শ্রীদুর্গা (কাঁচরাপাড়া) গোধূলি (আসানসোল) ও অন্যত্র

প্রতিবাদ
রাধা ● পূর্ণ ● সন্তোষ
(২, ৫, ৮) (২৷৷, ৫৳, ৮৳) (বোলরাঘাট)
শ্যামলী ॥ উদয়ন (কটাই, ২য়) - নগরা সিনেমা (৩য়) - রূপছবি (২য়) - মহালক্ষ্মী (২য়) - বিধান ॥ ফাল্গুনী ॥ অরোরা (মেদিনীপুর) ॥ চিত্রবাণী ॥ রূপছায়া ॥ আমতলা টকিজ ॥ রূপকথা ॥ উত্তরা (কাটোয়া) ॥ মুকুল ॥ আশুতোষ
শুক্রবার থেকে সূর্যঘর (আগরতলা)

ইয়ে শ্যাম মস্তানি মাধোশ কিয়ে জায়ে
মুঝে ডর কোই খিঁচে ডোর খের লিয়ে জায়ে
অপূর্ব প্রেমকাহিনী — অপরূপ সঙ্গীতমালা
কটী পতঙ্গ
রাজেশ খান্না — আশা পারেখ
রক্সি ঃ দর্পণা ঃ মেনকা
২৷৷, ৫৳, ৯ ১৷৷, ৪৳, ৭৳ ২, ৫, ৮
(সবগুলিই তাপনিয়ন্ত্রিত প্রেক্ষাগৃহ)
ইন্টালি ২, ৫, ৮ চিত্রপুরী ২৷৷, ৫৳, ৯
এবং অন্যান্য ১৩টি চিত্রগৃহে

আজ সন্ধে ৬টায় মুক্ত অঙ্গনে
অনুভব প্রযোজিত
নিহত নিয়তি ও একটি একাংক
নির্দেশনা : দীপেন্দ্র সেনগুপ্ত/হলে টিকিট

রঙ্গনা-য় আজ সন্ধ্যা সাড়ে ছটায়
ক্যালকাটা পিপ্‌ল্‌স আর্ট থিয়েটার
প্রযোজিত
আন্তন চেকভের 'দি সীগাল' অনুপ্রাণিত আকাশবিহঙ্গী
অনুপ্রাণিত ॥ নির্দেশনা : অসিত বসু ॥
নাটক : অজিত গঙ্গোপাধ্যায় ॥
(সি ১৫১৭)

আসুন রঙমহলে
আজ সন্ধ্যা ছয়।
হলে নন্দিনী টিকিট দিচ্ছে।
টিপু-সুলতান
পরিচালনা — অধীর ভট্টাচার্য
যাঁরা আছেন :—
কালী ব্যানার্জী • রবীন মজুমদার পূর্ণেন্দু • গীতা • প্রতিমা • কালি গুরুদাস বন্দ্যোঃ ও মলিনা দেবী
নাম ভূমিকায় — শেখর চট্টোপাধ্যায়
(সি ১৫৬৬)

রঙ্গনা বিধান সরণীর রাস্তায় সার্কুলার রোডের মোড়ে (৫৫-৬৮৪৬)
নান্দীকার
শুক্রবার ২৷৷ ও ৬টায়
শের আফগান
শনি ৬ রবি ২৷৷ ও ৬ তিন পয়সার পালা
নির্দেশনা : অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম
(তাপ-নিয়ঃ)
আজ : নূতন সূচী
বাংলা : বেলা ১২-৩০ ও ২-৪৫টা
ইংরেজি : বেলা ১-৩০টা ও বিকাল ৫-১৫টা
হিন্দি : বিকাল ৪টা ও সন্ধ্যা ৬-৩০টা

রজত জয়ন্তী
বীরেন্দ্র সিংহ প্রযোজিত বিজয় বসু পরিচালিত
উত্তম-সুচিত্রার নবরাগ
* ৩টা ৬টা ৮-৪৫ *
মিনার ঃ বিজলী ঃ ছবিঘর
কল্পনা (৩য়) - মেঘদূত (২য়) - শ্রীগুরু (২য়) - কমলা (২য়) - বনশ্রী (২য়) - বাটা ভারতী - বাণী - বিনোদিনী - সরস্বতী লক্ষ্মী গোধূলি (৩য়)

উচ্ছ্বসিত দর্শকদের উল্লাসধন্য জুয়াড়ী তোমাকে সাধুবাদ
দেব আনন্দ অভিনীত
গ্যাম্বলার
ইস্টম্যানকালার
পরিচালনা অমর জীত সঙ্গীত এস ডি বর্মন
অপেরা জেম কৃষ্ণা
১১৷৷, ৩, ৬, ৯ ১১, ২৷, ৫৷৷, ৮৳ ২৷, ৫৷৷, ৮৷৷
প্রিয়া নবীনা
(১১, ২৷৷, ৫৷৷, ৮৷৷) (১২, ৩৷, ৬৷)
(তাপনিয়ন্ত্রিত)
লিবার্টি — পূর্ণশ্রী
(১২৷৷, ৩৷৷, ৬৷৷) (২৷৷, ৫৷৷, ৮৷৷)
ছায়া — পুষ্পশ্রী — রাধাশ্রী
(২, ৫, ৮) (১২, ৩৷, ৬৷৷) (১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷)
শৈলশ্রী (২৷৷, ৫৷৷, ৮৷৷) শান্তি (১, ৪, ৭)
পারিজাত (১২, ৩, ৬) প্রফুল্ল (১, ৪, ৭)
নীলা (১, ৪, ৭) শ্রীকৃষ্ণ (২, ৫৷, ৮৷৷)
দীপক (১, ৪, ৭) জয়ন্তী (১৷৷, ৪৷৷, ৭৷৷)
শংকর অন্নপূর্ণা
(২৷৷, ৫৷, ৮৷) (১, ৪৷, ৭৷)
চিত্রা — মহুয়া — ঝংকার
(আসানসোল) (মেদিনীপুর) (শিলিগুড়ি)
রূপকথা — শ্রীমহাবীর — অপ্সরা
(মালদহ) (ডিগোয়াডি) (গৌহাটী)
আনন্দম্‌ (বনহুগলী)

এতদিন শুনেছেন শুধু উত্তমকুমার-গুরু কিন্তু
গুরুও শিষ্য হয়েছে
একথা শুনতে হলে দেখুন
পরিচালনা পীযূষ গাঙ্গুলী সঙ্গীত অজয় দাস
সোনা বৌদি
বসুশ্রী ঃ বীণা ঃ মিত্রা
(৩, ৬, ৮৳) (২৷৷, ৫, ৭৷৷) (২ ৫, ৭৳)
পদ্মশ্রী ॥ সুচিত্রা (২য়) শ্যামাশ্রী (২য়) মায়া (২য়) অলকা ॥ নিউ তরুণ ॥ নেত্র (২য়) শ্রীমা (২য়) শ্রীরামপুর টকীজ (২য়) নৈহাটী সিনেমা (২য়) ইন্দ্রধনু (নাঙ্গী) শ্রীদুর্গা (চন্দননগর) কৈরী (চুঁচুড়া) চিত্রালয় (দুর্গাপুর, ২য়)
শুক্রবার থেকে—চণ্ডীদাস চিত্র (বাঁকুড়া)

বিদ্রোহীদের কলমবো দখলের চেষ্টা ব্যর্থ

শ্রীমতী বন্দরনায়েকের নাটকীয় বেতার ঘোষণা

কলম্বো, ৬ এপ্রিল—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী সিরিমাভো বন্দরনায়েক আজ বলেছেন যে, তাঁর সরকার বিদ্রোহীদের সিংহলের রাজধানী দখলের একটি চেষ্টা ব্যর্থ করে দিয়েছেন।

একটি অপ্রত্যাশিত নাটকীয় বেতার ঘোষণায় শ্রীমতী বন্দরনায়েক বলেন : সারা দেশে সৈন্য নামানো হয়েছে। কারণ চে গুয়েভারাপন্থী বিদ্রোহীরা থানা, নিরাপত্তা ঘাঁটি, সরকারি ভবনের উপর বেশ কয়েকবার আক্রমণ চালিয়েছে।

নিরাপত্তা বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তুলতে সিংহলের সৈনিক স্বেচ্ছাসেবীদের ডাকা হয়েছে।

শ্রীমতী বন্দরনায়েক বলেন, দেশের কয়েকটি স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ, রেলপথ ও অন্যান্য যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়।

তিনি বলেন, সরকার এবার কঠোর শাস্তি দিতেও কসুর করবেন না।

তিনি ঘোষণা করেন, মুক্তি ফ্রন্টকে (চে গুয়েভারা সংস্থার সরকারি নাম) বেআইনী বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

গতকাল অধিক রাত্রে মন্ত্রিসভা এক জরুরী বৈঠকে মিলিত হন।

শ্রীমতী বন্দরনায়েক জানিয়েছেন, বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। সারা দেশে সন্ধ্যা থেকে সকাল পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়েছে। সমস্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিও এখন বন্ধ থাকবে।

—ইউ এন আই

চট্টগ্রাম থেকে জাহাজে কলকাতায়

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাকিস্তানী ফৌজ তা দখল করেছে বলে তিনি জানান।'

একই কথা বলেন, ডেনিশ ছাত্র মারটিনশন, দুটি বিমান থেকে রেডিও স্টেশনে বোমা বর্ষণের কথা বললেন তিনি। চট্টগ্রাম পোরট ট্রাসটের মারকিন ইনজিনিয়ার শ্রী জে ম্যাকনামান বললেন, 'তল্লাসীর নাম করে পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ বাঙালীর ঘরে ঘরে ঢুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। ২৫ মারচ রাত্রি থেকেই শহরে বিভীষিকা নেমে আসে পশ্চিম পাকিস্তানী অত্যাচারের। জাহাজে ওঠার আগে পর্যন্ত তিনি আর কোয়ারটার থেকে বের হতে সাহস পাননি। চট্টগ্রামের জনসংখ্যা চারলাখের মধ্যে চার হাজারও নেই এখন। বহু মরেছে। অন্যরা শহরের বাইরে।

পাঁচ বছরের ছেলে ফৈজুল আলমকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলছিলেন ফিনল্যানডের মেয়ে মিসেস মেরি এনেলি। স্বামী তাঁর ফরিদপুরের বাঙালী এম ফারুক আলম। বললেন '২৭ মারচ তাঁদের ৫নং হিলভিউ রোডের বাড়িতে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয় পশ্চিম পাকিস্তানী ফৌজ। অপরাধ, তারা বাঙালী। তারপরে এক মারকিন বন্ধুর বাড়ি তাঁরা আশ্রয় নেন। দু সপ্তাহ ঘর থেকে বেরোতে পারেননি। পথে পথে মিলিটারি, রাতে গুলির শব্দ, বোমার শব্দও পেয়েছেন। আর দাউ দাউ করে ঘর জ্বলছে, আর্ত চিৎকার ভেসে আসছে। তার স্বামী ব্রিটিশ হাই কমিশনে তদ্বির করে তার এবং তাদের এই একমাত্র ছেলের ত্রাণের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। স্বামী কোন গোপন স্থানে চলে গিয়েছেন।

জ্যাকব প্যাটারসন ইনদোনেশিয়ার নাবিক। এম ভি রোসেটা জাহাজ থেকে শহরে নেমে আহত হন। হাসপাতালে ছিলেন। এখনও হাঁটতে পারেন না। চিকিৎসাধীন ছিলেন। তিনি বললেন, চার দিকে খুন আর খুন, হাসপাতাল ভরে যাচ্ছে আহত মানুষে। অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে অসুস্থ অবস্থায়ই পালিয়েছি। পাসপোরটও সংগে আনতে পারিনি।'

কিছুতেই মুখ খুলবেন না চট্টগ্রামের এক গিরজার সন্ন্যাসিনী সিসটার মেরি বনিফেস। তবু চট্টগ্রামে কী দেখলেন, বার বার এই প্রশ্নের উত্তরে হঠাৎ বলে উঠলেন, 'আরমি অন দি স্ট্রিট, ফায়ার অ্যানড ফায়ার—ও, হরিবল্‌।' এরপরই কেবিনে দরজা দিলেন।

মাল বহনের জাহাজে অত যাত্রী বহন করতে গিয়ে জাহাজেরও সঙ্গীন দশা। অফিসাররা তাদের কেবিন ছেড়ে দিয়েছেন ওদের। নিজেরা দাঁড়িয়ে। যাত্রীরাও মেয়ে এবং শিশুদের বসতে দিয়ে অনেকে গতকাল সকালে যাত্রার পর থেকে দণ্ডায়মান রয়েছেন। অনেক মহিলার পরনে শাড়ি।

বার বার তাদের কাছে হানা দিয়েছি কথা বার করতে। কেউ চোখ বড় বড় করে উফ্‌ বলে শব্দ করেছেন। কেউ কেউ আবার নিজেদের নাম গোপন রেখে মারাত্মক কথাও বলেন। এক মারকিন, এক ডেনিস ও একজন যুগোস্লাভ যাত্রীর স্বীকারোক্তি—কর্ণফুলিতে দুটি নেভি পেটরল বোট টহল দিচ্ছে সর্বদা—আর মাঝে মাঝে গোলা বর্ষণ করছে শহরে। দু দিন আগে এসেছে বিরাট যুদ্ধ জাহাজ 'বাবর'। এখন পর্যন্ত সে কিছু করেছে কিনা ঠিক ওরা কেউ বলতে পারেন না। তবে তাদের জাহাজটি কর্ণফুলি দিয়ে যখন সমুদ্রের পথে এগোচ্ছিল—শত শত মৃতদেহ তখন ভাসতে দেখেছেন তাঁরা। এত সত্ত্বেও তাদেরও বিশ্বাস বাংলা দেশেরই জয় হবে। পশ্চিম পাকিস্তানীরা শহরের বাইরে যেতে পারছে না, পারবে না।

এদের মধ্যে তেরজন ইউ এন ও-র অফিসার ছাড়া রয়েছেন ৩৭জন মারকিন, ৩৩জন ব্রিটিশ, ৮জন ক্যানাডিয়ান যুগোস্লাভ ও পশ্চিম জারমানির সাত জন করে। ডেনিশ ৬, নিউজিল্যানড, ফিনল্যানড আইসল্যানডের তিনজন করে। ফরাসী তিন, পোল্যানড ও চেকোস্লোভাকিয়ার দু জন করে। এ ছাড়া, নরওয়ে ফিলিপিন, ইনদোনেশিয়া এবং জাপানের একজন করে। মেয়ে এবং শিশুই বেশি। ব্রিটিশ মালবাহী জাহাজ ক্লান ম্যাকনেয়ার মালখালাস করতে তেইশ মারচ চট্টগ্রাম বন্দরে গিয়েছিল। দু দিন মাল খালাসের পরই সব বন্ধ। মাল সহ ফেরৎ এসেছে। সঙ্গে এই প্রাণার্থী যাত্রীদল।

বিচারপতি গুলিতে আহত

প্রথম পৃষ্ঠার পর

যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। বিকালে দমদমে এক পুকুরে একটি যুবকের মৃতদেহ পাওয়া যায়। এদিন সকালেই চন্দননগরে এক বালকের মৃতদেহ পাওয়া যায়—পূর্বরাত্রে সে খুন হয় বলে সন্দেহ করা হচ্ছে।

বিচারপতি আক্রান্ত

প্রকাশ, মঙ্গলবার সকাল সওয়া দশটা নাগাদ হাইকোর্ট-এ যাবার পথে বিচারপতি শ্রী রায় অভয় মিত্র লেনে তাঁর বাড়ির সামনে সবে গাড়িতে উঠে পিছনের আসনে বসতে যাচ্ছেন এমন সময় ২০।২২ বছরের তিনজন যুবক গাড়ির দিকে ছুটে আসে। তাদের একজন একটি দেশী বন্দুক থেকে গুলি চালায়। সেটি শ্রী রায়ের ডানদিকের কপাল ফুঁড়ে ঢুকে যায়। গাড়ির চালক এবং অন্যান্যের সম্বিত ফেরার আগেই আততায়ীরা বন্দুক হাতে চম্পট দেয়।

ডিটেকটিভ দফতরের ডি সি শ্রী দেবী রায় ঘটনাস্থলে গিয়ে তদন্ত শুরু করেন। সন্ধ্যা পর্যন্ত কোন গ্রেফতার হয়নি। সরকারী ও বেসরকারী বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি হাসপাতালে ও বিচারপতি রায়ের বাড়িতে গিয়ে খোঁজখবর নেন।

কালনায় হত্যা, কারফু

কালনা থেকে নিজস্ব সংবাদদাতা জানান মঙ্গলবার সকালে কালনা শহরে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ নায়ক (২৮) নামে সি পি এম সমর্থক বলে অভিহিত এক যুবক ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এই ঘটনায় শহরে জোর উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে শহরে বিকাল পাঁচটা থেকে ভোর চারটা পর্যন্ত কারফু জারি করা হয়েছে।

পুলিশসূত্রে পাওয়া খবরে প্রকাশ, বেলা সাড়ে দশটা নাগাদ শ্রী নায়ক সাইকেলে করে স্টেশনে যাচ্ছিলেন, ফুটবল খেলার মাঠের কাছে আক্রান্ত হন। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে কালনা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে তাঁর মৃত্যু ঘটে। পুলিশী তদন্ত চলছে।

শেষ রাতে পুলিশের গুলি

[illegible] এসাইলাম লেনে পি ডি এফ মন্ত্রিসভার প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর প্রামাণিক এম এল এর বাসভবনে কিছু লোক একটি পুলিশ পাহারার ওপর আক্রমণ চালায়। পুলিশ গুলি চালায়। কেউ আহত হওয়ার খবর পাওয়া যায়নি।

১২ বছরের বালক খুন

বার বছর বয়সের একটি ছেলে শেখ আলাউদ্দিন সোমবার রাত্রে চন্দননগরে খুন হয়। মঙ্গলবার সকালে সুরেরপুকুর পালেরবাগানে তার মৃতদেহ পাওয়া যায়। দেহে অনেকগুলি ছুরিকাঘাতের চিহ্ন ছিল।

হাওড়ায় এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ

মঙ্গলবার সকালে হাওড়ার শিবপুর থানা এলাকার নেতাজী সুভাষ রোডে শ্রীঅক্ষয় সেনগুপ্ত (৪০) নামে এক ব্যক্তি গুলিবিদ্ধ হন। তাঁকে প্রথমে হাওড়া জেনারেল হাসপাতাল ও পরে শেঠ শুখলাল কারনানি হাসপাতালে ভরতি করা হয়।

ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লিবিয়া যাচ্ছেন

কায়রো, ৬ এপ্রিল—কায়রোয় অবস্থানকারী মিশর লিবিয়ার একযোগে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী আই জে বাহাদুর সিং লিবিয়ার নেতা কর্নেল গ্যাডডাফির আমন্ত্রণে ত্রিপলি গিয়েছেন। সরকারীভাবে কিছু বলা না হলেও অনুমান, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্যই তাঁকে এইল আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।

'বসুমতী' নিয়ে শীঘ্রই ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হচ্ছে

স্টাফ রিপোরটার

কলকাতার দৈনিক পত্রিকা 'বসুমতী'র ক্লোজার প্রত্যাহার করার ব্যাপারে খুব শীঘ্রই একটি ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হচ্ছে। মঙ্গলবার ট্রেড ইউনিয়ন নেতা শ্রীকালী মুখারজির নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখারজির সঙ্গে ওই ব্যাপারে আলোচনা করেন। আলোচনাকালে মুখ্যমন্ত্রী তাঁদের ওই কথা জানিয়েছেন। শ্রমমন্ত্রী ডাঃ গোপাল দাস নাগও ওই আলোচনায় ছিলেন। প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছেন, কর্তৃপক্ষের তরফে শ্রীঅশোক সেন যেন ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে উপস্থিত থাকেন।

গত ১৬ নবেমবর বসুমতী ক্লোজার ঘোষণা করা হয়।

পূর্ববঙ্গে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করুন

বৃটিশ সরকারের নিকট ১৪০ জন এম পি-র আবেদন

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল—আজ বি বি সির এক সংবাদে জানা যায় ব্রিটেনের বিভিন্ন দলের ১৪০ জনেরও বেশি এম-পি পূর্ববঙ্গে যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করবার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে অনুরোধ জানিয়েছেন।

ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না বলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীআলেক ডগলাস হিউম যে বিবৃতি দিয়েছেন এম-পি-রা তা স্বীকার করেন। কিন্তু তাঁরা বলেন, অবিলম্বে পাকিস্তান সরকারকে শান্তিপূর্ণ মীমাংসায় রাজি করাবার জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা করা উচিত।

ইউ এন আই

আজ সন্ধ্যায় কালবৈশাখীর ঝড় উঠতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ সন্ধ্যার দিকে কালবৈশাখীর ঝড় উঠতে পারে। দিনে তাপমাত্রাও বাড়বে।

বাংলাদেশের দূত আজ লনডন যাচ্ছেন

আগরতলা, ৬ এপ্রিল—অর্থ সংগ্রহ এবং মুক্তিফৌজের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ কিনতে বাংলাদেশ সরকারের একজন দূত আগামীকাল লনডন যাত্রা করবেন। আজ আওয়ামী লীগ সূত্রে ওই খবর পাওয়া যায়।

—ইউ এন আই

সভা-সমাবেশ

কলকাতা পশু নির্যাতন নিরোধ সমিতি—(২৭৬ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট) বিকেল সাড়ে ৫টায় বার্ষিক সাধারণ সভা। **বালিগঞ্জ মহিলা সংঘ**—গীতা ভবনে সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায় বার্ষিক অধিবেশন। **কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়**—রামকৃষ্ণ মিশনে (গোল পারক) বেলা সাড়ে ৩টায় 'আমাদের নবজাগরণ' পর্যায়ের দ্বিতীয় বক্তৃতা। বক্তা—শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়। বিষয়—উনবিংশ শতকে বাংলার নবজাগরণ। **কঃ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তন ছাত্রছাত্রী কংগ্রেস**—সি আর কলেজ স্ট্রীট মারকেটে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বাংলা দেশের সংগ্রামী জনগণের সাহায্য নির্ধারণের জন্য সভা। সভাপতি শ্রীসুধাংশুকুমার বসু।

বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস—কলকাতা পৌরসংস্থার উদ্যোগে আজ কেন্দ্রীয় পৌর অফিস ভবনে আলোচনাচক্র। বিষয় 'বহুমূত্র রোগ সত্ত্বেও পূর্ণ জীবন।' বেলা সাড়ে ৪টায়। **ক্যালকাটা অ্যাসোসিয়েশন ফর ইউনইটেড নেশনস**—সাড়ে ৬টায় ভারত সভা হলে (৬২ বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীট) আলোচনা সভা। **ইনডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এনড মেডিকেল ক্লাব (চন্দননগর)**—স্বাস্থ্য সপ্তাহের উদ্বোধন, বেলা ৩টায় চন্দননগর ইনসটিটিউটে।

চির নূতন - চির সমাদৃত!
তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো
দিলীপ · সায়রা · অনিল
আলেয়া ২-৫ ৮ পিয়ালী
শ্রীলক্ষ্মী : মোহন : ছায়াবাণী (কাঁচড়াপাড়া) (বহরমপুরে) (লালবাগে)
ন্যাশনাল : রেলওয়ে ইনস্টিঃ (কাটোয়া) (জামালপুর)

উপভোগ্য ২য় সপ্তাহ!
আশা পারেখ ও রাজেশ খান্নার শ্রেষ্ঠ অভিনয়দীপ্ত
আন মিলো সজনা
প্যারাডাইস — ম্যাজেস্টিক
(২, ৫৷, ৮৳) (২৷, ৫৳, ৯)
উজ্জ্বলা (কেবল বেলা ১১৳)
প্রভাত (২৷, ৫৳, ৯) গণেশ (২৷, ৫৳, ৯) খান্না (১৷, ৪৳, ৮) রূপালী (২৷, ৫৷, ৮৳) ভবানী (২, ৫, ৮) · বঙ্গবাসী · ন্যাশনাল অজন্তা · অশোক · খাতুনমহল · লক্ষ্মী রজনী · স্বপ্না · নারায়ণী · চলচ্চিত্রম অনুরাধা · বোম্বে সিনেমা · রূপক (দুর্গাপুর) (খড়্গপুর) (পাটনা)
ম্যাজেস্টিকে নিউজ রীল "বাংলা দেশ"ও দেখান হচ্ছে।

আজ বুকিং শুরু!
"চেতনায়" এমন কিছু গুণ আছে যা তথাকথিত হিন্দী চিত্রে দেখা যায় না" ছবিটি সম্পর্কে বলেছেন 'দেশ'
নীতিন ফিল্মসের চেতনা ইস্টম্যানকলার (A)
ভূমিকায় রেহানা সুলতান ★ অনিল ধাওয়ান
কাহিনী-পরিচালনা বি. আর. ইশারা সঙ্গীত সপন জগমোহন
আরও অনেকের সুচিন্তিত অভিমত আপনি পড়েছেন এবার দেখুন
কাল থেকে
এলিটে

বিনা অস্ত্রোপচারে অর্শ থেকে আরাম পাবার জন্যে হ্যাডেনসা ব্যবহার করুন!
অসহ্য যন্ত্রণা? প্রচণ্ড চুলকানি? জ্বালা ও রক্ত পড়া? সত্যিকারের চিকিৎসায় আর দেরী করবেন না! অবহেলা করলে অবস্থা আরও কঠিন হ'য়ে উঠবে এবং অস্ত্রোপচার না করে উপায় থাকবে না। সময়মত হ্যাডেনসা ব্যবহার করে আরাম পাবেন—১০৮টি দেশে ডাক্তাররা অর্শরোগের চিকিৎসায় এই বিশিষ্ট জার্মান মলমের নির্দেশ দেন। হ্যাডেনসা দ্রুত কাজ করে, ব্যথা ও চুলকানি দূর করতে সাহায্য করে এবং মলত্যাগের কালে যন্ত্রণার লাঘব করে। এছাড়া, হ্যাডেনসার শক্তিশালী উপাদানগুলি সুস্থ ক'রে তুলতে সহায়তা করে, 'হিমরয়ড'-এর সংকোচন ঘটায় এবং নূতন 'টিস্যু' গড়ে তুলতে সাহায্য করে। মনে রাখবেন, সময়মত হ্যাডেনসা ব্যবহার করলে অর্শপীড়ায় আর অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন হবে না।
হ্যাডেনসা-তে কোন মাদক দ্রব্য নেই।
মূল জার্মান ফরমুলা অনুসারে ভারতে প্রস্তুতকারক :
দি ডলার কোম্পানী
৩৩৭, থাম্বু চেট্টি স্ট্রীট, মাদ্রাজ-১।
প্রত্যেক বড় ওষুধের দোকানেই পাওয়া যায়।
RJ DOL-2 BEN

সুবিধাজনক নগদ মূল্যে
অথবা সহজ কিস্তি ব্যবস্থায়
পাখা ও ফ্রিজ
● ইন্টারন্যাশনল ● রঞ্জন ● উষা ● পাওয়ার ● ওরিয়েন্ট ● জি ই সি ● ক্রম্পটন
● জেম ● কেলভিনেটর ● অলউইন ● ইলেকট্রোলাক্স ● জি ই সি
আরও পাবেন :—
এয়ার কনডিশনার, ট্রানজিস্টার, রেডিও, সেলাই মেসিন, প্রেসার কুকার, স্টীল ও কাঠের ফার্নিচার, প্লেয়ার, রেকর্ড, রেকর্ড চেঞ্জার, গ্রাম প্রভৃতি।
কে, সি, সি
সেলস্‌ এম্পোরিয়াম
পি-৩৬, রাধাবাজার স্ট্রীট, কলি-১
৬৬, ভূপেন্দ্র বোস এভিনিউ, কলি-৪
১৪কে, দমদম রোড, কলি-৩০
ফোন : ২২৯৪১৭ ● ২২৭৫৫৪

৫০ গুলির অটোম্যাটিক জার্মান মডেল রিভলভার
লাইসেন্স প্রয়োজন নেই
বিনা লাইসেন্সের ৫০ গুলির এই অটোম্যাটিক পিস্তল আপনাকে রক্ষা করবে। চোর ও বন্য প্রাণী থেকে আপনি নিজেকে রক্ষা করতে পারবেন। বনভোজন, ভ্রমণ, নাট্যানুষ্ঠান ইত্যাদিতেও দরকারী। অটোম্যাটিক, জোর আওয়াজ, চোখ ধাঁধানো আলো। দাম ২২, টাকা। ভি পি পি চার্জ টাঃ ৩.৫০ পঃ। ১৫০টি গুলি ফ্রি। অতিরিক্ত প্রতি ১০০ গুলি ৩, টাকা। চামড়ার কেস ৫, টাকা।
JAPAN AGENCIES (ABC-22)
Sulekha Building, Subhas Road,
ALIGARH.

স্মল ইণ্ডাস্ট্রিজ সার্ভিস ইনস্টিটিউট

ক্ষুদ্রায়তন শিল্প উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত স্টাইপেণ্ডিয়ারি কোর্সসমূহের নিমিত্ত দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। মনোনীত প্রার্থীকে মাসিক ৪০, টাকা স্টাইপেণ্ড দেওয়া হইবে।
নিম্নতম যোগ্যতা : ম্যাট্রিকুলেশন বা তত্তুল্য বিজ্ঞানসহ বাঞ্ছনীয়।

ক্রঃ নং	ট্রেনিং কোর্সসমূহ	শিক্ষাকাল	আরম্ভের তারিখ
১।	নিয়ন ও গ্লো সাইন	৪ মাস	১৫-৫-৭১
২।	সিল্ক স্ক্রীন প্রিন্টিং, চীনামাটির/ কাঁচের বাসন ডেকোরেশন, কাঁচের আয়না প্রসেসিং ইত্যাদি	৪ মাস	১৫-৫-৭১
কেবল মহিলা প্রার্থীদের জন্য			
১।	ক্লিনিক্যাল থার্মোমিটার তৈয়ারি	৬ মাস	১৫-৫-৭১

দরখাস্ত গ্রহণের শেষ তারিখ : ২৭-৪-৭১।
যাঁহারা যোগ্য এবং উক্ত কোর্স গ্রহণে ইচ্ছুক তাঁহারা অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর, আই/সি, এক্সটেনশন সেণ্টার ফর থার্মোমিটার ট্রেনিং, জনক কুটি, চম্পাঘাট, সোলন (হিঃ প্রঃ) ঠিকানায় আবেদন করিবেন।
আবেদনকারিগণকে তাঁহাদের দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিবরণী বড়-হাতের অক্ষরে জানাইতে হইবে :—প্রার্থীর নাম, পিতার নাম ও পেশা, জন্মতারিখ ও বয়স, স্থায়ী/ডাকের ঠিকানা, শিক্ষাগত যোগ্যতা, পূর্ব অভিজ্ঞতা যদি কিছু থাকে, যে সেকশনে ট্রেনিং লইতে চাহেন (পছন্দ অনুসারে পর পর নাম)।
ডিএভিপি ৭০/৮১৬

গোলড কাপের দুটি খেলা গোলশূন্য

বোমবাই, ৬ এপ্রিল—আজ গোলড কাপ হকি প্রতিযোগিতার দুটি সেমিফাইনালের প্রথম লেগ-এর খেলাই গোলশূন্যভাবে শেষ হয়।

প্রথম খেলায় কলকাতার মোহনবাগান এবং বোমবাইয়ের মাহীন্দ্র-মাহীন্দ্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে। দ্বিতীয় খেলা হয় কোনিয়ার শিখ ইউনিয়ন ও দিল্লির সারভিসেস দলের মধ্যে। —পি টি আই

বুধবারের ক্রিকেট খেলা

সি এ বি সিনিয়র ক্রিকেট লীগ (প্লে অফ কোয়ারটার ফাইনাল)—ইসটবেঙ্গল : ইসটারন রেল (ইডেন উদ্যান—দ্বিতীয় দিন)।

চতুর্থ টেসট ড্র

ভারতের ৫ উইকেটে ২২১ রান

ব্রিজটাউন, ৬ এপ্রিল—ভারত ও ওয়েসট ইনডিজের চতুর্থ টেসট অমীমাংসিতভাবে শেষ হওয়ায় ভারতের আর 'রাবার' হারাবার ভয় নেই। শেষ টেসটে ওয়েসট ইনডিজ জিতলেও দুই দলের অবস্থা সমান হবে; শেষ টেসট ড্র হলে ভারত রাবার নিয়ে ঘরে ফিরবে।

আজ শেষ দিন স্টামপ তোলার সময় পর্যন্ত ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের খেলায় ৫ উইকেটে ২২১ রান তোলে। মধ্যাহ্নভোজ বিরতিতে ওঠে ১ উইকেটে ৬৯ রান, চা-বিরতিতে ৪ উইকেটে ১৩৮। সুনীল গাভাসকার অনমনীয় দৃঢ়তার সঙ্গে খেলে চা-বিরতিতে ৭৩ রানে নট আউট থাকেন।

চতুর্থ দিনের শেষে ওয়েসট ইনডিজ দল ৩২৯ রানে এগিয়েছিল। পিচের ওপর হেভি রোলার চালিয়ে উইকেট ভাঙ্গার উদ্দেশ্যেই আজ ওয়েসট ইনডিজ আবার ব্যাটিং করতে নামে। মাত্র এক ওভার খেলে ৫ রান যোগ করে ১৪০ (৬ উইকেট) রানে দ্বিতীয় ইনিংসের সমাপ্তি ঘোষণা করে। ফলে ওয়েসট ইনডিজ ৩৩৪ রানে এগিয়ে যায়।

জয়ের জন্য ৩৩৫ রানের প্রয়োজন—এই অবস্থায় ভারত দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাটিং শুরু করে ৩৫ রানের মাথায় মাকড়ের উইকেট হারায়। মধ্যাহ্নভোজ থেকে চা-পান পর্যন্ত হারায় অধিনায়ক ওয়াড়েকার, বিশ্বনাথ ও জয়সীমার উইকেট।

স্কোর

ওয়েসট ইনডিজ—প্রথম ইনিংস (৫ উইঃ ডিক্লেঃ) ৫০১ (সোবারস নঃ আঃ ১৭৮, লুইস ৮৮, কানহাই ৮৫, ফসটার নট আউট ৩৬; বেদী ১২৪ রানে ২ উইঃ)।

ভারত—প্রথম ইনিংস ৩৪৭ (সারদেশাই ১৫০, সোলকার ৬৫, ওয়াড়েকার ২৮, বিশ্বনাথ ২৫; ডো ৬৯ রানে ৪ উইঃ, সোবারস ৩৪ রানে ২ উইঃ, হোলডার ৭০ রানে ২ উইঃ)।

ওয়েসট ইনডিজ—দ্বিতীয় ইনিংস ১৪০ (ফ্রেডারিক ৪৮, লয়েড ৪৩; আবিদ আলী ৬৫ রানে ৩ উইঃ; বেঙ্কটরাঘবন ২৫ রানে ২ উইঃ)।

ভারত—দ্বিতীয় ইনিংস

এ মাকড় ক শেফারড ব ইনসার আলী	৮
এস গাভাসকার নট আউট	৭৩
এ ওয়াড়েকার ক লয়েড ব সোবারস	১৭
জি বিশ্বনাথ ক শেফারড ব সোবারস	০
এম জয়সীমা এল বি ডবলিউ ব ডো	১৭
ডি সারদেশাই নট আউট	২
অতিরিক্ত	২১
মোট ৪ উইকেটে)	১৩৮

(চা বিরতি পর্যন্ত)

উইকেট পতন—১।৩৫; ২।৭১; ৩।৭৯; ৪।১৩২;

দুই বিশ্ব চ্যামপিয়নের পরাজয়

নাগোয়া, ৬ এপ্রিল—আজ জাপানের দুই বিশ্ব চ্যামপিয়ন হাসেগাওয়া এবং তোশিকো কোয়াদাকে বিশ্ব চ্যামপিয়ন জাপানের নবুহিকো থেকে বিদায় নিতে হয়েছে।

গতবারের বিশ্ব চ্যামপিয়ন মহিলা খেলোয়াড় জাপানের তোশিকো কোয়াদা তৃতীয় রাউনডে চীনের অনামী মহিলা খেলোয়াড় চেং লুই উনের কাছে হার স্বীকার করেন।

সুইডেনের খেলোয়াড় স্টেলান বেঙ্গটসনের কাছে ১৯৬৭ সালের বিশ্ব চ্যামপিয়ন জাপানের হবুহিকো হাসেগাওয়ার পরাজয় অপ্রত্যাশিত ফলাফল।

খেলার মধ্যে রাজনীতি আনায় পাকিস্তানের নিন্দা

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল — খেলার মধ্যে রাজনীতি আনায় আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশন পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন। ভারতীয় হকি ফেডারেশনের সভাপতি শ্রীঅশ্বিনী কুমার ব্রাসেলস-এ আন্তর্জাতিক হকি ফেডারেশনের সভায় যোগদানের পর দেশে ফিরে এসে বলেছেন, "প্রথম বিশ্ব হকি প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠান সম্পর্কে এক প্রস্তাবের মাধ্যমে এফ আই এইচ (বিশ্ব হকি সংস্থা) পাকিস্তানের নিন্দা করেছেন।" —পি টি আই

বুধবারের ফুটবল খেলা

পাওয়ার লীগ—বহুবাজার ওয়াই এম : রাজস্থান (সিটি ৪-৩০); হৃষিকেশ পারক : এ্যালবারট (তালতলা ৪-৩০); পুলিশ এ সি : টালীগঞ্জ অগ্রগামী (পুলিশ ৪-৩০)। **আন্তঃ অফিস ফুটবল লীগ**—এ জি বেঙ্গল : সেনট্রাল একসাইজ (হাইকোরট); ইউনিয়ন ব্যাংক : বারডস স্পোরটস (রিজারভ ব্যাংক)।

রনজি ফাইনাল

মহারাষ্ট্র কি বোমবাইকে হারাতে পারবে ?

বোমবাই, ৬ এপ্রিল — বোমবাইয়ের বিরুদ্ধে ২৫৪ রান করলে রনজি ফাইনালে জিতবে এমন অবস্থায় মহারাষ্ট্র ব্যাট শুরু করে চতুর্থ দিনের শেষে ৫ উইকেটে ১৪৪ রান করেছে। বোমবাই তাদের ২য় ইনিংসে ১৯৬ রান করে সকলে আউট হয়ে যায়। ক্রিকেটের অনিশ্চয়তার কথা মনে রেখেও বলা যায়, অবস্থা বোমবাইয়েরই অনুকূলে। কারণ জয়ের জন্য মহারাষ্ট্রকে ৫ উইকেটে ১১০ রান করতে হবে নীচের দিকের ব্যাটসম্যানদের দিয়ে। এক দিনের পুরো খেলা এখনও বাকি।

চতুর্থ দিনে মধ্যাহ্ন ভোজের আগেই বোমবাই ১৯৬ রান করে আউট হয়ে যায়। প্রথম ইনিংসের ৫৭ রান এবং দ্বিতীয় ইনিংসের ১৯৬ রান নিয়ে মোট ২৫৩ রানে বোমবাই এগিয়ে যায়। মহারাষ্ট্রের ভিঠল যোশী ৬২ রানে ৫ উইকেট পান। ঠিক এই অবস্থায় বলা যায় যে, পরিস্থিতি মহারাষ্ট্রের খুব প্রতিকূল ছিল না। কিন্তু মহারাষ্ট্র সে সুযোগ পুরোপুরি নিতে পারেনি। ১৪৪ রান করতেই তাদের নির্ভরযোগ্য ৫ জন ব্যাটসম্যান আউট হন। উইকেটে স্পিন বেশ ভাল ধরছে।

শুরুতেই মহারাষ্ট্র বিপর্যয়ের মধ্যে পড়ে মাত্র ৩১ রানে তাদের ৩টি উইকেট পড়ে যায়। চতুর্থ উইকেটে হেমন্ত কানিতকার ও অধিনায়ক চাঁদু বোড়ে এসে কিছুটা খেলেন। কানিতকার ২৬ এবং বোড়ে ৫১ রান করে আউট হন। দুটি উইকেটই পান শিভলকর। এ ছাড়া প্রথম তিনটি উইকেট নেন আবদুল ইসমাইল। দিনের শেষে এন সালধানা ২২ এবং এ শেখ ৬ রানে অপরাজিত আছেন।

স্কোর

বোমবাই : ১ম ইনিংস—২৮৭

মহারাষ্ট্র : ১ম ইনিংস—২৩০

বোমবাই : ২য় ইনিংস—১৯৬ রান (বিজয় ভোঁসলে ৫৫, মহেশ সম্পত ৬০, এম রেগে ৩৩; ভিঠল যোশী ৬২ রানে ৫ উইকেট)

মহারাষ্ট্র : দ্বিতীয় ইনিংস

মধু গুপ্তে ক অজিত পাই ব ইসমাইল	১১
এস কার্বাডি এল বি ডবলিউ ব ইসমাইল	৭
চেতন চৌহান ক পারকার ব ইসমাইল	৫
হেমন্ত কানিতকার ক হাজারে ব শিভলকার	২৬
চাঁদু বোড়ে ক রেগে ব শিভলকার	৫১
এন সালধনা ব্যাটিং ...	২২
এ শেখ ব্যাটিং	৬
অতিরিক্ত ...	১৬
মোট (৫ উইকেট) ...	১৪৪

উইকেট পতন—১।২২, ২।২৩, ৩।৩১, ৪।৯৬, ৫।১৩৪

বোলিং—	ওভার	মেডেন	রান	উইকেট
এ পাই ...	১৩	১	৩৩	০
এ ইসমাইল	১০	৪	১৫	৩
এ নায়েক ...	৮	২	২৩	০
শিভলকার	১৬	৬	২৫	২
রেগে ...	৯	২	৩২	০

—পি টি আই ও ইউ এন আই

ইসটারন রেলের ৪ উইকেটে ১৫৫

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার ইডেনে প্রথম ডিভিসন ক্রিকেট লীগের প্লে অফ কোয়ারটার ফাইনালে ইসটবেঙ্গলের বিরুদ্ধে প্রথম দিনে ইসটারন রেল ৪ উইকেটে ১৫৫ রান করে। পলাশ নন্দী ৬৯ ও রজা মুখারজি ৩৮ রান করেন প্রথম উইকেটে এই দুই ব্যাটসম্যানের জুটি ১৫৫ রান তোলে।

আগের দিন বৃষ্টির জন্য পিচ ভিজে থাকে। মঙ্গলবার লানচের বিরতির পরে খেলা আরম্ভ হয়।

ইসটারন রেল—৪ উইঃ ১৫৫ (পি নন্দী ৬৯, আর মুখারজি ৩৮, এ বি রায় ১৬ ব্যাটিং, এ মজুমদার ৬৬ রানে ২ উইঃ)।

'বাংলা দেশে' মারকিন সাহেবের বাংলায় ভিজিটিং কারড

স্টাফ রিপোরটার

পূর্ব বাংলায় মারকিন সাহেবও ভিজিটিং কারড করেছেন বাংলায়।

চট্টগ্রাম থেকে ৬৫ মাইল দূরে মালুমঘাটের হাসপাতাল প্রশাসক শ্রী জে সি জি ঈটন মঙ্গলবার কলকাতায় জাহাজ থেকে নেমে তাঁর এই কারডটি আমার হাতে দিলেন। তার একপিঠে ইংরেজি, অন্য পিঠে বাংলা। প্রশ্ন করলাম—"বাংলায় কারড ছেপেছেন কেন ?" পরিষ্কার বাংলায় তিনি জবাব দিলেন—"ওখানে যে সবাই বাংলা চান।"

মধ্যশিক্ষা পর্ষদে বিরোধ মীমাংসায় সাহিত্যিক শিক্ষাব্রতীদের আবেদন

বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী ও সাহিত্যিক বৃন্দ এক বিবৃতি প্রচার করে পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীদের মধ্যে আপসে বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্য উভয় পক্ষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন। ওই বিবৃতিতে তাঁরা বলেছেন : পশ্চিমবঙ্গ মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ এবং তাদের কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধের ফলে বাংলা দেশের অসংখ্য ছাত্রছাত্রী আজ চরম সংকটের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। শিক্ষা-জগৎও এক বিপর্যয়ের সম্মুখীন। আমাদের আশংকা, এই বিপর্যয়ে কেবল চলতি বছরের ছাত্র-ছাত্রীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন তাই নয়, এর ফল সুদূরপ্রসারী। আমরা অভিভাবকদের পক্ষ থেকে মধ্য শিক্ষা পর্ষৎ এবং তাদের কর্মচারীদের অচিরে একটা সমাধানের পথ খুঁজে নিতে অনুরোধ জানাচ্ছি। অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রী এবং শিক্ষাব্যবস্থার কথা মনে রেখে তাঁরা তাঁদের বিরোধের একটা আপস মীমাংসা করে নিন, এটাই আমাদের অনুরোধ। স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে আছেন সর্বশ্রী বুদ্ধদেব বসু, আবু সয়ীদ আইয়ুব, প্রতিভা বসু, ডঃ নরেশ গুহ, অধ্যক্ষ শুদ্ধসত্ত্ব বসু, অধ্যাপক নিরুপম চট্টোপাধ্যায়, অরুণকুমার সরকার, অর্চনা গুহ, ডঃ নিরঞ্জন ধর, সন্তোষকুমার ঘোষ।

পৈশাচিকতার নগ্ন দৃষ্টান্ত

শুভ্রাংশু গুপ্ত

কুষ্টিয়া, ৬ এপ্রিল—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর শ্রেণীর ছাত্র মীর সিকানদার আলি আজ সকালে এখানে এসে পৌঁছে জানান, গত চারদিন ঢাকায় প্রায় দু লক্ষ মুজিব-সমর্থককে হত্যা করা হয়েছে। দুই শতাধিক নারীকে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র অবস্থায় রাস্তায় নিয়ে ইয়াহিয়ার সৈন্যরা প্রকাশ্যে ধর্ষণ করে পৈশাচিকতার এক চরম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।

পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলসের ক্যাপটেন জিয়ার নেতৃত্বে মুক্তি ফৌজ এখনও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে এবং রাজারবাগ থানা, সদরঘাট, মতিঝিল এবং নিউ মারকেট থেকে তারা পশ্চিম পাকিস্তানী সৈন্যদের হটিয়ে দিয়েছে। তবে আটটি থানা এবং ঢাকা শহরে এখনও সামরিক শক্তির নিয়ন্ত্রণই রয়েছে।

যাতায়াতের অসুবিধার জন্য এই সংবাদদাতাকে ঢাকায় যাওয়ার পরিকল্পনা ত্যাগ করতে হয়। সৌভাগ্যবশত সিকানদার আলি এবং আবদুল রসিদ নামে ঢাকার জগন্নাথ কলেজের দুই ছাত্রের সঙ্গেও দেখা হয়। ঢাকার হত্যাকাণ্ডের তাঁরা প্রত্যক্ষদর্শী। সেনাবাহিনীর লোকেরা তাঁদের দুই ভাইকে গুলি করে মেরে একটি গাছে টাঙিয়ে রাখে। দুই ভাইই মুক্তি ফৌজের সদস্য ছিলেন।

ইয়াহিয়ার সেনারা হাজার হাজার নরনারী ও শিশুকে হত্যা করেছে এবং এখনও করছে। তবে সেনাদের দুহাজারও নিহত হয়েছে।

মুক্তি ফৌজ ঢাকার উপর সাঁড়াশি আক্রমণ চালিয়েছে। সেখানে প্রবল সংঘর্ষ চলেছে। বিশ হাজার সৈন্য ছাউনি এলাকা এবং অন্যান্য শিবিরে আশ্রয় নিয়েছে। ফৌজও তাঁদের সৈন্য ও সমরাস্ত্রের সংখ্যা বাড়িয়েছেন।

মঙ্গলবার সরকারী সূত্রে জানা যায়, বহু মুসলমান সহ নয় হাজার উদ্বাস্তু গত ছয় দিনে বাংলা দেশ থেকে নদীয়া ও মুরশিদাবাদ জেলায় প্রবেশ করেছেন। এর মধ্যে আট হাজার উদ্বাস্তু রাজশাহী জেলার।

মুক্তিফৌজের তিনজন সদস্য আহত হয়ে রাজশাহী থেকে বহরমপুরে এসেছেন। —ইউ এন আই

বেটনের মূল প্রতিযোগিতায় মহমেডান দল

স্টাফ রিপোরটার

মহমেডান স্পোরটিং (১)

রোরকেলা স্টিল (০)

(ই এলাহি)

বেটন কাপ হকির প্রাথমিক পর্যায়ের পুনরনুষ্ঠিত সেমিফাইনালে মহমেডান স্পোরটিং যোগ্য দল হিসাবে ১—০ গোলে রোরকেলা স্টিলকে হারিয়ে মূল প্রতিযোগিতার প্রথম রাউনডে খেলার অধিকার পায়। মহমেডানকে পরবর্তী খেলায় ভূপাল একাদশের বিরুদ্ধে খেলতে হবে। বোমবের সেনট্রাল রেল আসতে পারবে না, তার পরিবর্তে ভূপালকে দলভুক্ত করা হয়েছে।

দ্বিতীয়ার্ধের সূচনায় একটি পেনালটি করনারের সুযোগ অপব্যবহারের পর ১২ মিনিটের সময় গোলমুখে জটলার মধ্য থেকে মহমেডান দলের ই এলাহি জয়সূচক গোলটি করেন ১—০।

রাউরকেলা স্টিল প্রথমার্ধে কিছু সময় মহমেডানের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও দ্বিতীয়ার্ধে মহমেডানের ক্ষিপ্র আক্রমণভাগের চাপে অধিকাংশ সময় রক্ষণ কার্যে ব্যস্ত থাকে।

মহমেডান স্পোরটিং—এম আর খাঁ; ইনসান আলি ও গিলবারট; জ্যাকি, সেলেমান ও সাবীর; জে পি তেওয়ারি, মহম্মদ বীন হাসান, এস কে তেওয়ারি, ই এলাহি ও ওমপ্রকাশ।

রোরকেলা স্টিল—ডি কে নিয়োগী; জে এক্কা ও জি সুমেরিয়া; বি প্যাটেল, এল টোপো ও আর এক্কা; ই ডাং, জে জইন, পি বেলাং, জেড এ খাঁ ও এম টিরকে।

আমপায়ারস—এস দত্ত ও এস পাল।

রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশন

স্টাফ রিপোরটার

মঙ্গলবার ক্যালকাটা রেফারিজ অ্যাসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ১৯৭১-৭২ সালের জন্য কর্মকর্তা ও কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

সভাপতি—শ্রীবলাইচন্দ্র ব্যানারজি; **সহঃ সভাপতি**—শ্রীঅলক রায় ও শ্রী সি বি চ্যাটারজি; **সম্পাদক**—শ্রী আর কে দত্ত। **সহঃ সম্পাদক**—শ্রী এল এন ঘোষ; **কোষাধ্যক্ষ**—শ্রীহরিশ চ্যাটারজি। **কার্যকরী সমিতির সদস্য**—সর্বশ্রী বলাই চ্যাটারজি, এস পাঠক, পি এ সোম, এন চ্যাটারজি, শৈলেন ঘোষ, সমর রায়, প্রতুল চক্রবর্তী ও দ্বিজেন সেন।

বুধবারের হকি খেলা

পি গুপ্ত কাপ—এনড্রুজ স্কুল : খালসা এইচ এস (মেসারস ২টা); সেনট জেমস স্কুল : কলিনস (ওয়াই এম সি এ ৪টা)। **ব্যাগডেন শীলড**—দুর্গাপুর স্টীল : পোরট কমিশনারস (ইসটবেঙ্গল ৩-৪৫); রাজস্থান : চিত্তরঞ্জন লোকোমোটিভ (রাজস্থান ৩-৪৫)। **লক্ষ্মীবিলাস কাপ** — আলেকজেনডার রেমনড : খালসা ব্লুজ (রেনজারস ২-৪৫।)। **কল্যাণ শীলড**—মেসারারস : এলটালি (মেসারারস ৩-৪৫)। **মাপেল হোয়াইট কাপ**—এয়ার করপোরেশন : ভোসটেটনার (বি জি প্রেস ৪টা); গান শেল ফ্যাকটরি : জি আই প্রেস (ওয়াই এম সি এ ৪টা)।

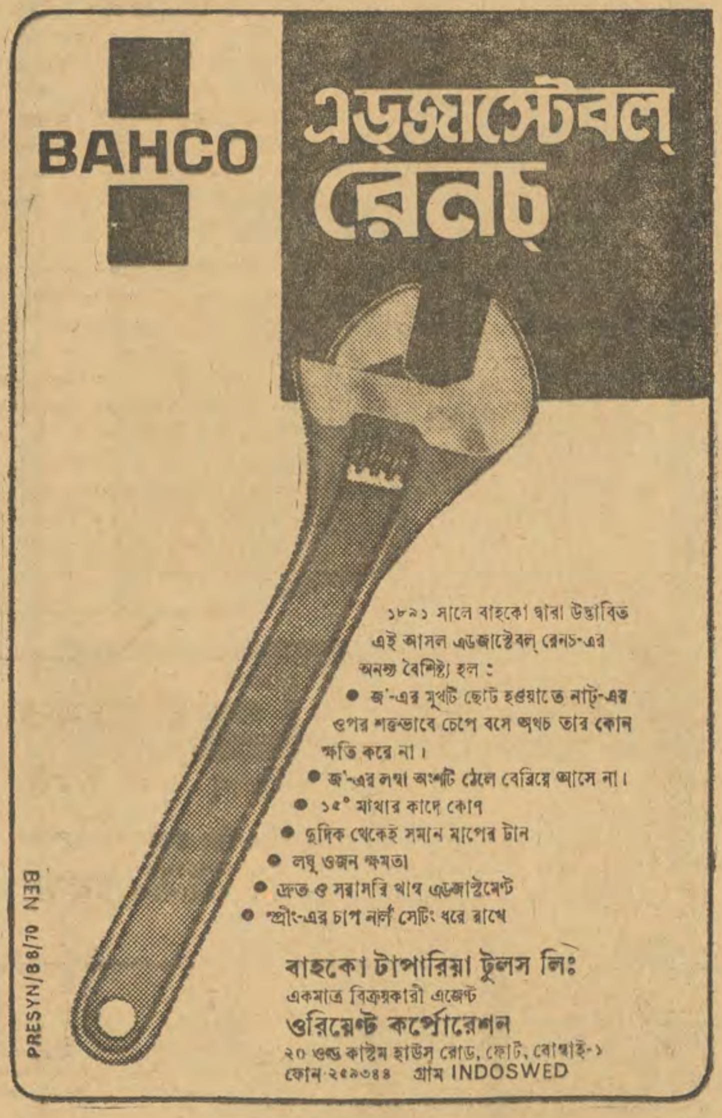

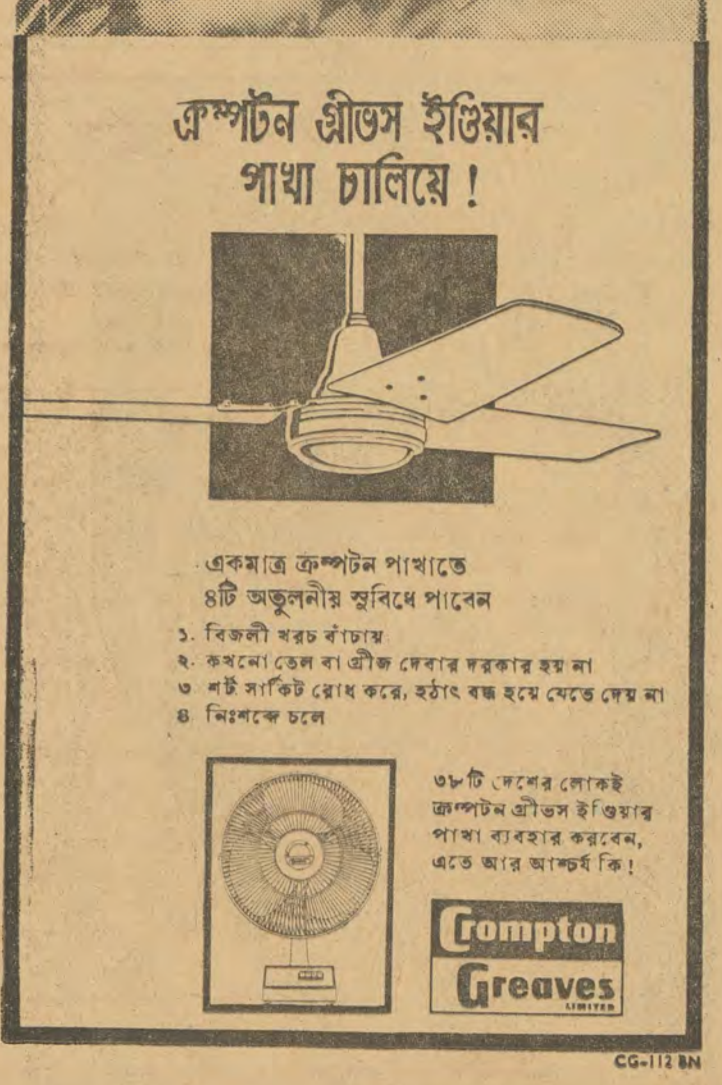

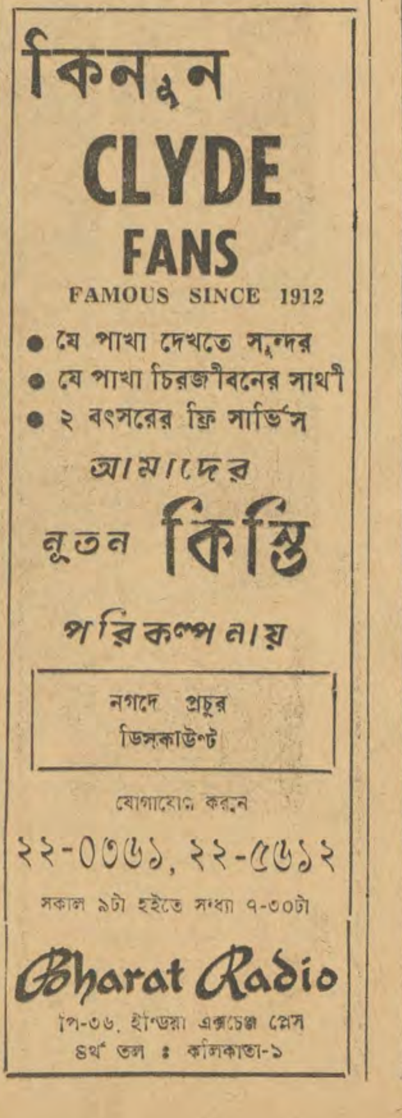

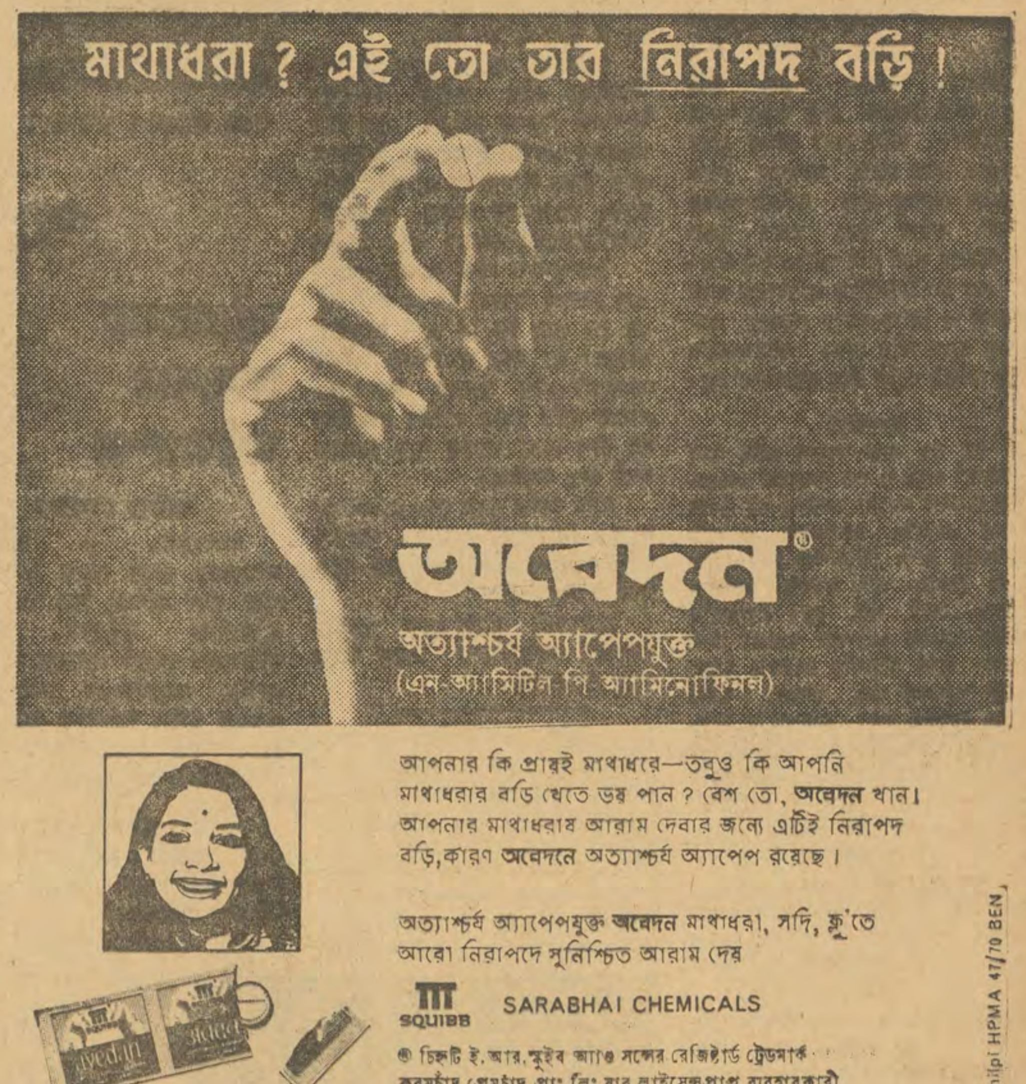

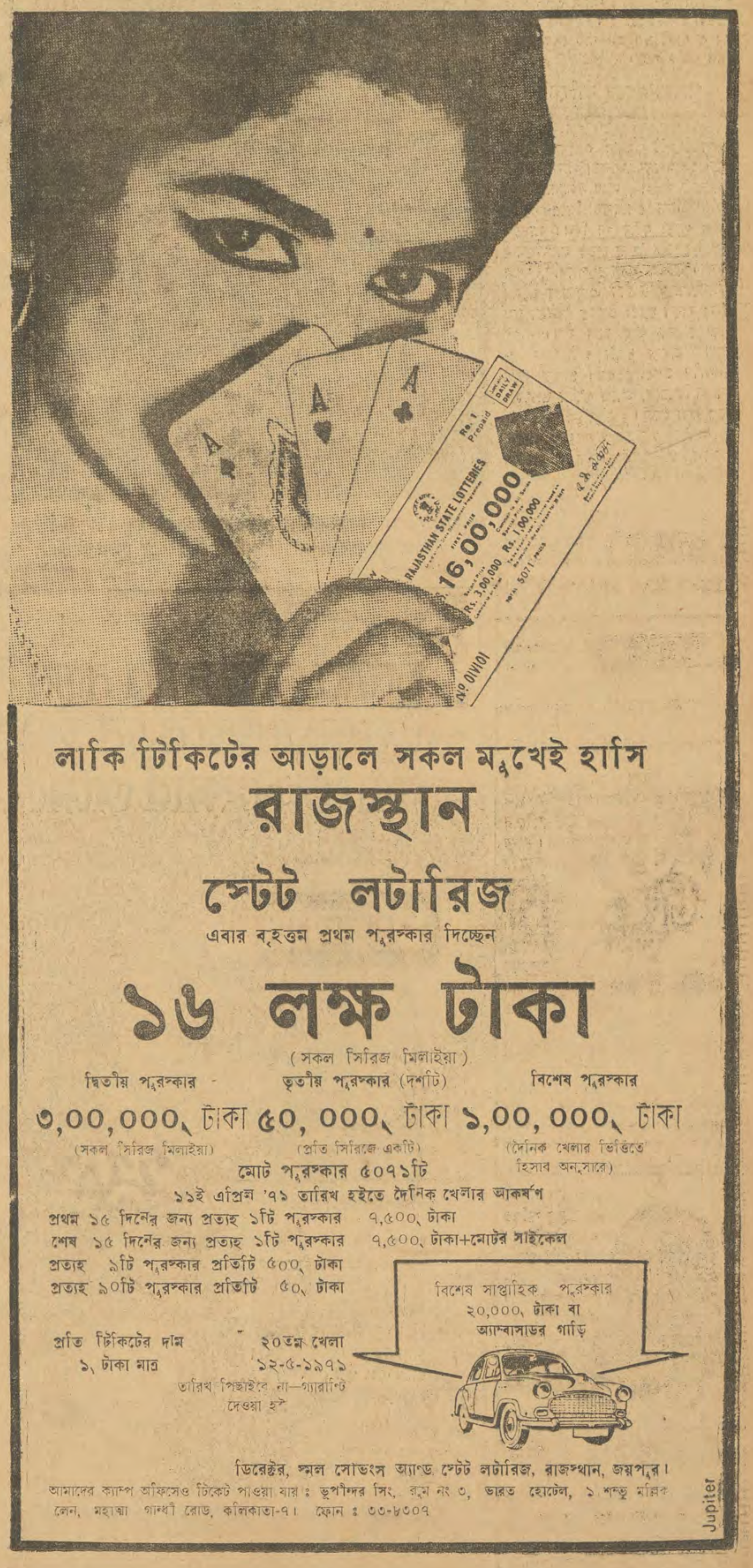

মসজিদের উপর পাকিস্তানী গোলা, ইমাম নিহত

কৃষ্ণ দেবনাথ

ঝিকরগাছা, যশোর, ৬ এপ্রিল— পাকিস্তানী মিলিটারির কামানের গোলায় চাঁচড়ার মসজিদ উড়ে গিয়েছে। নামাজ পড়ার সময় সেখানকার ইমামও সেই সঙ্গে নিহত হয়েছেন। পাকিস্তানী ফৌজ এদিন চাঁচড়ার মোড় থেকে মালঞ্চের দিকে এগিয়ে আসায় সময় মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে দারুণ মার খায়। প্রবল প্রতিরোধে তারা শেষ পর্যন্ত হঠে যায়।

এর পর মিলিটারি ফরিদপুর গ্রামে কামান ও মেশিনগানের গোলায় ঘর-বাড়ি ধ্বংস করে দেয়। কয়েকজনকে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

রাজশাহী

গত ৩১ মারচ—সকাল ৯টার সময় রাজশাহী থেকে ৯ জন পাকসেনা নারায়ণপুর (চারঘাট থানায়) অস্ত্রশস্ত্র সহ প্রবেশ করলে স্থানীয় জনসাধারণ ও মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে মোকাবিলা হয়। পরে পাক সেনারা আত্ম সমর্পণ করে ও তাদের বন্দী করা হয়। রাজশাহীর বেতার কেন্দ্রের অভ্যন্তরে পাঞ্জাবী সেনা আছে। মুক্তি বাহিনীর লোকেরা বাইরে থেকে তালাবন্ধ করে দেওয়ায় বাইরে থেকে সরবরাহ বন্ধ। রাজশাহীর বিশ্ব-গিয়েছে। গত রবিবার দিন রাজশাহীর গিয়েছে। গত রবিবার রাজশাহীর ই পি আর হেড কোয়ার্টারে দখলদার সৈন্যরা বোমা ফেলেছে।

পাবনা

পাবনায় কোনও প্রকার পাক সৈন্য ছিল না। কয়েকদিন আগে হঠাৎ পাবনায় পাক সৈন্য আসে এবং বাংলার মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে সৈন্যদের বিরাট সংঘর্ষ হয়। এই সংঘর্ষের ফলে পাক-বাহিনী বেকায়দায় পড়ে পাবনা হাসপাতালের উপরতলায় আশ্রয় নেয়। পাবনার জেল কয়েদীগণ মুক্তি যোদ্ধাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে পাক বাহিনীকে তিন দিক থেকে সাঁড়াশি অভিযান চালালে "চড়কলাই", "কুমার বালী", মীরপুর ও "ভেড়ামাড়া" প্রভৃতি স্থানে ৩০০ পাক সৈন্যের মধ্যে ২১০ জন আত্ম-সমর্পন করে ও বাকী ৯০ জন পাক সেনা জেলা স্কুলে আটক পড়ে।

পাবনা জয়ের কাহিনী

চতুর্থ পৃষ্ঠার পর

পাওয়া তিনটি ভ্যান ও কিছু অস্ত্র-শস্ত্র। ভেগেপড়া ফৌজরা পাবনা থেকে সতেরো মাইল দূরে মুলাডুলিতে একটি ব্রিজ পেরোতে গিয়ে মুক্তি সেনার পাতা ফাঁদে পা দিল। আসলে ব্রিজটি ভেঙ্গে দিয়ে ঢেকে রেখেছিলাম আমরা। ওরা বুঝতে পারেনি, ফলে সৈন্যসমেত দুটি ট্রাক একেবারে জলের মধ্যে। বাকী দুটো ট্রাকের সৈন্যরা ভয় পেয়ে গ্রামের মধ্যে চলে যায়। এই যুদ্ধে আরো দুটো গাড়ি মুক্তি-বাহিনীর হস্তগত হয়। গ্রামের মধ্যে যারা লুকিয়েছে, খুঁজে খুঁজে তাদেরও খতম করা হচ্ছে।

আটাশে মারচের পর থেকে পাবনা পুরোপুরি মুক্তিফৌজের দখলে। পাঁচিশখানা জিপে করে অবিরাম স্বেচ্ছাসেবকরা টহল দিচ্ছেন গোটা পাবনা। প্রত্যেক বাড়ির ছাদে ছাদে দূরবীণ হাতে দুই থেকে চারজন মুক্তিসেনা। দূরের যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে ওয়্যারলেস। পুলিশের ডি সি-র নেতৃত্বে পাঁচ হাজার স্বেচ্ছাসেবক কাজ করছেন। এছাড়াও এই দলের নেতৃত্বে পাবনা থেকে উনিশ মাইল দূরে ঈশ্বরদি বিমানঘাটি অতর্কিত আক্রমণে অচল করে দেওয়া হয়েছে। বিমানঘাটি দখলের যুদ্ধ হয় গভীর রাত্রে। পাঁচজন মারা যায় আর এগারোজনকে বন্দী করে রাখা হয়।

শহরে শহরে প্রতিরোধ গড়ে তোলা ছাড়াও মুক্তিসেনর একটি অংশ চলে যাচ্ছেন গ্রামে গ্রামে। চাষীদের চাষের কাজে উৎসাহিত করছেন। শহর পাহারা দিচ্ছেন, গরীব দীনমজুরদের জন্যে শিবিরে শিবিরে পেঁাছে দিচ্ছেন খাদ্য। বিভিন্ন সূত্রে পাওয়া চিকিৎসার সরঞ্জাম পেঁাছে দিচ্ছেন হাসপাতালে। পাবনাতে এখন বাজার বসছে, বাস চলছে, তবে সবই মুক্তিসেনাদের নির্দেশে। বাজারে জিনিসপত্রের দাম বাঁধা। কেউ সুযোগ বুঝে বেশি চাইতে পারবেন না। পাবনা থেকে এখন যে-সব অঞ্চলের সঙ্গে ওয়্যারলেসে যোগাযোগ চলছে, সেগুলি হচ্ছে বগুড়া, দিনাজপুর, কুষ্ঠিয়া, ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর এবং রংপুর। এগুলি মুক্তিসেনাদের দখলে। রংপুর বিমানঘাটিটিও এখন সম্পূর্ণ মুক্ত।

ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার জন্য কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে জানেন? বড় বড় বাড়ির মাথায় বসানো হয়েছে সাইরেন। পথে পরিখা, শহরের সব কটি প্রধান রাস্তার মুখে মুখে সতর্ক স্বেচ্ছা-বাহিনী। হাতে হাতে হাতিয়ার। স্থলপথে ওরা আজ আর ভয় পায় না। এখন শুধু আশংকা বোমারু বিমানের। এর জন্যেই ওঁদের আরো অস্ত্র চাই, চাই দূরপাল্লার কামান, ডিনামাইট আর বিমানধ্বংসী কামান।

শহর থেকে ফৌজ পালানোর পালা শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সেটিকে সৈন্য সরাবার কাজে লাগানো হয়েছে। গুলিবৃষ্টির আড়ালেও এখন পালাবার উদাম।

বিমান হানার সময় পাক জেট বিমান কয়েকবার চকিতে ভারতের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে। হাসনাবাদ ও কাতলসারির কাছে।

রাজশাহী অঞ্চলে মুক্তি ফৌজের পরিচালক এখন আয়ুব কলেজের নির্দেশক মহম্মদ রসিদ। রাজশাহী কলেজের একজন ইতিহাসের অধ্যাপক এখন ভারত সীমান্তের এদিকে। তিনি বলেন, বোমাবর্ষণ হলেও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ক্ষতি হয়নি।

নির্ভরযোগ্য সূত্রে পাওয়া খবর ঃ পাক সেনারা রাজশাহীর ডি আই জি, এস পি এবং ডি সি কে গ্রেফতার করেছে। তা ছাড়া কয়েকজন বিশিষ্ট আওয়ামী লীগ নেতাও কারারুদ্ধ। এদিকে মুক্তি ফৌজ একজন জেনারেল সহ বেশ কিছু সংখ্যক পাক সৈন্যকে বন্দী করে রেখেছে।

মুক্তি ফৌজ এখন শেখ মুজিবরের নতুন নির্দেশের জন্য অপেক্ষা করছে। ওদের ধারণা শিগগিরই নতুন নির্দেশ আসবে।

নবাবগঞ্জে বাংলা দেশ সরকার সরকারী কর্মচারীদের বেতন দিতে শুরু করেছেন।

নয়াদিল্লি, ৬ এপ্রিল— রাজ্যসভার কয়েকজন সদস্য সরকারী উদ্যোগে পরিচালিত হিন্দুস্থান স্টীল লিঃ-এর সমালোচনা করেন। তাঁরা বলেন, 'অবস্থা' দিনের পর দিন খারাপ হচ্ছে।

নব কংগ্রেস সদস্য শ্রীচন্দ্রশেখর অভিযোগ করেন, হিন্দুস্থান স্টীলের দেখাশোনা করার সময় 'প্রগতিশীল চেয়ারম্যানের' নেই।

কুষ্টিয়া শহর। সিরাজদ্দৌল্লা রোডে দোকানপাট, ব্যাংক সব বন্ধ। সব সময় আশংকা, কখন পাকিস্তানী জেট থেকে বোমা পড়ে।
—চিত্র ঃ অলক মিত্র

উত্তর রণাঙ্গন ঃ রাজসাহী শহরের কাছে পাক-হানাদারদের গোলায় ভস্মীভূত ই পি আর ক্যামপ।
—চিত্র ঃ বিনয় মুখার্জি

পূর্ব রণাঙ্গনের খবর

চট্টগ্রামের জলাধার ক্ষতিগ্রস্ত

অমিয় দেবরায়

আগরতলা, ৬ এপ্রিল— সীমান্তের ওপার থেকে নির্ভরযোগ্য সূত্রে খবর এসেছে, তিন দিন আগে মুক্তিফৌজ চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিমাংশে কোরট এলাকায় অবস্থিত ওয়াটার ওয়ারকস-এর জলাধার ও পাওয়ার হাউস ক্ষতিগ্রস্ত করে দিয়েছেন। এই এলাকায় পাক বাহিনী দিবারাত্র ঘাটি আগলাচ্ছিল।

চট্টগ্রাম শহরের ডাকঘর ও বিমান বন্দর এলাকা সম্পূর্ণরূপে পাক দখলদারদের হাতে। বন্দর এলাকা পরিত্যক্ত, জনমানবশূন্য।

সারা নোয়াখালি জেলা, নোয়াখালির লাগোয়া কুমিল্লার কিছু অংশ এবং চট্টগ্রাম জেলা এখন সম্পূর্ণভাবে পাক সৈন্য মুক্ত। এসব মুক্তাঞ্চলে বাংলা দেশ সরকারের অধীনে অসামরিক প্রশাসন ফিরে আসছে।

জয়ের উল্লাস

রমেশচন্দ্র দাস

করিমগঞ্জ, ৬ এপ্রিল— গতকাল করিমগঞ্জের বিপরীত দিকে জকিগঞ্জে মুক্তি বাহিনীর হাতে শালুটিকর জয়ের খবর পেঁাছলে জনসাধারণ উল্লাসে ফেটে পড়েন। মুক্তি বাহিনী 'জয় বাংলা' ধ্বনিসহ মিছিল বার করেন।

বারামিংহামের একজন ব্রিটিশ নাগরিক শ্রী এম এ খান ব্রিটিশ পাশপোরট নিয়ে সামরিক শাসন জারির সময় শ্রীহট্টে ছিলেন। তিনি গতকাল করিমগঞ্জে এসে সাংবাদিকদের নিকট ব্রিটিশ নাগরিকদের লাঞ্ছনার কথা বলেন। তাঁদের পাশপোরট ছিনিয়ে নিয়ে পুড়িয়ে ফেলা হয়। তিনি বলেন, শ্রীহট্ট শহরে পাক ফৌজ রাত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে শিক্ষক, ডাক্তার, উকিল ও অন্যান্য বুদ্ধিজীবীদের ঘুম থেকে তুলে অত্যাচার করে।

তিস্তা সেতুর লড়াই

প্রদীপ দাশগুপ্ত

ধুবাড়ি, ৬ এপ্রিল— রংপুর ও কুড়িগ্রামের মধ্যে তিস্তা সেতুর দখল নিয়ে জোর লড়াই হয়। ইয়াহিয়ার সৈন্যরা রংপুর ক্যানটনমেনটের দিকে পিছু হটতে থাকলে তিস্তা সেতুর লড়াই-এর সমাপ্তি ঘটে। এই জয়লাভের পর মুক্তিফৌজ পরাজিত পাকসৈন্যদের পিছু ধাওয়া করে কাউনিয়া হয়ে রংপুরের দিকে অভিযান করেন।

কুড়িগ্রামে তিনজন প্রধান নেতার নিকট থেকে আমি এই খবর সংগ্রহ করেছি। নেতাদের একজন হচ্ছেন প্রাদেশিক আইনসভার আওয়ামি লীগ সদস্য, একজন আনসার বাহিনীর লোক এবং তৃতীয় জন বাংলাদেশের একজন প্রথম শ্রেণীর অফিসার। তাঁদের নিকট থেকে জানা গিয়েছে ৪ এপ্রিল সকালে তিস্তা রেলসেতুর নিকট একটি স্যাবার জেট বিমান গুলি করে নামানো হয়। বিমানটি লালমণিরহাটের দিক থেকে আসছিল। তিস্তা সেতুর নিকট এসে বিমানটি নীচু হতেই মুক্তিফৌজের মেশিনগানের গুলিতে ঘায়েল হয় এবং তিস্তা হাই স্কুলের নিকট ভেঙ্গে পড়ে। আগের দিন, ৩ এপ্রিলও মুক্তিফৌজ একটি পাকিস্তানী হেলিকপটারকে সেতুর নিকট গুলি করলে সেতুর পশ্চিম দিকে ভেঙ্গে পড়ে। এ দুটি ঘটনায় পাকিস্তানী সৈন্যদের মনোবল ভেঙ্গে যায়। তারা রংপুরের দিকে পিছু হটে যায়।

৯ বাকস বিস্ফোরক দ্রব্য চুরি

আসানসোল, ৬ এপ্রিল— গতকাল শেষ রাত্রে জামুরিয়া থানার অধীনে একটি কোলিয়ারির বারুদখানা থেকে নয় বাকস ভরতি প্রায় ৩১০০০ বিস্ফোরক দ্রব্য চুরি যায়।

পুলিশ জানিয়েছে, মারাত্মক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ২০ জন লোক বারুদখানার ২ জন রক্ষীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের কাবু করে জিনিসগুলি নিয়ে পলায়ন করে।
—পি টি আই

১ বৈশাখে স্বাধীন বাংলাদেশ মন্ত্রিসভা?

সুখরঞ্জন দাশগুপ্ত

পার্বতীপুর (বাংলা দেশ), ৬ এপ্রিল— আজ এখানে আওয়ামী লীগের সূত্র থেকে জানা গেল, বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান পয়লা বৈশাখ আত্মপ্রকাশ করতে পারেন। এবং পঁচিশে বৈশাখ স্বাধীন বাংলা মন্ত্রিসভা গঠন হতে পারে।

ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে স্বাধীন বাংলার স্বীকৃতির জন্য যে-সব প্রতিনিধিকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পাঠানো হয়েছে, তাঁরা ৪০।৫০টি দেশের স্বীকৃতি আদায় করতে পারবেন বলে আশা করছেন। এবং এক সপ্তাহের মধ্যেই স্বীকৃতি পাওয়া যাবে বলে আওয়ামী লীগের জনৈক মুখপাত্র মনে করেন।

আসামের মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে আওয়ামী লীগ নেতার গোপন বৈঠক

শিলং অফিস

৬ এপ্রিল— আওয়ামী লীগের তিনজন সম্প্রতি আসামে এসেছিলেন। তাঁরা মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমহেন্দ্রমোহন চৌধুরী অর্থমন্ত্রী শ্রী কে পি ত্রিপাঠি ও অন্যান্য কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে এক গোপন বৈঠকে মিলিত হয়েছিলেন বলে জানা গিয়েছে।

বাংলা দেশের এই তিন নেতা বলেছেন যে, তাঁদের এখন প্রয়োজন অস্ত্রশস্ত্র। কিন্তু তাহলেও কতকগুলি নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস যথা ঃ কেরোসিন তেল, লবণ প্রভৃতি বিশেষ প্রয়োজন।

বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য শিলং-এ একটি সাহায্য কমিটি গঠন করা হয়েছে। ১৫ জন সদস্যবিশিষ্ট এই কমিটির সভাপতি হচ্ছেন শিলং পৌরসভার চেয়ারম্যান। বাংলাদেশের সংগ্রামের সমর্থনে উক্ত কমিটি আগামী ৭ এপ্রিল সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছেন।

হাওড়ার প্রসিদ্ধ বিভাগীয় বস্ত্র বিপনী
গয়াপ্রসাদ সীতারাম
৪৮.জি.টী.রোড (সাউথ) হাওড়া (ফোন-৬৭-৪০০৯)

জনসাধারণকে এতদ্দ্বারা জানান যাইতেছে যে, লীজগ্রহীতা কর্তৃক যথাযথভাবে ছাপ প্রদত্ত ও স্বাক্ষরিত সাইক্লোটাইপ করা পরিচয়পত্র এবং সবুজ আর্ম ব্যাচধারী আমাদের ফি আদায়কারিগণ ডালহৌসি স্কোয়ার এবং নিউ মার্কেট পার্কিং এলাকায় পার্কিং-এর ফি আদায় করিবেন।

আদেশ অনুসারে
দি পার্কারস
(এইচ মুখার্জি)
স্বত্বাধিকারী

(৫৩৯১এ)

ULKA-GSC-AO-2-BEN

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।
সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার